বিশেষ সংখ্যা
বিশ্ব যোগাযোগ দিবস

প্রকাশনার ৮৬ বছর
সাপ্তাহিক
প্রতিবেশী
সংখ্যা : ১৬ | ১৭-২৩ মে, ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ

- ✎ ডিজিটাল যুগে চার্চ ও সামাজিক যোগাযোগ: বাইবেলের শিক্ষা ও বর্তমানের মেলবন্ধন
- ✎ বাংলাদেশে কাথলিক মণ্ডলীর মিডিয়ার চিত্র এবং বাণীপ্রচারে মাণ্ডলিক মিডিয়ার অংশগ্রহণ
- ✎ মঙ্গলবাণী প্রচার ও খ্রিস্টীয় সাক্ষ্যদানের শক্তিশালী মাধ্যম নাটক-থিয়েটার: পরিপ্রেক্ষিত বাণীদীপ্তি
- ✎ খ্রিস্টান সমাজের এক সব্যসাচী লেখক ও নাট্যব্যক্তিত্ব সুনীল পেরেরা

WeeklyPratibeshi BanideeptiMedia @WeeklyPratibeshi veritasbangla

সাবস্ক্রাইব, শেয়ার ও লাইক করে ডিজিটাল মিশনারী কাজে অংশ নিন।

"তোমরা রবে নীরবে হৃদয়ে মম"

তোমায় খুব মনে পড়ে

স্বর্গীয় মতি ম্যাথিও পালমা
২৭তম মৃত্যুবার্ষিকী
আগমন: ১৩ ফেব্রুয়ারি, ১৯২১ খ্রিস্টাব্দ
প্রস্থান: ১৯ মে, ১৯৯৯ খ্রিস্টাব্দ

তোমাদের আগমনে প্রকৃতির বীণায় বেজে উঠেছিল এক নতুন আহ্বানের সুর। সেই সুরে আমাদের সবার কণ্ঠ এক করে তোমাদেরকে নিবেদন করছি একরাশ শ্রদ্ধা, ভালোবাসা এবং হৃদয় নিংড়ানো প্রার্থনা। তোমাদের আদর্শ, পদচারণা, শাসন, সোহাগ, আদর, যত্ন, ভালোবাসা ও আন্তরিকতা তা সবই আমাদের মানসপটে অনুরণিত হচ্ছে। তোমরা ছিলে আমাদের নিরাপদ আশ্রয়। তোমরা স্বর্গ থেকে আমাদেরকে আশীর্বাদ করো আমরা যেন তোমাদের রেখে যাওয়া আদর্শ অনুসরণ করে তোমাদের দেখানো পথে এগিয়ে চলতে পারি। তোমাদের সঠিক নির্দেশনাগুলো যেন হয় আমাদের চলার পথের পাথেয়। যেকোন অগ্নি-পরীক্ষায়ও যেন ঈশ্বরে বিশ্বাসী হয়ে এবং অপরিসীম নির্ভরতা রেখে এগিয়ে চলতে পারি জীবন চলার কঠিন বাস্তবতায়। স্বর্গীয় পিতা স্বর্গে তোমাদেরকে অনন্ত শান্তি দান করুন।

তোমায় তো ভুলিনি

স্বর্গীয় ক্লারা ক্লেমেন্টিনা ছেড়াও
৮ম মৃত্যুবার্ষিকী
আগমন: ৬ মার্চ, ১৯৩১ খ্রিস্টাব্দ
প্রস্থান: ২০ ফেব্রুয়ারি, ২০১৮ খ্রিস্টাব্দ

স্মৃতিতে তুমি রবে

স্বর্গীয় জর্জ সুব্রত পালমা
১ম মৃত্যুবার্ষিকী
আগমন: ২৯ জানুয়ারি ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দ
প্রস্থান: ১ জানুয়ারি ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ

স্মৃতির পাতায় ঊনত্রিশ

স্বর্গীয় সানি প্লাসিড পালমা
৮ম মৃত্যুবার্ষিকী
আগমন: ২৯ জানুয়ারি, ১৯৯০ খ্রিস্টাব্দ
প্রস্থান: ২৯ মার্চ, ২০১৮ খ্রিস্টাব্দ

স্মৃতিতে অম্লান তুমি

স্বর্গীয় স্টিফেন গমেজ
৪র্থ মৃত্যুবার্ষিকী
আগমন: ২০ জুন, ১৯৪২ খ্রিস্টাব্দ
প্রস্থান: ১১ সেপ্টেম্বর, ২০২২ খ্রিস্টাব্দ

তোমাদেরই একান্ত ভালোবাসায়
শোকাহত আমরা

জোনাথন, জেইভান, জিয়ানা, ড্যানিয়েলা, ইথান, নাথান, জোভানা, এথেনা, ডিলেন, ভিয়ান, জয়েস, সিস্টার মেরী জেনিফার এসএমআরএ, টনি, লিমা- ডেভিড, মার্টিন-লিজ, জনি-জ্যোতি, মার্ভিন, ববি, ঝুমা-ফেবিয়ান, শেলী-নূপুর, সিস্টার মেরী প্রণতি এসএমআরএ, দিলীপ-কনিকা, কানন, মনিকা-অনিল, সিস্টার মেরী দীপ্তি এসএমআরএ ও রেনু।

হারবাইদ, গাজীপুর।

বিজ্ঞ/১০৩/২৬

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী

সম্পাদক
ফাদার বুলবুল আগস্টিন রিবেরু

সম্পাদকীয় বোর্ড
ফাদার কমল কোড়াইয়া
মারলিন ক্লারা বাড়ৈ
থিওফিল নিশারন নকরেক

সহযোগিতায়
সুনীল পেরেরা
নব কস্তা
বিশাল এভারিশ পেরেরা
অর্ঘ্য রোজারিও

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা
ফাদার বুলবুল আগস্টিন রিবেরু

প্রচ্ছদ ছবি
সংগৃহীত

সার্কুলেশন ও বিজ্ঞাপন
মেরী তেরেজা বিশ্বাস
প্রান্ত গমেজ

বর্ণ বিন্যাস ও গ্রাফিক্স
দীপক সাংমা
পিতর হেম্ব্রম
সাম্য টলেন্টিনু

মুদ্রণ : জেরী প্রিন্টিং
৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষ্মীবাজার, ঢাকা - ১১০০
ফোন: ৪৭১১৩৮৮৫

চিঠিপত্র/বিজ্ঞাপন/গ্রাহক
চাঁদা/ লেখা পাঠাবার ঠিকানা
সাপ্তাহিক প্রতিবেশী
৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষ্মীবাজার, ঢাকা - ১১০০, বাংলাদেশ
ফোন: ৪৭১১৩৮৮৫
মোবাইল : ০১৭৯৮৫১৩০৪২
E-mail :
wklypratibeshi@gmail.com
Visit: www.weekly.pratibeshi.org

মূল্য : ১০ টাকা মাত্র

সম্পাদক কর্তৃক খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্র ৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ, লক্ষ্মীবাজার ঢাকা-১১০০ থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত

বর্ষ : ৮৬, সংখ্যা : ১৬
১৭ মে - ২৩ মে, ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ
০৩ জ্যৈষ্ঠ - ০৯ জ্যৈষ্ঠ, ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ

সম্পাদকীয়

ডিজিটাল যুগে মানবিক কণ্ঠস্বর ও বিশ্বাসের দায়িত্ব

খ্রিস্টানরা বিশ্বাস করেন প্রভু যিশু তাঁর পুনরুত্থানের ৪০দিন পরে সশরীরে স্বর্গে গমন করেছেন। তবে স্বর্গারোহণের পূর্বে তাঁর শিষ্যদের এক মহান দায়িত্ব অর্পণ করেছিলেন এ কথা বলে, "তোমরা সারা জগতে যাও এবং সমস্ত সৃষ্টির কাছে মঙ্গলসমাচার প্রচার করো।" পরবর্তী সময়ে যিশুর সেই কণ্ঠস্বর শিষ্যদের অন্তরে সাড়া জাগায়। শিষ্যরা বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে পড়ে যিশুর কথা ও ভালোবাসা প্রকাশ করতে। শিষ্যদের প্রতি সারাবিশ্বে মঙ্গলসমাচার প্রচারের সেই আহ্বান আজও সমানভাবে প্রাসঙ্গিক। তবে সময় বদলেছে, মাধ্যম বদলেছে, মানুষের যোগাযোগের ধরনও বদলে গেছে। একসময় পাহাড়ের ঢালে, হ্রদের তীরে কিংবা নগরের চত্বরে যে বাণী উচ্চারিত হতো, আজ তা ছড়িয়ে পড়ছে ডিজিটাল পর্দায়, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে এবং ভার্চুয়াল জগতে। তাই বিশ্ব যোগাযোগ দিবস ও স্বর্গারোহণ মহাপর্ব যেন একই সুতোয় গাঁথা দুটি সত্য– একদিকে খ্রিস্টের প্রেরণ, অন্যদিকে সেই প্রেরণ পূরণের আধুনিক মাধ্যম।

৬০তম বিশ্ব যোগাযোগ দিবস উপলক্ষে পোপ চতুর্দশ লিও তাঁর বাণীতে "মানব মুখমণ্ডল ও কণ্ঠস্বর সংরক্ষণের" যে গভীর আহ্বান জানিয়েছেন, তা আমাদের সময়ের জন্য অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। কারণ প্রযুক্তিনির্ভর এই যুগে মানুষ ক্রমশ যন্ত্রের নিকটবর্তী হলেও, হৃদয়ের সংযোগ থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, অ্যালগরিদম ও ভার্চুয়াল যোগাযোগের ভিড়ে আজ সত্যিকারের মানুষকে চেনা কঠিন হয়ে পড়েছে। মানুষের অনুভূতি, কণ্ঠ, এমনকি চিন্তাও আজ প্রযুক্তির অনুকরণে বন্দি হওয়ার ঝুঁকিতে। এই বাস্তবতায় পুণ্যপিতা পোপ মহোদয় আমাদের স্মরণ করিয়ে দেন– মানুষের মুখ ও কণ্ঠ শুধু জৈবিক বৈশিষ্ট্য নয়; এগুলো ঈশ্বরপ্রদত্ত মর্যাদা, সম্পর্ক এবং ভালোবাসার প্রতিচ্ছবি।

স্বর্গারোহণ মহাপর্ব আমাদের শেখায়, যিশু শারীরিকভাবে স্বর্গে আরোহণ করলেও তাঁর প্রেরণকর্ম পৃথিবীতে থেমে যায়নি। বরং সেই দায়িত্ব তিনি শিষ্যদের হাতে তুলে দিয়েছেন। আজকের যুগে সেই শিষ্যত্বের বড় একটি ক্ষেত্র হলো ডিজিটাল জগৎ। ফেসবুক, ইউটিউব, ইনস্টাগ্রাম কিংবা পডকাস্ট এখন কেবল বিনোদনের মাধ্যম নয়; এগুলো হয়ে উঠতে পারে সুসমাচার প্রচারের আধুনিক 'নগরের প্রধান ফটক'। যেখানে কোটি কোটি মানুষ প্রতিদিন সময় ব্যয় করছে, সেখানে খ্রিস্টবিশ্বাসীদের দায়িত্ব হলো বিশ্বাসের, আশার, সত্যের ও ভালোবাসার বাণী পৌঁছে দেওয়ার মিশনারী হওয়ার।

তবে এই দায়িত্বের সঙ্গে সতর্কতাও জরুরি। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এমন এক বাস্তবতা তৈরি করছে, যেখানে আবেগতাড়িত প্রতিক্রিয়া চিন্তাশীল সংলাপকে হার মানাচ্ছে। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা মানুষের সৃজনশীলতা, বিশ্লেষণধর্মী চিন্তা এবং সম্পর্কের জায়গাকে দখল করার চেষ্টা করছে। ফলে মানুষ ধীরে ধীরে 'সংযোগের' মাঝেও একাকী হয়ে পড়ছে। পোপ মহোদয়ের ভাষায়, প্রযুক্তিকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করতে হবে, কিন্তু কখনোই মানুষের স্থান দখল করতে দেওয়া যাবে না। কারণ প্রকৃত সম্পর্ক গড়ে ওঠে মানুষে মানুষে সাক্ষাৎ, সহমর্মিতা ও হৃদয়ের সংযোগের মাধ্যমে।

আজ মণ্ডলীর প্রয়োজন এমন এক দায়িত্বশীল ডিজিটাল উপস্থিতি, যা সত্য, স্বচ্ছতা ও মানবিক মর্যাদাকে অগ্রাধিকার দেবে। কেবল বেশি ভিউ বা ফলোয়ার পাওয়ার জন্য নয়, বরং মানুষের আত্মিক কল্যাণের জন্য প্রযুক্তিকে ব্যবহার করতে হবে। যাজক, সন্ন্যাসব্রতী, তরুণ-তরুণী এবং খ্রিস্টভক্ত সকলকে মিডিয়া ও ডিজিটাল শিক্ষায় দক্ষ হতে হবে, যাতে তারা প্রযুক্তির অপব্যবহার থেকে নিজেদের ও অন্যদের রক্ষা করতে পারে।

বিশ্ব যোগাযোগ দিবস আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয়– যোগাযোগ কেবল তথ্য আদান-প্রদান নয়; এটি মানুষের হৃদয়ে পৌঁছানোর শিল্প। আর স্বর্গারোহণ মহাপর্ব আমাদের শেখায়– সেই হৃদয়ে পৌঁছানোর দায়িত্ব আমাদেরই। তাই আজ প্রয়োজন এমন এক মণ্ডলী, যা প্রযুক্তিকে গ্রহণ করবে কিন্তু মানবিকতা হারাবে না; যা অনলাইনে সক্রিয় থাকবে কিন্তু বাস্তব সম্পর্ককেও সমান গুরুত্ব দেবে; যা ডিজিটাল জগতে উপস্থিত থাকবে, কিন্তু সর্বদা খ্রিস্টের ভালোবাসা, সত্য ও আশার সাক্ষ্য বহন করবে। কারণ শেষ পর্যন্ত প্রযুক্তি বদলায়, মাধ্যম বদলায়, কিন্তু ঈশ্বরের বাক্য ও মানুষের হৃদয়ের তৃষ্ণা কখনও বদলায় না।

বিশ্ব যোগাযোগ দিবসে যোগাযোগ সেবায় নিয়োজিত সকল সেবাকর্মীদের মঙ্গল কামনা করি।

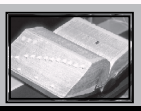

স্বর্গে ও মর্তে সমস্ত অধিকার আমাকে দেওয়া হয়েছে।
(মথি ২৮:১৮)

অনলাইনে সাপ্তাহিক প্রতিবেশী পড়ুন : www.weekly.pratibeshi.org

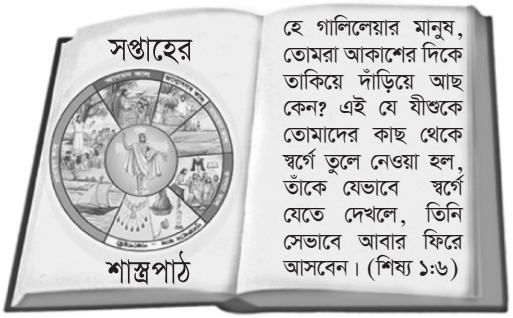

কাথলিক পঞ্জিকা অনুসারে সপ্তাহের বাণীপাঠ ও পার্বণসমূহ ১৭ মে - ২৩ মে, ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ

১৭ মে, রবিবার
পুনরুত্থানকালের ৭ম রবিবার (প্রাহঃ প্রাঃ সঃ-৩)
প্রভু যীশুর স্বর্গারোহণ, মহাপর্ব, (বিশ্ব যোগাযোগ দিবস)
শিষ্য ১: ১-১১, সাম ৪৭: ১-২, ৫-৮, যোহন ১৬: ২৩-২৮

১৮ মে, সোমবার
পুনরুত্থানকালের ৭ম সপ্তাহ (প্রাহঃ প্রাঃ সঃ-৩)
সাধু প্রথম জন, পোপ ও ধর্মশহীদ
শিষ্য ১৯: ১-৮, সাম ৬৮: ১-৬, যোহন ১৬: ২৯-৩৩

১৯ মে, মঙ্গলবার
পুনরুত্থানকালের ৭ম সপ্তাহ (প্রাহঃ প্রাঃ সঃ-৩)
শিষ্য ২০: ১৭-২৭, সাম ৬৮: ৯-১০, ১৯-২০, যোহন ১৭: ১-১১

২০ মে, বুধবার
পুনরুত্থানকালের ৭ম সপ্তাহ (প্রাহঃ প্রাঃ সঃ-৩)
সিয়েনার সাধু বার্ণার্ডাইন, যাজক
শিষ্য ২০: ২৮-৩৮, সাম ৬৮: ২৮-২৯, ৩২-৩৫, যোহন ১৭: ১১-১৯

২১ মে, বৃহস্পতিবার
পুনরুত্থানকালের ৭ম সপ্তাহ (প্রাহঃ প্রাঃ সঃ-৩)
সাধু খ্রিষ্টফার ম্যাজেলান্স, যাজক ও সঙ্গীগণ, সাক্ষমরগণ
শিষ্য ২২: ৩০ -- ২৩: ৬-১১, সাম ১৬: ১-২, ৫, ৭-১১, যোহন ২০: ২০-২৬

২২ মে, শুক্রবার
পুনরুত্থানকালের ৭ম সপ্তাহ (প্রাহঃ প্রাঃ সঃ-৩)
শিষ্য ২৫: ১৩-২১, সাম ১০৩: ১-২, ১১-১২, ১৯-২০, যোহন ২১: ১৫-১৯

২৩ মে, শনিবার
পুনরুত্থানকালের ৭ম সপ্তাহ (প্রাহঃ প্রাঃ সঃ-৩)
শিষ্য ২৮: ১৬-২০, ৩০-৩১, সাম ১১: ৪-৫, ৭, যোহন ২১: ২০-২৫

প্রয়াত বিশপ, পুরোহিত, ব্রতধারী-ব্রতধারিণী

১৭ মে, রবিবার
+ ১৯৮৪ বিশপ রেমন্ড লারোজ, সিএসসি (চট্টগ্রাম)
+ ১৯৯৩ ফা. টমাস জিমারম্যান, সিএসসি (ঢাকা)

১৮ মে, সোমবার
+ ১৯৮৩ সি. এম. শার্লিটা এনরাইট, সিএসসি

১৯ মে, মঙ্গলবার
+ ১৯৪৮ সি. মেরী হেলেন, এসএমআরএ
+ ১৯৭৫ ফা. ওয়াল্টার মার্কস, সিএসসি (ঢাকা)
+ ২০২০ সি. থিওনলা আরাক্কাপারামবিল, এসসি (ঢাকা)

২০ মে, বুধবার
+ ১৯৬৯ সি. গাব্রিয়েল ফ্রেডারিক, এসসি
+ ২০০৪ ফা. লরেঞ্জো ফাস্তিনী, এসএক্স (খুলনা)

২১ মে, বৃহস্পতিবার
+ ১৯৬৯ ফা. স্তেফান ডায়াস (ঢাকা)
+ ২০০৮ ব্রা. জেমস এডওয়ার্ড গ্রীটম্যান, সিএসসি

২২ মে, শুক্রবার
+ ১৯৯৩ সি. মেরী ইম্মাকুলেটা, এসএমআরএ (ঢাকা)
+ ২০১৯ সি. মেরী এনান্সিয়েশন মানখিন, আরএনডিএম

২৩ মে, শনিবার
+ ১৯৭৯ মি. এম কলম্বা, আরএনডিএম (চট্টগ্রাম)
+ ২০২০ ব্রা. বিজয় হেরল্ড রড্রিক্স, সিএসসি (ঢাকা)

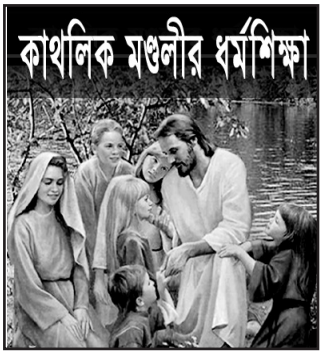

তুমি তোমার প্রভু ঈশ্বরকে ভালবাসবে

রবিবার– বিশ্রামবারের পূর্ণতা

২১৭৫ রবিবার 'সাব্বাৎ দিন' থেকে স্পষ্টতঃই পৃথক, আর এই রবিবার, কালের ধারাবাহিকতায় প্রতি সপ্তাহে 'সাব্বাৎ'–এর পরে আসে। খ্রীষ্টানদের জন্য 'সাব্বৎ' দিনের পরিবর্তে রবিবারই উৎসব পালনের দিন। খ্রীষ্টের নিস্তার–ভোজে রবিবারই ইহুদী বিশ্রামবারের আধ্যাত্মিক সত্যকে পূর্ণতা দিচ্ছে এবং ঈশ্বরের মধ্যে মানুষের অনন্ত বিশ্রামের কথা ঘোষণা করছে। কেননা বিধানের অধীনে উপাসনা খ্রীষ্টের রহস্যের জন্য প্রস্তুত করেছিল এবং ওখানে যা-কিছু করা হয়েছিল, তাঁর কোন কোন বিষয় ছিল খ্রীষ্টের পূর্ব প্রতীক।

২১৭৬ মানুষের হৃদয়পটে প্রকৃতির দ্বারা লিখিত নৈতিক আজ্ঞা তার কাছে ঈশ্বরের প্রতি "সবার জন্য তাঁর সার্বজনীন মঙ্গলময়তার চিহ্নস্বরূপ" যে বাহ্যিক, দৃশ্যমান, প্রকাশ্য এবং নিয়মিত উপাসনার দাবি করে, রবিবাসরীয় উপাসনা তা-ই পালন করে। স্রষ্টা ও মুক্তিদাতার জনগণের সাপ্তাহিক উৎসবের ছন্দময়তা ও মনোভাব গ্রহণ ক'রে, রবিবাসরীয় উপাসনার প্রাক্তন সন্ধির নৈতিক আজ্ঞাকে পূর্ণতা দান করে।

রবিবারসীয় খ্রীষ্টযাগ

২১৭৭ প্রভুর দিনে রবিবাসরীয় উপনাস এবং খ্রীষ্টযাগের মিলনভোজ হচ্ছে মাণ্ডলীক জীবনের কেন্দ্রবিন্দু। "রবিবার দিন হচ্ছে সেই দিন, যেদিন প্রৈরতিক পরম্পরাগত ঐতিহ্য অনুযায়ী নিস্তার-রহস্য উদ্‌যাপিত হয়, এবং সার্বজনীন মণ্ডলীতে তা প্রধান অবশ্যপালনীয় পবিত্র দিন হিসেবে পালন করতে হবে।

২১৭৮ খ্রীষ্টবিশ্বাসীদের একত্রে সমবেত হওয়ার প্রথা প্রেরিতদূতদের সময় থেকেই শুরু হয়েছে। *হিব্রুদের কাছে ধর্মপত্রে* বিশ্বাসীদের স্মরণ করিয়ে দেয়: "জনসমাবেশ থেকে দূরে না থাকতে - ঠিক সেভাবে কেউ কেউ করতে অভ্যস্ত – বরং একে অন্যকে যেন চেতনা দেয়।"

২১৭৯ ধর্মপল্লী হচ্ছে বিশিষ্ট মন্ডলীতে খ্রীষ্টবিশ্বাসীদের নিয়ে গঠিত একটি নির্দিষ্ট মিলন-সমাজ। ধর্মপ্রদেশীয় বিশপের কতৃত্বাধীনে ধর্মপল্লীর পালকীয় দায়িত্ব একজন পালকের উপর ন্যস্ত করা হয় তার নিজস্ব মেষপালক হিসেবে। এই স্থানেই সকল বিশ্বাসী একত্রে মিলিত হতে পারে রবিবাসরীয় খ্রীষ্টযাগ অনুষ্ঠান করার জন্য। ধর্মপল্লীতেই খ্রীষ্টভক্তদের ঔপানসিক জীবনে স্বাভাবিক অংশগ্রহনের উদ্যোগ নেওয়া হয়। অনুষ্ঠানের অংশ নেয়ার জন্য তাদের সমবেত করা হয়; খ্রীষ্টের ত্রানদায়ী শিক্ষা প্রদান করা হয়; কল্যানমূলক কাজ ও ভ্রাতৃপ্রেমে প্রভুর ভালোবাসা অনুশীলন করতে অনুপ্রাণিত করা হয়।

২১৮০ খ্রীষ্টমণ্ডলীর আজ্ঞা প্রভুর বিধানকে আরো সুনির্দিষ্ট করে। "রবিবার এবং অন্যান্য অবশ্যপালনীয় দিনে বিশ্বাসীভক্তরা খ্রীষ্টযাগে অংশগ্রহণ করতে বাধ্য। "খ্রীষ্টযাগে যোগ দেবার নিয়ম যেকোন স্থানে কাথলিক রীতি অনুযায়ী কোন পূণ্য দিবসে অথবা তার পূর্ব সন্ধ্যায় উৎসর্গীকৃত খ্রীষ্টযাগে যোগদান করেই পালন করা যায়।"

২১৮১ রবিবাসরীয় খ্রীষ্টযাগ সব খ্রীষ্টীয় উপসনা-অনুষ্ঠানের ভিত্তি এবং নিশ্চিত প্রমাণ। এই কারণে খ্রীষ্টভক্তগণ অবশ্য পালনীয় দিনে খ্রীষ্টযাগে যোগদান করতে বাধ্য, তবে গুরুতর কারণে তা থেকে অব্যাহিত পাওয়া যায় (উদাহরণস্বরূপ, অসুস্থতা, শিশুদের যত্ন নেয়ার প্রয়োজনীয়তা) অথবা নিজস্ব পালকদের কাছ থেকে অব্যাহিত পাওয়া সম্ভব। যারা ইচ্ছাকৃতভাবে অবহেলা ক'রে এই দায়িত্ব পালনের ব্যর্থ হয় তারা মারাত্মক পাপ করে।

২১৮২ রবিবাসরীয় সমাবেত খ্রীষ্টযাগে অংশগ্রহণ মণ্ডলীর সদস্য-সদস্যা হওয়ার এবং খ্রীষ্ট ও তাঁর মণ্ডলীর প্রতি বিশ্বস্ততার প্রমাণ। এভাবে খ্রীষ্টভক্তগণ বিশ্বাসে ও প্রেমে মিলিত হয়ে সাক্ষ্য বহন করে। সম্মিলিতভাবে তারা ঈশ্বরের প্রবিত্রতা এবং মুক্তির জন্য তাদের যে প্রত্যাশা তার সাক্ষ্য দেয়। পবিত্র আত্মার পরিচালনাধীনে তারা পরস্পরকে শক্তিশালী করে তোলে।

৬০তম বিশ্ব যোগাযোগ দিবস উপলক্ষে পোপ চতুর্দশ লিও'র বাণী

মানব কণ্ঠস্বর ও মুখমণ্ডল সংরক্ষণ

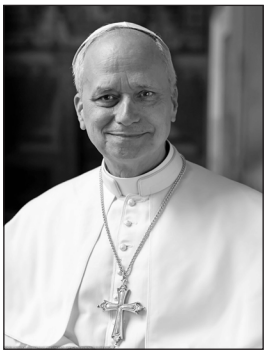

প্রিয় ভাই ও বোনেরা,

মুখমণ্ডল ও কণ্ঠস্বর প্রত্যেক মানুষের অনন্য ও স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য। এগুলো একজন ব্যক্তির অদ্বিতীয় বা অনন্য পরিচয় প্রকাশ করে এবং অন্যদের সঙ্গে প্রত্যেক সাক্ষাতের মৌলিক উপাদান হয়ে ওঠে। প্রাচীন মানুষরা এই সত্যটি গভীরভাবে উপলব্ধি করেছিলেন। মানব ব্যক্তিকে সংজ্ঞায়িত করতে প্রাচীন গ্রীকরা "মুখ" (prósōpon) শব্দটি ব্যবহার করত, কারণ শব্দটির ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হলো যা কারও দৃষ্টির সামনে উপস্থিত থাকে; উপস্থিতি ও সম্পর্কের স্থান। অন্যদিকে লাতিন শব্দ "ব্যক্তি" (person, per-sonare থেকে) ধ্বনির ধারণাকে তুলে ধরে: তবে শুধু কোনো সাধারণ শব্দ নয়, বরং কারও কণ্ঠের সেই অচিন্তনীয় স্বাতন্ত্র্যময় ধ্বনি।

মুখমণ্ডল ও কণ্ঠস্বর পবিত্র। ঈশ্বর, যিনি তাঁর নিজস্ব প্রতিমূর্তি ও সদৃশতায় আমাদের সৃষ্টি করেছেন, তিনি যখন তাঁর বাণীর মাধ্যমে আমাদের জীবন দান করলেন, তখনই তিনি আমাদের এই মুখ ও কণ্ঠ দিয়েছেন। এই বাণী যুগে যুগে ভাববাদীদের কণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছে এবং সময়ের পূর্ণতায় দেহ ধারণ করেছে। আমরাও এই বাণীকে শুনেছি ও দেখেছি *(তুলনীয়: ১ যোহন ১:১-৩)*। – যার মধ্যে ঈশ্বর নিজেকে আমাদের কাছে প্রকাশ করেন কারণ তা ঈশ্বরপুত্র যিশুর কণ্ঠ ও মুখমণ্ডলের মাধ্যমে আমাদের কাছে প্রকাশিত হয়েছে।

সৃষ্টির সূচনা থেকেই ঈশ্বর চেয়েছিলেন যে নর ও নারী তাঁর সংলাপক হোক। নিসার সাধু গ্রেগরি [১] যেমন ব্যাখ্যা করেছেন, ঈশ্বর আমাদের মুখমণ্ডলে তাঁর প্রেমের প্রতিফলন অঙ্কিত করেছেন, যাতে আমরা প্রেমের মধ্য দিয়ে আমাদের মানবত্ব পূর্ণভাবে জীবিত করতে পারি। অতএব মানব মুখমণ্ডল ও কণ্ঠস্বর সংরক্ষণ করার অর্থ হলো এই চিহ্নটিকে, ঈশ্বরের প্রেমের এই অমোচনীয় প্রতিফলনকে সংরক্ষণ করা। আমরা এমন কোনো প্রজাতি নই যা পূর্বনির্ধারিত জৈব-রাসায়নিক সূত্রের সমষ্টি। আমাদের প্রত্যেকের রয়েছে এক অনন্য ও অনুকরণাতীত আহ্বান, যা আমাদের নিজস্ব জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে উৎসারিত হয় এবং অন্যদের সঙ্গে সম্পর্কের মধ্য দিয়ে প্রকাশ পায়।

যদি আমরা এই সংরক্ষণের দায়িত্বে ব্যর্থ হই, তবে ডিজিটাল প্রযুক্তি মানব সভ্যতার কিছু মৌলিক ভিত্তিকে আমূল পরিবর্তন করার হুমকি হয়ে দাঁড়ায় আর যে ভিত্তিগুলোকে আমরা অনেক সময় স্বাভাবিক বলে ধরে নিই। মানবিক কণ্ঠ, মুখমণ্ডল, প্রজ্ঞা ও জ্ঞান, চেতনা ও দায়িত্ব, সহমর্মিতা ও বন্ধুত্বকে অনুকরণ করার মাধ্যমে "কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা" নামে পরিচিত ব্যবস্থাগুলো শুধু তথ্যের পরিবেশেই হস্তক্ষেপ করছে না, বরং যোগাযোগের গভীরতম স্তর আর মানবিক সম্পর্কের ক্ষেত্রেও অনুপ্রবেশ করছে। অতএব, চ্যালেঞ্জটি কেবল প্রযুক্তিগত নয়; এটি মূলত নৃতাত্ত্বিক বা মানবকেন্দ্রিক। মানব মুখ ও কণ্ঠস্বর রক্ষা করার অর্থ শেষ পর্যন্ত নিজেদেরকেই রক্ষা করা। সাহস, দৃঢ়তা ও বিচক্ষণতার সঙ্গে ডিজিটাল প্রযুক্তি ও কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার সুযোগগুলোকে গ্রহণ করা মানে এই নয় যে, আমরা এর জটিলতা, সংকট ও ঝুঁকির বিষয়গুলো উপেক্ষা করব।

চিন্তা করার ক্ষমতাকে ত্যাগ করো না

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহারকারীর সক্রিয়তা বৃদ্ধির জন্য তৈরি করা অ্যালগরিদমগুলো প্রকাশ করে যে, আবেগপ্রবণ হয়ে তৎক্ষণাৎ প্রতিক্রিয়া জানানোকে পুরস্কৃত করার সাথে সাথে বোঝার বা গভীরভাবে চিন্তা করার পরে সময় নিয়ে প্রতিক্রিয়া জানানো মানুষের প্রতি বিরূপ মনোভাব দেখায় সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের কারণে নেতিবাচক অর্থে সহজে সবাই একই মতামত ধারণ করে এবং জনগণকে গোষ্ঠীবদ্ধ করে ফেলে। ফলে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম আমাদের শ্রবণ এবং বিশ্লেষণধর্মী চিন্তা করার ক্ষমতাকে হ্রাস করে ও সামাজিক বিভাজন বাড়ায়।

সকল জ্ঞানের উৎস, বন্ধু, সংরক্ষণাগার এবং পরামর্শদাতা হিসেবে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার উপর নির্ভরতা বৃদ্ধি পেয়েছে। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বিশ্লেষণাত্মক, সৃজনশীল চিন্তা, অর্থ বোঝা, বাক্য গঠন এবং শব্দার্থের মধ্যে পার্থক্য করার ক্ষমতাকে হ্রাস করে ফেলে। যদিও কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা দীর্ঘমেয়াদী যোগাযোগের ক্ষেত্রে সহায়ক ভূমিকা পালন করে তবু এটা নিশ্চিত যে, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা আমাদের বৌদ্ধিক, আবেগিক ও যোগাযোগের দক্ষতা হ্রাসের ক্ষেত্রে কাজ করে।

সাম্প্রতিক বছরগুলোতে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা পড়াশুনা, সঙ্গীত ও ভিডিওগুলোর উপর নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা নিয়েছে। এর ফলে মানুষের সৃজনশীল শিল্পের সম্ভাবনাকে নষ্ট করে ফেলে তা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার তকমায় চলে যাবার ঝুঁকিতে রয়েছে। এটি মানুষকে চিন্তাহীন ভোক্তা ও বেনামী পণ্যের ওপর পরোক্ষ নির্ভরশীল করে তুলছে। ইতিমধ্যে সঙ্গীত, শিল্প ও সাহিত্য সৃষ্টির ক্ষেত্রে মানুষের প্রতিভাকে বাদ দিয়ে যন্ত্রের প্রতিভা দ্বারা তা সৃষ্টি করা হচ্ছে এদিকে সঙ্গীত, সৃজনশীল শিল্প এবং সাহিত্যের ক্ষেত্রে মানব প্রতিভার অমর সৃষ্টিগুলো শুধুমাত্র মেশিনের প্রশিক্ষণের ক্ষেত্র হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে ।

এখন আমাদের প্রশ্ন হচ্ছে- কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা কী করতে পারে বা সক্ষম তা নয়; তবে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ব্যবহার করে মানবতা ও জ্ঞানবৃদ্ধির মাধ্যমে আমরা কী অর্জন করতে পারি এবং কী করতে সক্ষম হব! অনেকেই গবেষণা ও কাজ ছাড়াই ফল অর্জনের চেষ্টা করছে; যাইহোক, সৃজনশীলতা ত্যাগ, মানসিক সক্ষমতা পরিহার ও কল্পনা শক্তিকে মেশিনের নিকট সমর্পণ করার অর্থ হল ঈশ্বর ও মানুষের সাথে সম্পর্ক সৃষ্টির প্রতিভাগুলোকে কবরস্থ করা। আর এর অর্থ হলো- আমাদের মুখ লুকিয়ে রাখা এবং কণ্ঠস্বরকে নীরব করা।

হওয়া বা হওয়ার ভান করা: সম্পর্ক ও বাস্তবতা অনুকরণ

আমরা যখন সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের বিভিন্ন ফিড স্ক্রল করি, তখন প্রায়ই বুঝে ওঠা কঠিন হয়ে পড়ে যে, আমরা সত্যিকারের মানুষের সাথে যোগাযোগ করছি, নাকি 'বট' বা 'ভার্চুয়াল প্রভাবকারী'র সাথে তা করছি। এসব স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থার অস্বচ্ছ হস্তক্ষেপ জনমত হঠন ও মানুষের সিদ্ধান্তকে প্রভাবিত করে। বৃহৎ ভাষা মডেল ভিত্তিক চ্যাটবটগুলো ব্যক্তিকেন্দ্রিক যোগাযোগকে ক্রমাগত উন্নত করার মাধ্যমে নীরবে মানুষকে প্রভাবিত করতে দারুণভাবে কার্যকর হয়ে ওঠছে।

ফলে চ্যাটবটগুলো জনসাধারণের কথা, অনুভূতি ও পছন্দকে বুঝতে এবং অনুকরণ করতে পারে এবং এর মাধ্যমে সম্পর্কে এক ধরনের ভান সৃষ্টি হয়। চ্যাটবটগুলোর অনুকরণ করার এই ক্ষমতা অজ্ঞদের জন্য বিনোদন ও প্রতারণামূলক। যেহেতু চ্যাটবটগুলো স্নেহপূর্ণ ও সর্বদা হাতের নাগালে এবং পরিমাণে সংখ্যায় অনেক তাই আমাদের মনকেও গ্রাস করে ফেলে এবং সম্পর্ককে আক্রমণ ও দখল করে ফেলে।

যে প্রযুক্তি মানুষের সম্পর্কের প্রয়োজনকে কাজে লাগায়, তা কেবল ব্যক্তিগত জীবনে কষ্টকর পরিণতিই ডেকে আনে না; বরং সমাজের সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক কাঠামোকেও ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে। এমনটি ঘটে যখন আমরা মানুষের সঙ্গে সম্পর্কের পরিবর্তে এমন কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) ব্যবস্থার ওপর নির্ভর করি, যা আমাদের চিন্তাভাবনাকে ক্যাটালগ করে ফেলে এবং আমাদের চারপাশে আয়নার মতো একটি জগৎ তৈরি করে, যেখানে সবকিছুই "আমাদের প্রতিচ্ছবি ও সদৃশে" নির্মিত হয়। আর এইভাবে আমরা অন্যের সাথে সম্পর্ক গড়ে তোলার সুযোগ হারিয়ে ফেলি। আসলে অন্যকে গ্রহণ না করলে প্রকৃত সম্পর্ক বা বন্ধুত্ব গড়ে উঠতে পারে না।

এই উদীয়মান মাধ্যমগুলোর কারণে আরেকটি বড় চ্যালেঞ্জ হলো পক্ষপাত; যা বাস্তবতা উপলব্ধি করতে সমস্যা সৃষ্টি করে। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা মানুষের

আকাঙ্ক্ষা ও ফল বিশ্লেষণ করে মানুষের উপর তার নির্মাতাদের চিন্তা চাপিয়ে দিতে পারে। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার গাণিতিক পরিভাষায় স্বচ্ছতার অভাব ও তথ্যে সামাজিক প্রতিনিধিত্বের অপর্যাপ্ততা আমাদের এমন জালে আবদ্ধ করে, যা আমাদের চিন্তাভাবনাকে নিয়ন্ত্রণ করে এবং সামাজিক বৈষম্য ও অবিচারকে দীর্ঘায়িত এবং তীব্র করে।

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তায় ঝুঁকি সব সময়ই বেশি। এটির অনুকরণ করার ক্ষমতা এতটাই বেশি যে, তা আমাদের 'মুখমণ্ডল ও কণ্ঠস্বর' ব্যবহার করে সমান্তরাল 'বাস্তবতা' তৈরি করে আমাদেরকে প্রতারিত করতেও সক্ষম। আমরা বহুমাত্রিকতার জগতে এমনভাবে ডুবে যাচ্ছি যেখানে কল্পকাহিনী থেকে বাস্তবতাকে আলাদা করা ক্রমশ কঠিন হয়ে পড়ছে।

অশুদ্ধতা সমস্যাকে আরো বাড়িয়ে তোলে। যে ব্যবস্থাগুলো পরিসংখ্যানগত সম্ভাবনাকে জ্ঞান হিসেবে উপস্থাপন করে সেগুলো বড়জোর আমাদের সত্যের আনুমানিক ধারণা প্রদান করে, যা বিভ্রান্তিমূলক। সত্যের উৎস যাচাই না করা, মাঠপর্যায়ের তথ্যবিভ্রাট, ঘটনার স্থান পরিদর্শন না করা বিভ্রান্তিকর তথ্যকে আরও বাড়িয়ে তুলতে পারে যার ফলে অবিশ্বাস, বিভ্রান্তি ও নিরাপত্তাহীনতা বৃদ্ধি পায়।

একটি সম্ভাব্য চুক্তি

আমাদের প্রভাবিত করে এমন বিশাল অদৃশ্য শক্তির পিছনে কেবলমাত্র হাতেগোনা কয়েকটি সংস্থা রয়েছে, যাদের প্রতিষ্ঠাতাদের সম্প্রতি "পার্সন অফ দ্য ইয়ার ২০২৫" বা "কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার স্থপতি" হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছে। এটি সমস্যা সমাধানের এমন সুসংগঠিত প্রয়োগ এবং কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার সীমিত প্রতিষ্ঠানের নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে উদ্বেগের জন্ম দেয় যা আচরণকে সূক্ষ্মভাবে প্রভাবিত করে এবং মণ্ডলীর ইতিহাসসহ মানব ইতিহাসকে পুনর্লিখন করতে সক্ষম, অনেক সময় আমরা তা টেরও পাইনা।

আমাদের সামনে যে কাজটি রাখা হয়েছে তা ডিজিটাল উদ্ভাবনকে থামানো নয় বরং এটিকে পরিচালিত করা এবং এর দ্বৈত প্রকৃতি সম্পর্কে সচেতন থাক। মানুষকে রক্ষায় আমাদের কণ্ঠ তুলে ধরা প্রত্যেকের দায়িত্ব যাতে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাকে সত্যিকার অর্থে বন্ধু হিসেবে ভাবতে পারি।

এই মিত্রতা সম্ভব; তবে তিনটি স্তম্ভের উপর ভিত্তি করে হওয়া দরকার: দায়িত্বশীলতা, সহযোগিতা এবং শিক্ষা।

প্রথমত, দায়িত্বশীলতা। আমরা যে ভূমিকা পালন করি তার উপর নির্ভর করে দায়িত্বকে সততা, স্বচ্ছতা, সাহস, দূরদর্শিতা, জ্ঞান ভাগ করে নেওয়ার কর্তব্য বা তথ্য জানার অধিকার। তবে সাধারণভাবে বলতে গেলে, আমরা যে ভবিষ্যত গড়ে তুলছি তার জন্য কেউ ব্যক্তিগত দায় এড়াতে পারে না।

অনলাইন প্লাটফর্মের শীর্ষে থাকা ব্যক্তিদের জন্য এর অর্থ হল- এটা নিশ্চিত করা যে তাদের ব্যবসায়িক কৌশলগুলো কেবলমাত্র মুনাফা সর্বোচ্চ করার মানদণ্ডের ওপর নির্ভর করে না বরং একটি দূরদর্শী দৃষ্টিভঙ্গি দ্বারাও পরিচালিত হয়; ঠিক যেমন তারা প্রত্যেকে তাদের নিজ সন্তানদের মঙ্গলের জন্য যত্নশীল।

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা নির্মাতাদের বুদ্ধিমত্তা বৃদ্ধি করার নকশা নীতি ও সংযমের ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা এবং সামাজিক দায়িত্বের বিষয়ে জানানো হয়েছে যাতে ব্যবহারকারীদের মধ্য থেকে গঠনমূলক মতামত পাওয়া যায়। এই দায়িত্ব সমন্ধে জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক নিয়ন্ত্রকদেরও জানা প্রয়োজন যাতে তারা মানুষের মর্যাদা নিশ্চিত করতে পারে। এছাড়াও নিয়ন্ত্রক ব্যক্তিদের মাধ্যমগুলোর সাথে মানসিক সংযুক্তি তৈরি করা থেকে রক্ষা এবং প্রতারণামূলক তথ্য ও বিভ্রান্তিকর বিষয়বস্তুর বিস্তার রোধ করতে পারে।

সত্য অনুসন্ধ্যান করাই মিডিয়া ও যোগাযোগসংস্থাগুলোর মূল লক্ষ্য হলেও সেগুলো এমন অ্যালগরিদমকে প্রাধান্য দিতে পারে না যেগুলো যেকোনো মূল্যে মানুষের মনোযোগ টানতে কিছু বেশি সেকেন্ড সময় নেয়। তাই মনে রাখা দরকার- কোন প্রকার ব্যস্ততার পিছনে তাড়া করে নয় বরং নির্ভুলতা ও স্বচ্ছতার দ্বারা জনগণের আস্থা অর্জন করা যায়। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা দ্বারা তৈরি বিষয়কে মানুষের দ্বারা তৈরি বিষয়বস্তু থেকে স্পষ্টভাবে চিহ্নিত এবং আলাদা করতে হবে। সাংবাদিক ও যারা শৈল্পিক কাজের সাথে যুক্ত তাদের কাজের সত্ত্বাধিকার এবং মালিকানা অবশ্যই রক্ষা করতে হবে। তথ্য সরবরাহ অবশ্যই জনগণের কল্যাণের নিমিত্তে যেন হয়। গঠনমূলক এবং অর্থপূর্ণ জনসেবা কখনো অস্বচ্ছতার উপর নির্ভর করে নয় তবে উৎসের স্বচ্ছতা, জড়িতদের অন্তর্ভুক্তি এবং উচ্চ মানসম্পন্ন বিষয়গুলোর উপর ভিত্তি করে সংগঠিত হয়।

সকলকে সহযোগিতা করার জন্য আহ্বান জানানো হচ্ছে। ডিজিটাল উদ্ভাবন এবং কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা পরিচালনার মতো ঝুঁকিপূর্ণ কাজ কোন সেক্টর একা মোকাবেলা করতে পারে না। তাই কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার এই যুগে এসে সবার জন্য সুরক্ষা বিষয়টি ভাবা দরকার। সচেতন এবং দায়িত্বশীল ডিজিটাল নাগরিকত্ব তৈরি এবং বাস্তবায়নে সকল স্বার্থসংশ্লিষ্ট ব্যক্তি, প্রযুক্তি শিল্প, আইনপ্রণেতা, সৃজনশীল কোম্পানি থেকে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, শিল্পী থেকে সাংবাদিক এবং শিক্ষাবিদদের জড়িত থাকতে হবে।

শিক্ষার লক্ষ্য হল সুনির্দিষ্টভাবে কার্যসম্পাদন: ব্যক্তিগত সক্ষমতা উৎঘাটনের জন্য বিশ্লেষণধর্মী দৃষ্টিতে চিন্তা করা; উৎসগুলোর বিশ্বাসযোগ্যতা সমন্ধে মূল্যায়ন এবং তথ্য সংগ্রহের পিছনে সম্ভাব্য আগ্রহ; মানসিক প্রক্রিয়া বুঝা; পরিবার, সম্প্রদায় ও সংগঠনগুলোতে স্বাস্থ্যকর যোগাযোগ এবং আরও দায়িত্বশীল সংস্কৃতি তৈরি করা দরকার।

এই কারণে, শিক্ষা ব্যবস্থায় মিডিয়া, তথ্য এবং কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা চালু করা অতীব জরুরী; ইতিমধ্যে কিছু বেসামরিক প্রতিষ্ঠানে চালু করা হয়েছে। কাথলিক হিসেবে আমরা এই প্রচেষ্টায় অবদান রাখতে পারি এবং অবশ্যই রাখা দরকার। বিশেষ করে তরুণরা যেন সমালোচনামূলক চিন্তার দক্ষতা অর্জন করতে পারে এবং আত্মার স্বাধীনতায় বেড়ে উঠে। এই শিক্ষাকে সমগ্র জীবনের সাথে একীভূত করা উচিত। বয়স্ক, প্রাপ্তবয়স্ক এবং সমাজের প্রান্তিক মানুষের কাছে পৌঁছানো দরকার; যারা প্রযুক্তির পরিবর্তনশীল সময়ে নিজেদের বর্জিত এবং শক্তিহীন মনে করে।

মিডিয়া, তথ্য এবং কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা শিক্ষা ব্যক্তিকে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার নৃতাত্ত্বিক প্রবণতাগুলোকে এড়াতে সাহায্য করে এবং তাদের সিস্টেমগুলোকে শুধু যন্ত্র হিসেবে বিবেচনা ও কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা দ্বারা সৃষ্ট উৎসগুলোকে ভুল প্রমাণিত করে। সুরক্ষা সচেতনতা বৃদ্ধি গোপনীয়তা এবং তথ্য সুরক্ষা বিষয়ে শিক্ষা দেয়। কীভাবে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ব্যবহার করতে হয় সে বিষয়ে নিজেকে এবং অন্যদেরও শিক্ষা দেয়। এই প্রসঙ্গে ব্যক্তির অনুমতি ব্যতিত ছবি, অডিও, ভিডিও, ব্যক্তি এবং কণ্ঠ রক্ষা, ডিজিটাল জালিয়াতি, সাইবার বুলিং ও নকল ক্ষতিকারক বিষয়বস্তু ব্যবহার করা থেকে বিরত রাখা জরুরী। শিল্প বিপ্লব যেমন মানুষকে নতুন উন্নয়নে সাড়া দিতে আহ্বান জানায় তেমনি ডিজিটাল বিপ্লবও মানবতাবাদী ও সাংস্কৃতিক শিক্ষায় আলোকিত করে। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাগুলো কীভাবে কাজ করে, কী প্রক্রিয়ায় কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার কাজগুলো আমরা পাই, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা অর্থনীতি ও অর্থনৈতিক নীতি এবং মডেলগুলো কীভাবে পরিবর্তন হয় তা জানতে ডিজিটাল বিপ্লব সহায়তা করে।

মানুষের পক্ষে কথা বলার জন্য আমাদের মুখমণ্ডল ও কণ্ঠের প্রয়োজন বার বার। যোগাযোগের উপহারটিকে মানবতার গভীরতম সত্য বলে লালন করতে হবে, যার দিকে সকল প্রযুক্তিগত উদ্ভাবনও নির্দেশিত হওয়া উচিত।

এই ভাবনাগুলো তুলে ধরতে গিয়ে, আমি সকলকে ধন্যবাদ জানাই যারা উপরে বর্ণিত লক্ষ্যগুলো বাস্তবায়নে কাজ করছেন এবং যারা মিডিয়ার মাধ্যমে জনকল্যাণের জন্য কাজ করছেন তাদের আশির্বাদ করি।

ভাটিকান থেকে ২৪ জানুয়ারি ২০২৬,
সাধু ফ্রান্সিস ডি'সেলসের স্মরণদিবস

পোপ চতুর্দশ লিও

ভাষান্তর: ফাদার তপন ডি'রোজারিও ও ফাদার সাগর কোড়াইয়া

ডিজিটাল যুগে চার্চ ও সামাজিক যোগাযোগ: বাইবেলের শিক্ষা ও বর্তমানের মেলবন্ধন

প্যাট্রিক ডি'কস্তা

একবার চোখ বন্ধ করে ভাবুন তো, দয়ালু শমরীয়, হারানো মেষ বা যিশু বলা বীজ বপকের কাহিনীগুলো! রাস্তায় পড়ে থাকা আহত ব্যক্তিকে সাহায্য করা, হারানো মেষ খুঁজে পাওয়ার আনন্দ কিংবা বিভিন্ন মাটিতে বীজ পড়ার ফলাফল! গল্পগুলো কেমন ভিজ্যুয়াল স্টোরি টেলিংয়ের মতো লাগছে না? এধরণের গল্পই আজকাল জনপ্রিয় ডিজিটাল মাধ্যমে ওঠে আসছে নানা কায়দায়। ভাষা বা উপস্থাপনের ভিন্নতা থাকলেও কল্পজগতের প্লাটফর্ম কিন্তু এক ও অভিন্ন। প্রতিটি মানুষের মধ্যেই সেই কাল্পনিক সত্তা উপস্থিত, এখন প্রশ্ন শুধু বিষয়বস্তু বা কনটেন্ট নিয়ে।

একবিংশ শতাব্দীর এই তথ্য-প্রযুক্তির যুগে মানব সভ্যতার প্রতিটি ক্ষেত্রই আমূল বদলে গেছে। এই বদলে যাওয়া সময়ে দাঁড়িয়ে খ্রিস্টমণ্ডলী এক অনন্য সন্ধিক্ষণে এসে উপস্থিত হয়েছে। অনেকে মনে করতে পারেন, হাজার বছরের প্রাচীন বাইবেলের বাণী এবং আধুনিক সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম বা সোশ্যাল মিডিয়া সম্পূর্ণ ভিন্ন দুটি মেরু। কিন্তু গভীরভাবে লক্ষ্য করলে দেখা যায়, এই দুটির মূল উদ্দেশ্য আসলে একই। বাইবেলের বাণী যেভাবে একে অপরকে ঈশ্বরের সঙ্গে সংযুক্ত করে তেমনি মানুষে মানুষে সংযোগ স্থাপন করে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম। অর্থাৎ উদ্দেশ্য 'সংযোগ স্থাপন ও বার্তা পৌছানো'। বাইবেলের আদিপুস্তক থেকে শুরু করে যিশু খ্রিস্টের মঙ্গলসমাচার - সবখানেই যোগাযোগের এক জীবন্ত ও গতিশীল ইতিহাস রয়েছে। আজকের ডিজিটাল যুগে চার্চ ও সামাজিক যোগাযোগের মেলবন্ধন কেবল একটি প্রযুক্তিগত কৌশল নয়, বরং এটি বাইবেলের সেই চিরন্তন প্রচারের নির্দেশকেই আধুনিক ভাষায় রূপান্তরের এক আধ্যাত্মিক প্রয়াস।

বাইবেলের পুরাতন নিয়ম থেকে একটা উদাহরণ দেয়াই যায়। সেখানে দানিয়েল গ্রন্থে একটা অদ্ভূত কাহিনী রয়েছে। যেখানে উল্লেখ রয়েছে, রাজা নেবুখেৎনেজার বড় এক ভোজের আয়োজন করেছিলেন। দানিয়েলের ৫ অধ্যায়ে বর্ণিত আছে, "সেই দণ্ডে মনুষ্য-হস্তের অঙ্গুলি-কলাপ আসিয়া রাজপ্রাসাদের দেওয়ালের প্রলেপের উপরে দীপাধারের সম্মুখে লিখিতে লাগিল; এবং যে হস্তাগ্র লিখিতেছিল, তাহা রাজা দেখিলেন।" এর পরের বর্ণনাটি অত্যন্ত ভীতিকর। বাইবেল বলছে, "তখন রাজার মুখ বিবর্ণ হইল, তিনি ভাবনাতে বিহ্বল হইলেন; তাঁহার কটিদেশের গ্রন্থি শিথিল হইয়া পড়িল, এবং তাঁহার জানুতে জানু ঠেকিতে লাগিল। রাজা উচ্চৈঃস্বরে গণক, কল্‌দীয় ও জ্যোতির্বেত্তাদিগকে আনিতে আজ্ঞা করিলেন।"

একবার ভাবুন, এই লেখাগুলো পড়ার সঙ্গে সঙ্গে আপনার মানসপটে হয়তো ভেসে ওঠেছে রাজাসহ পুরো উৎসবের দৃশ্য। এই দৃশ্যকে বাস্তবে রূপদানই হলো ভিজ্যুয়ালাইজেশন বা চলমান দৃশ্যায়ন তৈরি করা। এখন প্রতিদিনই আমরা লাখো মানুষের তৈরি এ ধরণের ছোট ছোট ক্লিপ দেখে থাকি। এ ধরণের বাস্তব জীবনের খণ্ডচিত্র পবিত্র বাইবেলে কয়েক হাজার বছর আগে থেকেই অন্যরূপে লিখিত রয়েছে। তবে বাইবেলে বর্ণিত প্রতিটি ঘটনার সঙ্গে সমাধানও রয়েছে, যা বর্তমানের সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে আমরা দেখতে পাই না।

রাজা নেবুখেৎনেজারের ভোজসভার বাতিদানের দেয়ালে লেখাটির অর্থ কেউ উদ্ধার করতে পারেননি, তাই ডাক পড়েছিলো দানিয়েলের। তিনি রাজাকে বলেছিলেন, লেখাটি ছিলো, 'মিনে মিনে, তকেল, উপারসীন,' যার অর্থ ঈশ্বর আপনার রাজ্যের গণনা করিয়াছেন, তাহা শেষ করিয়াছেন; আপনি তুলাতে পরিমিত হইয়া লঘুরূপে নির্ণীত হইয়াছেন; এবং আপনার রাজ্য খণ্ডিত হইয়া মাদীয় ও পারসীকদিগকে দত্ত হইল। দানিয়েল লেখাটির যে পাঠ-উদ্ধার করেছিলেন, তা এ যুগে হলে নির্মম সত্য বলার জন্য দানিয়েলেরই মৃত্যুদণ্ড হতো। কিন্তু বাইবেলে বর্ণিত আছে রাজা দানিয়েলকে বেগুনিয়া বস্ত্রে সম্মানিত করলেন। এ সম্মানের দৃশ্যপট ভাববাদী বা ঈশ্বর প্রেরিত জনের সঙ্গে সাধারণ মানুষের বিশ্বাস, ভালোবাসা ও আস্থার জন্ম দিয়েছে; অর্থাৎ মানুষের সঙ্গে সংযোগ সৃষ্টি হয়েছে।

সিনাই পর্বতে ঈশ্বর মোশীকে দশ আজ্ঞা দিয়েছিলেন, তা তিনি দিয়েছিলেন পাথরের ফলকে লিখে। এটি ছিল তৎকালীন সভ্যতার সবচেয়ে দীর্ঘস্থায়ী যোগাযোগের মাধ্যম। একইভাবে পুরাতন নিয়মে বিভিন্ন সময়ে বর্ণিত মেঘস্তম্ভ, অগ্নিস্তম্ভ কিংবা মন্দিরের মহাপবিত্র স্থানকে ঈশ্বর তাঁর উপস্থিতির দৃশ্যমান প্রচার বা 'ভিজ্যুয়াল কমিউনিকেশন' করেছিলেন। এছাড়াও আমরা খেয়াল করলে দেখতে পাই, ভাববাদী জেরুমিয়া বা ইসাইয়া মন্দিরের চার দেয়ালে বন্দি না থেকে নগরের প্রধান ফটকে, হাটে-বাজারে গিয়ে সরাসরি মানুষের ভাষায় ঈশ্বরের বাক্য উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করেছিলেন।

আজকের চার্চ আর কেবল ইট-পাথরের তৈরি একটি দালানের মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম যেমন - ফেসবুক, ইউটিউব, ইনস্টাগ্রাম, টুইটার, এমনকি টিকটকের মতো প্ল্যাটফর্মগুলোর কল্যাণে মণ্ডলী এখন বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে পড়েছে। এটি এখন ডিজিটাল মিনিস্ট্রি বা ডিজিটাল যাজকীয় সেবা। ভৌগোলিক সীমানা পেরিয়ে বিশ্বাসীদের কাছে পৌঁছানোর এই ক্ষমতা চার্চের ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করেছে। এখন আমরা প্রায় প্রতিদিনই দেখি পুণ্যপিতা পোপের নানা অনুষ্ঠান ও কার্যক্রম সোশ্যাল মিডিয়ায়, বিভিন্ন দেশের খ্রিস্টীয় মূল্যবোধের রেডিও, টেলিভিশন বা ইউটিউব ফেসবুকের প্রচারণা; এগুলোই আজকের দিনে চার্চের সামাজিক যোগাযোগ, যার মাধ্যমে জনগণের সঙ্গে প্রতিনিয়ত 'সংযোগ ও বার্তা' স্থাপিত হচ্ছে।

ডিজিটাল প্লাটফর্মের কারণে এখন ক্রমশ কোন ঠাসা হয়ে যাচ্ছে টেলিভিশনের যুগ। আগে টেলিভিশন মাধ্যমে সুনির্দিষ্ট কিছু মানুষ তাদের কথা বা অভিব্যক্তি তুলে ধরতে পারতেন। ক্রমশ সেই গণ্ডি পেরিয়ে কোটি মানুষের হাতে হাতে এখন মোবাইল ফোনের প্রযুক্তি। এ প্রযুক্তি এখন শুধু কথা বলা বা ভিডিও দেখার মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই। প্রতিটি মোবাইল ফোন এখন প্রচার যন্ত্র। এখন কোটি কোটি মানুষ তুলে ধরতে পারছেন তাদের ব্যক্তিগত অভিব্যক্তি। কোন বাঁধা ধরার নিয়ম না থাকায় ইচ্ছা থাকলেই মানুষ হয়ে ওঠতে পারছেন ডিজিটাল বক্তা। আর এর মাধ্যমেই অনেকে যুক্ত হচ্ছেন খ্রিস্টের বাণী প্রচার কাজে।

একবিংশ শতাব্দীর এই তথ্য-প্রযুক্তির যুগে মানব সভ্যতার প্রতিটি ক্ষেত্রই আমূল বদলে গেছে। প্রযুক্তির এই জোয়ার থেকে বাদ যায়নি হাজার বছরের ঐতিহ্যবাহী ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলোও। খ্রিস্টমণ্ডলী দীর্ঘকাল ধরে সরাসরি সংযোগ, যৌথ প্রার্থনা এবং সশরীরে উপস্থিতির মাধ্যমে বিশ্বাসের আদান-প্রদান করে এসেছে। কিন্তু ডিজিটাল বিপ্লব এবং সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের সর্বব্যাপী বিস্তার চার্চের এই ঐতিহ্যগত কার্যপদ্ধতিকে

এক অভূতপূর্ব চ্যালেঞ্জ ও সম্ভাবনার মুখোমুখি দাঁড় করিয়েছে। আজকের বিশ্বে 'ডিজিটাল যুগে চার্চ ও সামাজিক যোগাযোগ' কেবল একটি সমসাময়িক আলোচনার বিষয় নয়, বরং এটি চার্চের অস্তিত্ব, প্রচার এবং তার আধ্যাত্মিক যাত্রাকে টিকিয়ে রাখার এক অপরিহার্য মাধ্যম হয়ে উঠেছে।

কোভিড-১৯ মহামারির সময় যখন বিশ্বজুড়ে সব উপাসনালয়ের সঙ্গে চার্চের দরজাও বন্ধ হয়ে গিয়েছিল, তখন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমই ছিল একমাত্র রক্ষাকবচ। জুম, ফেসবুক এবং ইউটিউবের মাধ্যমে ঘরে বসেই মানুষ উপাসনায় অংশ নিয়েছে, ডিজিটালি উপস্থিত থেকেছে চার্চের নানা অনুষ্ঠানে। দুর্যোগের দিনগুলোতে এই প্রযুক্তি না থাকলে বিশ্বাসীদের আধ্যাত্মিক জীবনে এক বড় ধরণের শূন্যতা তৈরি হতো। তবে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমকে উপাসনার বিকল্প মনে না করে, একে সশরীরে গীর্জায় আসার একটি 'আমন্ত্রণপত্র' হিসেবে ব্যবহার করলে খ্রিস্টভক্তের সঙ্গে চার্চের সংযোগ আরো বৃদ্ধি পাবে।

মঙ্গলসমাচারে যিশু খ্রিস্টের প্রচারপদ্ধতি ছিল যোগাযোগের ইতিহাসে সর্বকালের সেরা উদাহরণ। যিশুর বাণী প্রচার সামাজিক যোগাযোগের এক উত্তম মাধ্যমকে আমাদের সামনে তুলে ধরে। মঙ্গলসমাচার বলছে, যিশু পাহাড়ে দাঁড়িয়ে, হ্রদের তীরে নৌকায় বসে হাজার হাজার মানুষের উদ্দেশ্যে কথা বলেছিলেন। এগুলো তৎকালিন সময়ের লাইভ ব্রডকাস্টিং। এছাড়াও যিশু গভীর আধ্যাত্মিক সত্যকে সাধারণ মানুষের বোধগম্য করার জন্য গল্প বা দৃষ্টান্ত ব্যবহার করছেন। এসব গল্প এ যুগে 'ভিজ্যুয়াল স্টোরিটেলিং' বা 'শর্ট ভিডিও'র ধারণার সাথে হুবহু মিলে যায়। ওই কঠিন সময়েও যিশু প্রান্তিক মানুষের কাছে পৌঁছেছেন। যাদের সমাজ গ্রহণ করতো না তাদেরকেও বাদ দেননি। যেমন সমাজচ্যুত শমরীয় নারী, করগ্রাহী জাকারিয়া বা কুষ্ঠরোগীদের কাছে গিয়ে ব্যক্তিগতভাবে যোগাযোগ স্থাপন করেছেন যিশু খ্রিস্ট। তিনি বাণী প্রচারের পাশাপাশি বেশি গুরুত্ব দিয়েছিলেন মানুষের সঙ্গে 'সংযোগ' বা যোগাযোগ স্থাপনে।

যিশুখ্রিস্ট শুধু নিজে সাধারণ মানুষের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করে থেমে যাননি, স্বর্গে আরোহণ করার আগে তাঁর শিষ্যদের নির্দেশ দিয়েছিলেন, "তোমরা সারা জগতে যাও এবং সমস্ত সৃষ্টির কাছে মঙ্গলসমাচার প্রচার করো"। যিশুর আদেশে শিষ্যরা সেই যুগে পায়ে হেঁটে বা নৌকায় রোমান সাম্রাজ্যের সীমানায় পৌঁছে ছিলেন। আজকের দিনে সেই 'সারা জগত' বা বিশ্ব সীমানা সংকুচিত হয়ে এসেছে আমাদের হাতের মুঠোয়। বর্তমান সমাজে সবচেয়ে বড় জনসমাবেশ আর কোনো শারীরিক ময়দানে হয় না, তা হয় ভার্চুয়াল জগতে। ফেসবুক, ইউটিউব, ইনস্টাগ্রাম বা পডকাস্টের দুনিয়াই এখনকার নতুন 'নগরের প্রধান ফটক'।

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম একজন খ্রিস্টবিশ্বাসীর কাছে কোনো বিলাসিতা নয়, এটি যিশুর সেই মহান আজ্ঞা পালনের এক আধুনিক রণক্ষেত্র। যেখানে মানুষ তাদের একাকীত্ব, হতাশা ও শূন্যতা নিয়ে স্ক্রল করে চলেছে, সেখানে যিশুর প্রেম ও আশার বাণী সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে সবার কাছে পৌঁছে দেওয়াই হতে পারে খ্রিস্টবিশ্বাসীদের দায়িত্ব। কলসীয় ৪ অধ্যায়ের ৬ পদে রয়েছে, 'তোমাদের বাক্য সর্বদা অনুগ্রহযুক্ত হউক, লবণে আস্বাদযুক্ত হউক'। লাখো সাবস্ক্রাইবার বা ফলোয়ার পাওয়ার আশায় সোশ্যাল মিডিয়ায় নেতিবাচকতা না ছড়িয়ে নম্রতা, সহানুভূতিশীল ও আশাবাদী বার্তা শেয়ার হতে পারে আদর্শিক চিন্তা। কমেন্ট বা শেয়ারে কারো প্রার্থনার অনুরোধ ছড়িয়ে দেয়াও হতে পারে যাজকীয় সেবা।

যাজক ও সন্ন্যাসব্রতীদের কেবল শুধুমাত্র ধর্মতত্ত্ব নয়, বরং সময়ের প্রয়োজনে এখন ডিজিটাল কমিউনিকেশন ও সাইবার নিরাপত্তা বিষয়েও দক্ষ করে তোলা উচিৎ। যুগের দাবির সাথে তাল মিলিয়ে চার্চকে তার জানালাগুলো খুলে দিতে হবে ডিজিটাল বিশ্বের দিকে, যাতে প্রযুক্তির আলোর মধ্য দিয়ে ঐশরিক আলো মানুষের হৃদয়ে প্রবেশ করতে পারে। একই সাথে সতর্ক থাকতে হবে যেন প্রযুক্তির গোলক ধাঁধায় হারিয়ে না যায় মণ্ডলীর মূল সত্তা, যা হলো ভালোবাসা, ভ্রাতৃত্ববোধ এবং প্রত্যক্ষ সহভাগিতা।

ভবিষ্যতের পৃথিবী আরও বেশি প্রযুক্তি-নির্ভর হবে এটাই স্বাভাবিক। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা এআই এবং ভার্চুয়াল রিয়েলিটি দরজায় কড়া নাড়ছে। ভবিষ্যতে হয়তো ভার্চুয়াল চার্চের ধারণা আরও সাধারণ হয়ে উঠবে। তবে প্রযুক্তির রূপান্তর যতই ঘটুক না কেন, মানুষের হৃদয়ের আধ্যাত্মিক ক্ষুধা, ভালোবাসা ও সান্ত্বনার প্রয়োজনীয়তা অপরিবর্তিত থাকবে।

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম হলো জনগণের সঙ্গে সংযোগ স্থাপনের একটি 'মাধ্যম' মাত্র। বুদ্ধিদীপ্ত, পরিমিত এবং দায়িত্বশীল ব্যবহারের মাধ্যমেই কেবল সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম হয়ে উঠতে পারে আধুনিক যুগে মণ্ডলীর সবচেয়ে বড় আশীর্বাদ। যিশু খ্রিস্টের ভালোবাসার যে শাশ্বত বার্তা, তা যুগে যুগে অপরিবর্তিত রয়েছে। সামাজিক যোগাযোগ বা প্রযুক্তির কাজ হলো সেই শাশ্বত বার্তাকে নতুন যুগের মানুষের ভাষায় রূপান্তর করে তাদের কাছে পৌঁছে দেওয়া।

ডিজিটাল যুগ আমাদের সামনে নতুন সুযোগ ও নতুন চ্যালেঞ্জ দুটোই এনে দিয়েছে। দেশের খ্রিস্টান সমাজ যদি বাইবেলের আলোকে প্রযুক্তিকে ব্যবহার করতে শেখে, তবে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম শুধু বিনোদনের জায়গা হয়ে থাকবে না; বরং তা হয়ে উঠতে পারে আশা, সত্য ও ভালোবাসা ছড়িয়ে দেওয়ার শক্তিশালী মাধ্যম। আজ প্রয়োজন এমন এক চার্চ, যা আধুনিক প্রযুক্তিকে গ্রহণ করবে, কিন্তু নিজের আত্মিক ভিত্তি হারাবে না; যা অনলাইনে সক্রিয় থাকবে, কিন্তু বাস্তব মানবিক সম্পর্ককেও সমান গুরুত্ব দেবে। কারণ শেষ পর্যন্ত প্রযুক্তি বদলায়, মাধ্যম বদলায়, কিন্তু ঈশ্বরের বাক্য ও ভালোবাসার শক্তি কখনও বদলায় না।

জমি বিক্রয়

গাজীপুর জেলাধীন তুমিলিয়া মিশনের বাঙ্গাঁলহাওলা গ্রামে ব্রীক সলিং রাস্তার সাথে এখনই বাড়ি করা যাবে ২৪ শতাংশ নিষ্কন্টক ভিটা জমি বিক্রয় করা হবে। কেবল মাত্র খ্রিস্টান ক্রেতাদের কাছে বিক্রয় করা হবে।

যোগাযোগ নাম্বার

০১৭৩০-৩৭৩৮৪০

বিজ্ঞ/১০৭/২৬

বাংলাদেশে কাথলিক মণ্ডলীর মিডিয়ার চিত্র এবং বাণীপ্রচারে মাণ্ডলিক মিডিয়ার অংশগ্রহণ

ফাদার আগস্টিন বুলবুল রিবেরু

ভূমিকা: যোগাযোগ ছাড়া মানুষ বেশিদিন টিকে থাকতে পারে না। বর্তমান বিশ্বে যোগাযোগ ও গণমাধ্যম মানুষের জীবনযাত্রা, চিন্তাভাবনা এবং বিশ্বাসের জগতে গভীর প্রভাব বিস্তার করছে। প্রযুক্তির উৎকর্ষতার ফলে বিশ্ব আজ একটি "গ্লোবাল ভিলেজ"-এ পরিণত হয়েছে। এই পরিবর্তিত বাস্তবতায় কাথলিক মণ্ডলী ও গণমাধ্যমকে সুসমাচার প্রচার, মানবিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠা এবং সমাজে শান্তি ও ন্যায়ের বার্তা পৌঁছে দেওয়ার গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করেছে। বাংলাদেশে কাথলিক মণ্ডলীর মিডিয়ার সম্পৃক্ততা এবং বাণী প্রচারে মাণ্ডলিক মিডিয়ার অংশগ্রহণ তাই সময়োপযোগী ও তাৎপর্যপূর্ণ একটি বিষয়।

বিখ্যাত যোগাযোগবিদ ডেভিড বুককিংগাম বলেন, মিডিয়া হলো মধ্যস্থতাকারী একটি মাধ্যম, উপকরণ বা এজেন্সী। এই মাধ্যম পরোক্ষভাবে যোগাযোগ করতে সহায়তা করে। বর্তমান সময়ে মিডিয়া তথ্য, চিত্তবিনোদন ও রাজনৈতিক প্রপাগাণ্ডার হাতিয়ার হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। বৃহৎ অর্থে, মিডিয়া বলতে প্রযুক্তিগত উপকরণ ও প্রক্রিয়াকে বুঝায় যা নির্দিষ্ট টার্গেট দলের সাথে যোগাযোগ স্থাপনে সাহায্য করে। এ ব্যাপারে সাধু পোপ ২য় জন পল বলেন, মিডিয়া বলতে আমরা সেই সকল মাধ্যমগুলো (ডিভাইস, প্রযুক্তিগুলো) কে নির্দেশ করছি, যেগুলো ব্যবহার করে বার্তা/তথ্য গ্রহণ, ধারণ, প্রেরণ ও প্রকাশ করা যায়। আর গণমাধ্যম এমন মাধ্যম যা প্রযুক্তি ব্যবহার করে বিশাল জনগোষ্ঠীর কাছে বার্তা পৌঁছাতে/যোগাযোগ স্থাপনে সহায়তাকারী।

গণমাধ্যমগুলো প্রতিদিন আমাদের কাছে বিভিন্ন তথ্য পৌঁছে দিচ্ছে। গণমাধ্যমের প্রধান লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হলো- অন্যকে জানানো, জনমত গড়ে তোলা, চিত্ত বিনোদন, সমাজ রূপান্তর। আকাশ ও ডিজিটাল সংস্কৃতির কারণে গোটা পৃথিবী আজ একটি নেটওয়ার্কের আওতায় এসে পড়েছে। যেখানে সকলের সঙ্গে সকলের যোগাযোগ বা নেটওয়ার্ক রয়েছে। সমাজ মাধ্যমসহ গণযোগাযোগ মাধ্যমগুলোর প্রভাব আজ খুবই শক্তিশালী এবং সক্রিয়। আমি কি খাব? কি পরব? কি চাই? কি চাওয়া উচিত, কোথায় যাব? সব কিছু বলে দিচ্ছে, সিদ্ধান্ত দিয়ে দিচ্ছে মিডিয়া। আমি চাই বা না চাই, মিডিয়া আমাদেরকে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে প্রভাবিত করছে। একসময় আমাদের জীবন গঠনে পরিবার, স্কুল ও মণ্ডলীর ব্যাপক ভূমিকা ছিল। বর্তমানে এই ৩টি স্থান অনেকটাই এককভাবে গ্রহণ করে নিয়েছে মিডিয়া।

মিডিয়া বিষয়ে মণ্ডলীর অবস্থান: মণ্ডলী সতর্কতার সাথে আধুনিক সকল গণমাধ্যমগুলোকে স্বাগত জানায়। মণ্ডলীর পালকীয় পত্র ইন্টার মিরিফিকা বলেছে, "মণ্ডলী সকল মিডিয়াগুলোকে স্বাগত জানায়। যদি এগুলোকে যথাযথভাবে ব্যবহার করা যায়, তবে তা মানবজাতির জন্য বড় আশীর্বাদ বয়ে আনে। এগুলো চিত্তবিনোদন, নির্দেশনা এবং বাণী প্রচারের ক্ষেত্রে যথেষ্ট সমর্থন ও সহযোগিতা দিতে পারে। কিন্তু মানুষ যদি অসৎ উদ্দেশ্যে তা ব্যবহার করে, তবে মানব জাতির জন্য চরম বিপর্যয় বয়ে আনবে।"

মোটাদাগে গণমাধ্যমকে প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়া - এ দু'ভাগে ভাগ করা যায়। সংবাদপত্র ও বইপত্রসহ মুদ্রণ বা ছাপানোর সকল কিছু প্রিন্ট মিডিয়ার অন্তর্ভূক্ত আর রেডিও, টিভিসহ ইন্টারনেট ভিত্তিক মিডিয়াসমূহ ইলেকট্রনিক মিডিয়ার অর্ন্তভূক্ত। তবে উভয় প্রকার গণমাধ্যমের মূল উদ্দেশ্যগুলো: তথ্যদান, শিক্ষাদান ও চিত্তবিনোদন। উপরোক্ত ৩টি উদ্দেশ্য সাধন করার সাথে সাথে গণমাধ্যম আমাদের জীবনে অনেক ইতিবাচক ফল নিয়ে আসে। যেমন; অন্যকে জানানো, যোগাযোগ স্থাপন; তথ্য আদান-প্রদান, জ্ঞানার্জন; সচেতনতা বৃদ্ধিকরণ, সামাজিক দায়িত্ব; সরকারের সমালোচনা করে ভুল-ত্রুটি সংশোধন করতে সহায়তা দান; দৃঢ়-প্রত্যয়ী করে তোলা; বিজ্ঞাপন/প্রচারমূলক অনুষ্ঠান; সামাজিক ও রাজনৈতিক পট পরিবর্তনে শক্তিশালী মাধ্যম হিসেবে কাজ করে; উন্নয়ন ত্বরান্বিত করে; মিলন ও ভ্রাতৃত্ববোধ গড়ে তোলে; ন্যায্যতা ও শান্তি প্রতিষ্ঠার শক্তিশালী মাধ্যম; শিক্ষার শক্তিশালী মাধ্যম; চিত্ত বিনোদনের উৎস; সত্য প্রতিষ্ঠার অস্ত্র; ও খ্রিস্টবাণী প্রচারে শক্তিশালী মাধ্যম। মানব ও সমাজ জীবনে গণমাধ্যমের এত ব্যাপক প্রভাব দেখে Communio et Progressio অর্থাৎ সামাজিক উন্নয়ন বিষয়ক প্রৈরিতিক পত্রে বলা হয়েছে, "চার্চ তাঁর পালকীয় প্রচার কাজে আধুনিক গণমাধ্যমের বিভিন্ন মাধ্যমগুলো ব্যবহার করতে পারে।" 'আমি যা কিছু তোমাদের কানে কানে বলি, তোমরা তা ছাদের উপর থেকে প্রচার কর'।

বাংলাদেশে কাথলিক মণ্ডলীর মিডিয়া চিত্র: মিডিয়া সম্পর্কে বিশ্বজনীন মণ্ডলীর মনোভাব জেনে বাংলাদেশ মণ্ডলী এখনো জোরালোভাবে গণমাধ্যমের সম্ভাব্য মাধ্যমগুলোকে তাঁর পালকীয় সেবাকাজে যথার্থ ব্যবহার করতে পারছে কি-না তা প্রশ্ন করা যেতেই পারে! তবে বাংলাদেশ মণ্ডলী এ বিষয়ে যথেষ্ট উদার ও আন্তরিক। মণ্ডলী পালকীয় সেবাকাজে ও বাণীপ্রচারে গণমাধ্যমের ব্যবহারকে গুরুত্ব দিয়ে উপলব্ধি করে এবং তা ব্যবহারের জন্য সকলকে আহ্বান জানান। বাংলাদেশ মণ্ডলী তার সীমাবদ্ধতার মধ্যেও গণমাধ্যমগুলো ব্যবহারের সর্বোচ্চ সদিচ্ছা দেখাচ্ছে। ১৯৪১ খ্রিস্টাব্দ থেকেই প্রিন্ট মিডিয়ায় উপস্থিতির প্রকাশ দিয়েছে প্রতিবেশী পত্রিকার মধ্য দিয়ে। বিভিন্ন যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহার করে মানবীয় যোগাযোগ স্থাপন ও বাণীপ্রচার কাজে সেগুলোর যথার্থ ব্যবহার করতে বিভিন্ন দিক-নির্দেশনা দান ও বিভিন্নজনের দক্ষতা অর্জনের সুযোগ সৃষ্টি করতে ১৯৭৪ খ্রিস্টাব্দে গঠন করেন বিশপীয় সামাজিক যোগাযোগ কমিশন। যোগাযোগের বহুমুখী কর্মধারা সচল রাখতে বাংলাদেশ কাথলিক বিশপ সম্মিলনী গড়ে তুলেছে 'খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্র'। বিশপ সম্মিলনীর সামাজিক যোগাযোগ কমিশনের তত্ত্বাবধানে খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্র সময়ের সাথে তাল মিলিয়ে চেষ্টা করছে মিডিয়া শক্তিকে খ্রিস্ট বাণী প্রচারে ব্যবহার করতে। বর্তমানে খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্রের সাথে বিভিন্ন ধর্মপ্রদেশ, বিভিন্ন সংঘ, সংগঠন ও প্রতিষ্ঠান প্রাতিষ্ঠানিকভাবে গণমাধ্যমের যথার্থ ব্যবহার করার চর্চা শুরু করেছে। বিভিন্ন সময়ে গণমাধ্যমে বাংলাদেশ কাথলিক মণ্ডলীর উপস্থিতি;

বাংলাদেশের কাথলিক মণ্ডলী দীর্ঘদিন ধরেই গণমাধ্যমের মাধ্যমে খ্রিস্টীয় মূল্যবোধ প্রচারে কাজ করে যাচ্ছে। মুদ্রিত পত্রিকা, সাময়িকী, রেডিও, টেলিভিশন, অনলাইন নিউজ পোর্টাল এবং সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম–সব ক্ষেত্রেই মণ্ডলীর কিছুটা হলেও উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। বিশেষ করে ধর্মীয় শিক্ষা, নৈতিকতা, মানবাধিকার, শান্তি, আন্তঃধর্মীয় সম্প্রীতি এবং সমাজ কল্যাণমূলক কর্মকাণ্ড তুলে ধরতে এসব মাধ্যম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

মিডিয়া বাস্তবতা: বাংলাদেশ মণ্ডলীকে সচেতনভাবে মিডিয়া সেবা কার্যক্রম চালাতে হবে। কেননা মিডিয়া ভালোর সাথে সাথে অনেক মন্দতাও নিয়ে আসে। জেনে রাখা ভাল, মিডিয়া পৃথিবীর অন্যতম বড় ও লাভজনক ব্যবসা। তাই মিডিয়া মোঘলরা

অতীত	বর্তমান	ভবিষ্যত
প্রিন্ট ও অডিও	**প্রিন্ট, অডিও-ভিজ্যুয়াল (কনভারজেন্স)**	**ইন্টারনেট ভিত্তিক নতুন মিডিয়া**
১। সাপ্তাহিক প্রতিবেশী, ত্রৈমাসিক পত্রিকা (মঙ্গলবার্তা, প্রদীপন, প্রতীতি, শান্তির দূত ইত্যাদি), বিভিন্ন উপলক্ষে ম্যাগাজিন প্রকাশ, বই, পোস্টার ও ছবি প্রকাশ করা। ২। অডিও ক্যাসেট বের করা, রেডিও প্রোগ্রাম করা। ৩। টিভি প্রোগ্রাম করা। ৪। লেখক তৈরি করা।	১) প্রতিবেশি ত্রৈমাসিক পত্রিকা (মঙ্গলবার্তা, বরেন্দ্রদূত, প্রদীপন, প্রতীতি, শান্তির দূত ইত্যাদি), বিভিন্ন উপলক্ষে ম্যাগাজিন প্রকাশ, বই, পোস্টার ও ছবি প্রকাশ করা বিভিন্ন ধর্মপ্রদেশ ও প্রতিষ্ঠান থেকে নিয়মিত নিউজলেটার বের করা। ২) অডিও এ্যালবাম সিডি বের করা, রেডিও প্রোগ্রাম করা। ৩) টিভি প্রোগ্রাম ও ডকুমেন্টারি তৈরি করা। ৪) অনলাইন রেডিও ও ওয়েব পেজ চালানো। ৫) মিডিয়া কর্মী সৃষ্টি করা। ৬) লেখক ও মিডিয়া কর্মী তৈরি করা।	বর্তমানে যে সকল মাধ্যম ব্যবহৃত হচ্ছে, তা চলমান রেখে বর্তমান প্রযুক্তির সাথে পথ চলা। আর তাই যেগুলোতে ধীরে ধীরে জোর দেওয়া দরকার হবে; - অনলাইন পত্রিকা ও রেডিও। - সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে সক্রিয় থাকা। - ইউটিউব চ্যানেল চালানো। - অনলাইন মিডিয়া কর্মী তৈরি। - নিজেদের মধ্যে শক্তিশালী নেটওয়ার্ক তৈরি করা .... ইত্যাদি।

সর্বাবস্থায় লাভ খুঁজে এবং সে জন্যই কোটি কোটি ডলার বিনিয়োগ করে। ফলে অসচেতন মিডিয়া ব্যবহার ব্যক্তি ও সমাজ জীবনে অনেক ক্ষতিরও কারণ হতে পারে। কেননা অনেক ক্ষেত্রে মিডিয়া তথ্য বিকৃতি, ভুল তথ্য পরিবেশন করে; বাড়িয়ে বলে, রাজনৈতিক উদ্দেশ্য নিয়ে সংবাদ পরিবেশন করে; নির্দিষ্ট এজেন্ডা সেট করে দেয়, জনগণ তা গ্রহণ করে নেয়; আধিপত্যবাদ ও সাম্রাজ্যবাদী মনোভাব গড়ে তুলে, ভোগবাদ ও স্বার্থপরতা সৃষ্টি করে (বিজ্ঞাপন), সৃষ্টি করে প্রতিহিংসা পরায়ন মনোভাব; পর্ণোগ্রাফি প্রদর্শন করে সামাজিক অবক্ষয় ঘটায়; গোপনীয়তা ফাঁস, ব্যক্তি স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ; জীবনের পবিত্রতা ও মানবিক মর্যাদা হানি; সহিংসতা ও পরচর্চা বাড়ানো, নকল ব্যক্তিত্ব তৈরি; মিথ্যা বাড়ানো; চুরি, সন্ত্রাসবাদ, অন্যান্য অপরাধের জন্ম দেয়।

সমাজ জীবনে মিডিয়ার প্রভাব ব্যাপক হওয়ায় এবং মিডিয়াতে নেতিবাচক বাস্তবতা যথেষ্ট থাকায় বাংলাদেশ মণ্ডলীকে গণমাধ্যমের যথার্থ ব্যবহারে সচেতন ও উদ্যোগী হতে হবে। মিডিয়া থেকে সর্বোত্তম ফল আশা করি কিন্তু মিডিয়ার ব্যবহার জানি না। তাই মিডিয়ার সঠিক ব্যবহার জানার ব্যবস্থা করা খুবই দরকার। মিডিয়া সমাজ, সন্তান, দেশ-ধর্ম, কৃষ্টি-সংস্কৃতি সকল কিছুর ওপরই বহুমুখী প্রভাব রাখে। তাই মিডিয়াকে অবহেলা করা বোকামী ছাড়া আর কিছু নয়। এখনই সময় মিডিয়া ও যোগাযোগ বিষয়ে নিজেদের সীমাবদ্ধতা আবিষ্কার করে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করার।

মিডিয়া বিষয়ে আমাদের সীমাবদ্ধতা ও দুর্বলতা

১। যোগাযোগ ও মিডিয়া সম্পর্কে সঠিক ধারণার অভাব, পালকীয় পরিকল্পনা ও কাজে মিডিয়াকে গুরুত্ব না দেওয়া

২। মিডিয়ার সর্বোত্তম ব্যবহার করতে চাই কিন্তু ব্যবহার জানি না, প্রশিক্ষিত লোকবল তৈরি করতে অনীহা

৩। মিডিয়া শক্তিকে নিয়ে পরিকল্পনার অভাব

৪। সীমাবদ্ধ সুযোগ; বিরূপ সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি

৫। দুর্বল অর্থনৈতিক কাঠামো

৬। কর্তৃপক্ষের সবজান্তার মনোভাব রাখা

৭। একত্রিত ও সমন্বিত উদ্যোগের অভাব

বাংলাদেশ মণ্ডলী সঠিক মিডিয়া পরিকল্পনা নিয়ে এগিয়ে গেলে মিডিয়ার মধ্য দিয়ে সিনোডালিটির চর্চা যেমন হবে তেমনি মিলন সমাজ গড়ে তুলতে পারবে। অর্থাৎ মিডিয়ার ভূমিকা থাকবে;

১) বাণীপ্রচারের উপায় হিসেবে

২) খ্রিস্টের উপস্থিতি দান

৩) সামাজিক ন্যায্যতা প্রতিষ্ঠায়

৪) পরস্পরের সাথে সংযোগ স্থাপন (মিলন) (দেশ ও বিদেশে)

৫) প্রার্থনা ও আধ্যাত্মিকতা বিষয়ে তথ্যদান

৬) দীন-দরিদ্রদের পক্ষে কথা বলা, তাদের সাথে থাকা (একতা)

৭) আন্তঃধর্মীয় ও আন্তঃমাণ্ডলিক সম্পর্ক জোরদারকরণ

প্রস্তাবনা ও ভবিষ্যৎ করণীয়

১) বর্তমান মিডিয়ার চরম অগ্রগতির সাথে মাণ্ডলিক মিডিয়া কার্যক্রম বহুবিধ কারণে তাল মিলিয়ে অগ্রসর হতে পারছে না। তাই মিডিয়াকে বাংলাদেশ কাথলিক বিশপ সম্মিলনীর সমন্বিত পরিকল্পনায় অগ্রাধিকার ভিত্তিতে রাখা।

২) মিডিয়াকর্মী গঠন ও কর্মরত মিডিয়াকর্মীদের সংগঠিত করা। সময়ের প্রয়োজনে অনলাইন রেডিও ও টিভি শুরু করা।

৩) মিডিয়া শিক্ষা (মণ্ডলী পরিচালিত স্কুলগুলোতে/ধর্মপল্লী পর্যায়ে) ও নির্দেশিকা প্রস্তুতকরণ।

৪) আমাদের ঐতিহ্যগত ও লোকজ কৃষ্টি সংস্কৃতিগুলো (যিশুর লীলা, সাধু আন্তুনী ও ঠাকুরের গান, কষ্টের গান, বৈঠকী, কবিগান ইত্যাদি) সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও মিডিয়া উপযোগী করে প্রচার।

৫) বিভিন্ন তথ্য ও উত্তর পাবার জন্য কেন্দ্রীয় ও ধর্মপ্রদেশ এবং প্রতিষ্ঠান ও সংগঠনভিত্তিক অফলাইন ও অনলাইন আর্কাইভ প্রতিষ্ঠা।

৬) সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ধর্ম ও উপাসনা সংক্রান্ত যেনতেন অনুষ্ঠান প্রচারের মাধ্যমে বাণীপ্রচারে প্রয়াসী না হয়ে পরিকল্পনাসহ দূরদর্শিতা নিয়ে তা ব্যবহার করা। সেলক্ষ্যে প্রত্যেকটি ধর্মপ্রদেশ ও ধর্মপল্লীতে স্বীকৃত প্লাটফর্মের মাধ্যমে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহার করা।

উপসংহার: মানুষের মাঝে একতা ও মিলন স্থাপনের কাজে, মানব সমাজের উন্নতি বিধানকল্পে এবং মানুষের কাছে প্রভু যিশুর মুক্তিদায়ী বাণীপ্রচারের কাজে গুরুত্বপূর্ণ ও কার্যকর উপায় হল সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম বা গণমাধ্যম। এ গুরুত্বপূর্ণ কাজে বিগত বছরগুলোতে বাংলাদেশ মণ্ডলী চেষ্টা করছে উন্নতি সাধন করতে। বর্তমানে ডিজিটাল মিডিয়ার বিস্তারের ফলে কাথলিক মণ্ডলীর বাণীপ্রচারে নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হয়েছে। ফেসবুক, ইউটিউব, ওয়েবসাইট এবং লাইভ স্ট্রিমিংয়ের মাধ্যমে ধর্মীয় অনুষ্ঠান, পবিত্র খ্রিস্টযাগ, প্রার্থনা ও ধর্মীয় শিক্ষা সহজেই মানুষের কাছে পৌঁছে যাচ্ছে। বিশেষ করে করোনা মহামারির সময় অনলাইনভিত্তিক ধর্মীয় যোগাযোগ বিশ্বাসীদের আধ্যাত্মিক জীবনে বড় সহায়ক হয়ে ওঠে। এতে প্রমাণিত হয়েছে যে, মিডিয়া আজ মণ্ডলীর অন্যতম কার্যকর মিশনারি হাতিয়ার। যোগাযোগ ও মিডিয়ার গুরুত্ব শুধু কথাই সীমাবদ্ধ না মাণ্ডলিক সেবাকাজে সত্যিকারভাবে আরও গুরুত্ব ও প্রাধান্য নিয়ে বাস্তবসম্মত পরিকল্পনা গ্রহণ করলে মিডিয়ার মধ্য দিয়ে বাণীপ্রচার ও গণমঙ্গলের কাজ আরো ফলপ্রসূ হবে বলে প্রত্যাশা করি।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

১। দ্বিতীয় ভাটিকান মহাসভার দলিল।

২। বাংলাদেশ খ্রীষ্টমণ্ডলীর জাতীয় পালকীয় কর্মশালা-২০২৮।

খ্রিস্টান সমাজের এক সব্যসাচী লেখক ও নাট্যব্যক্তিত্ব শ্রদ্ধাভাজন সুনীল পেরেরা

সুনীল পেরেরা খ্রিস্টান সমাজে এক পরিচিত নাম হয়তো পরিচিত মুখও। খ্রিস্টান সমাজের এক সব্যসাচী লেখক ও সমকালীন সাহিত্যে তাঁর অনেক গুরুত্বপূর্ণ অবদান রয়েছে। তিনি একাধারে নাট্যকার ও গল্পকার হিসেবে পরিচিত এবং তার সাহিত্যকর্মে পারিবারিক ও মানবিক মূল্যবোধ, নৈতিকতা ও আধ্যাত্মিক দৃষ্টিভঙ্গি প্রাধান্য পায়। টেলিভিশনের মাধ্যমে নাটক পরিচালনা এবং গল্প রচনার মাধ্যমে তিনি সমাজের নৈতিকতা ও সাংস্কৃতিক চেতনা সমৃদ্ধ করেছেন। তার রচনায়; জীবনের সাধারণ ঘটনা থেকে গভীর নৈতিক শিক্ষা এবং মানুষের আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা ফুটে ওঠে, যা পাঠক ও দর্শক উভয়ের হৃদয় স্পর্শ করে। সাহিত্য জগতে তাঁর দীর্ঘ পথচলা নিয়ে তিনি সাপ্তাহিক প্রতিবেশী'র সাথে ক্ষুদ্র সহভাগিতা করেছেন। পাঠকদের কাছে এই সহভাগিতার অংশটুকু তুলে ধরেছেন অর্ঘ রোজারিও ও নব কস্তা।

১. আপনার জীবনের কিছু কথা বলুন।

আমার নাম সুনীল আলফ্রেড পেরেরা। আমার গ্রামের বাড়ি তুমিলিয়া ধর্মপল্লীর চড়াখোলা গ্রামে। আমার বাবার নাম ম্যাথিও পেরেরা ও মায়ের নাম রোজ ফিলোমিনা রোজারিও। আমরা তিন ভাই ও সাত বোন ছিলাম। তার মধ্যে আমি ও এক বোন শুধু বেঁচে আছি। আমার জন্ম ৪ মে, ১৯৪৩ খ্রিস্টাব্দে। তখন বিশ্বব্যাপি দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধ। আমার একটু একটু মনে আছে, যুদ্ধে যখন সাইরেন বাজতো, বোমা বিস্ফোরণ হতো; তার বিকট শব্দে আমরা ভয়ে ঘরে লুকিয়ে পরতাম। ছোটবেলায় আমি পাশের বাড়ির কাকাতো ভাইদের সাথে এবং বন্ধুদের সাথে খেলাধুলা করতাম। চড়াখোলায় একটা প্রাইমারি স্কুল ছিল সেখানেই আমার হাতেখড়ি। সেখানে দ্বিতীয় শ্রেণী পর্যন্ত পড়ার পর মিশনের পালপুরোহিত স্কুলটিকে তুমিলিয়ার গির্জায় নিয়ে যান এবং পরে আমরা সেখানেই লেখাপড়া করি। ১৯৫৭ খ্রিস্টাব্দে আমি নাগরি হাই স্কুলে ষষ্ঠ শ্রেণীতে ভর্তি হই এবং ১৯৬২ খ্রিস্টাব্দে আমি হায়ার সেকেন্ড ডিভিশানে সেন্ট নিকোলাস ইনস্টিটিউট থেকে ম্যাট্রিক পাস করেছি। এরপরে ঢাকায় চলে আসি। এখন যে সিটি কলেজ সেটা আগে ছিল সিটি নাইট কলেজ; আমরা রাতের বেলা সেখানে পড়াশোনা করতাম আর মাঝে মাঝে চাকরি খুঁজতাম। পরে একসময় সেখান থেকে পড়াশোনা করতে করতে আমার নটর ডেম কলেজে চাকরি হয়। নটর ডেম কলেজে যে বড় একটা লাইব্রেরি আছে সেখানে এসিস্টেন্ট স্টাফ হিসেবে আমি ১৯৬৩ থেকে ১৯৬৬ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত চাকরি করি। ১৯৬৬ খ্রিস্টাব্দে হঠাৎ করেই একটা সরকারি চাকরি পাই। অফিসটার নাম ছিল পাকিস্তান কাউন্সিল। এটা ছিল প্রেস ক্লাবের উল্টো দিকে। একটা বড় লাইব্রেরি ছিল। সেখানে আমরা বই ইস্যু করতাম, রিসিভ করতাম, দেখাশোনা করতাম সাথে সাথে অন্যান্য কাজও করতাম; লেখালেখি করতাম। সরকারি চাকরির পরে আমি কারিতাসে যোগ দিই। এরপরে ফাদার কমল কোড়াইয়ার মাধ্যমে আমি খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্রে যোগদান করি এবং সেখানে আমি বিশ বছর ধরে আছি। আমি বিয়ে করেছি রাঙ্গামাটিয়া ধর্মপল্লীর সাতানী গ্রামে। আমার স্ত্রীর নাম পার্বতি গমেজ। আমার তিন ছেলে এক মেয়ে। দুই ছেলে পরিবার নিয়ে দেশের বাইরে থাকে ও মেঝো ছেলে, ছেলের বউ আমাদের সাথে ঢাকায় থাকে।

২. সৃজনশীল শিল্পকর্মে (লেখালেখি, নাট্যচর্চা ও পরিচালনা ইত্যাদি) সম্পৃক্ত হবার গল্পটা সহভাগিতা করুন।

সৃজনশীল শিল্পকর্মে বলতে গেলে, টেলিভিশন পর্যায়ে আসার আগে থেকেই আমি নাটক লিখতাম, পরিচালনা করতাম। যা মোটামুটি আমার একটা অভিজ্ঞতা হয়ে যায়। আমি যখন পঞ্চম শ্রেণীতে পড়ি তখন আমাদের পাঠ্যবইয়ে উইলিয়াম শেক্সপিয়ারের একটা নাটিকা ছিল 'মার্চেন্ট অব্ ভেনিস' আর ওটা আমার প্রথম নাটক যেটা আমি পরিচালনা করি ও অভিনয় করি। এরপরে ছোট ছোট বিষয়ে নাটক লিখতাম ও গ্রামের ছেলেদের, বন্ধুবান্ধবদের নিয়ে নাটক করতাম। এভাবেই আমি নাট্য জগতে চলে আসলাম। ফাদার ফ্রান্সিস গমেজ সীমা'র মাধ্যমে আমি টেলিভিশনে নাটক পরিচালনার সুযোগ পাই। তারপর প্রথম বছর থেকে আমি টেলিভিশনে নাটক পরিচালনা শুরু করে দিই। মোটামুটি যতগুলো প্রোগ্রাম, নাটক হয়েছে সবগুলোই আমার পরিচালনায়। সারা বাংলাদেশে যত ভালো ভালো খ্রিস্টান শিল্পী আছেন তাদের ডেকে ডেকে নিয়ে এনে রিহার্সেল করাতাম। তাদের মধ্যে পঙ্কজ গমেজ, ইউজিন গমেজ-সহ আরো অনেকেই আমাদের সাথে জড়িত ছিলেন। পরিমল রোজারিও; তিনি প্রায় পঁচিশ বছর যিশুর ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন। এরকম ভাবে ধীরে ধীরে আমি নাট্য চর্চায় জড়িয়ে পড়ি। আর আমার লেখালেখি জীবনটা শুরু হয়েছিল একদম ছোটবেলায়। আমি গল্প লেখা শুরু করেছিলাম ১৯৬৩ খ্রিস্টাব্দে। তখন আমি নাগরি স্কুলে পড়ি। আমি 'মা' নামে একটি গল্প লিখেছিলাম আর ঐ গল্পটি আমাদের শিক্ষক ভিনসেন্ট স্যার পরের দিন ক্লাসে পড়ে শোনালেন। পরে তিনি বললেন, এই যে সুনীল পেরেরার লেখা গল্পটা; এটা একটা সাহিত্যের টুকরো। স্যারের এই কথাটা আমার জীবনে সাংঘাতিকভাবে প্রভাবিত করেছিল। ক্লাসে সবার সামনে এই যে একটা সম্মান পেলাম সেটা আমার কাছে অনেক বড় পাওয়া। স্যার সবসময় আমাকে অনুপ্রেরণা দিতেন। এছাড়া আমি যখন সাপ্তাহিক প্রতিবেশী অফিসে কাজ করতাম তখন নিধন ডি'রোজারিও, হেবল ডি'ক্রুজ তারপর এরকম যারা যারা এখানে কাজ করতেন তারা সবসময় আমাকে উৎসাহ দিতেন। সেই উৎসাহ পেয়েই আমি গল্প লিখতাম। প্রতি সপ্তাহে আমি গল্প লিখে পাঠাতাম আর যখন গল্পগুলো ছাপতো তখন অনেক আনন্দ লাগতো। সবাই তখন আমাকে অনুপ্রেরণা দিত। এক সময় দেখা গেল, স্বাধীনতার পরে, বাণীদীপ্তির পক্ষ থেকে একটা নাটক হবে। নাটকটির নাম 'মৃত্যুঞ্জয়ী যীশু'। তো সারা বাংলাদেশের শিল্পীরা আছে তবে ভাওয়াল অঞ্চলের আমি শুধু একা। তখনকার পরিচালক ফাদার জ্যোতি আমাকে ডেকে বললেন, তোমাকে যিশুর শিষ্য যোহনের অভিনয় করতে হবে। আমরা অভিনয়টি করলাম। তখন বাংলাদেশে পোপের প্রতিনিধি ছিলেন আর্চবিশপ এডওয়ার্ড কেসেডি। দুই ঘণ্টা প্রোগ্রামের পরে তিনি আমাদের রিহার্সেল রুমে এসে বলেন, একশজন ফাদার এক ঘণ্টায় বক্তব্য দিয়ে যা করতে না পারে তোমরা মাত্র এই কয়েকজন দুই ঘণ্টায় তার চেয়ে অনেক বেশী কাজ করেছো। এখানে একটা বিরাট অনুপ্রেরণা পেয়েছিলাম আমরা। এভাবেই

আমি নাটক চর্চা ও সারা ভাওয়ালের সকল মিশনের শিল্পীদের নিয়ে পরিচালনা করতাম।

৩. সাহিত্যকর্মে আপনার অনুপ্রেরণা কি এবং কারা আপনাকে সহযোগিতা করে চলেছেন?

আসলে বলতে গেলে, সাহিত্যকর্মে একদম শুরুতে কেউ আমাকে তেমন অনুপ্রেরণা দেয়নি। আমি যখন আমার প্রথম নাটকটা পরিচালনা ও অভিনয় করি তখন থেকেই আমার মনের ভিতর অনুপ্রেরণা আসলো। সেই সাথে আমার বন্ধুরা বলল, তুই ছোট ছোট নাটিকা লিখ্; আমরা করব। বন্ধুদের একটা অনুপ্রেরণা ছিল তখন। তারপর আমাদের গ্রামের সিনিয়র শিল্পীগণ অনুপ্রেরণা দিতেন, এছাড়া অন্যান্য শিক্ষক'রা, ফাদার'রাও অনুপ্রেরণা দিতেন। এভাবেই আমি সাহিত্যকর্মে অনুপ্রাণিত হয়েছিলাম।

৪. কেন আপনি লেখালেখি করেন এবং লেখালেখি করে কি প্রত্যাশা করেন?

আমি লেখালেখি করি আসলে মনের তাগিদে। লেখালেখি না করলে আমি মনের মধ্যে শান্তি পাইনা। আমি মনে করি; দিনে চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে হয়তো বার ঘণ্টা ঘুমাই আর বাকি যে সময়টা পাই তার বেশির ভাগই আমি লেখালেখি করি আর লেখালেখি করে মনের তৃপ্তি পাই।

আমার সর্বশেষ যে প্রত্যাশা; আমি একটি টেলি-নাটক করব এবং নাটকের স্ক্রিপ্ট ইতোমধ্যে করেছি। টেলি-নাটকটি মূলত ফাদার ইভান্স-এর জীবন কেন্দ্র করে। তিনি এদেশের একজন মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন, আর তাকে নিয়েই নাটকটি করব।

৫. বিশপীয় সামাজিক যোগাযোগ কমিশনের আওতাধীন খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্রে দীর্ঘ সময় সেবাদানের অভিজ্ঞতা কেমন?

খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্রে কাজ করে আমি চেষ্টা করেছি আমার জীবনে যতটুকু অর্জন তা তুলে ধরার জন্য এবং যখনই কোন কোন বড় অনুষ্ঠান হতো, সেখানে কাজ করার জন্য আমাকে সুযোগ দেওয়া হয়েছিল এবং আমি সব সময় নাটক-দল নিয়ে যেতাম এবং নিজেরাই অনুভব করতাম যে কত সুন্দর একটা অনুষ্ঠান হয়েছে। সেই সাথে এগুলো পরে প্রচারণাও হয়েছে। আর এই যে কাজগুলো আমি করেছিলাম ফলে আমি ধীরে ধীরে টেলিভিশন পর্যায়ে ধাবিত হলাম। যদি এই কাজগুলো আমি শুরুতে না করতাম তাহলে আমি হয়তো এতদূর পর্যন্ত এগোতে পারতাম না। এখন আমি টেলিভিশনে দাপটের সাথে কাজ করতে পারি। টেলিভিশন অফিসের সবাই আমার পরিচিত। আজ প্রায় ২৭ বছর হয়ে গেছে, বেশীরভাগই যারা পুরোনো আছে তাদের সাথে ভালো বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক আছে। আমি সেখানে এত পরিচিত হয়ে গেছি যে, গেইট দিয়ে যখন ঢুকি কমপক্ষে দশটা লোক আমাকে অভিবাদন দেয়, সালাম দেয়। এভাবে আমি সামাজিক যোগাযোগ কমিশনের কাজ করতে করতে পরিচিতি লাভ করেছি। একবার আর্চবিশপ মাইকেল আমাকে আশীর্বাদ করে বলেছিলেন, "সুনীল মণ্ডলীর জন্য, সমাজের জন্য, সবার জন্য অনেক কিছু করে যাচ্ছে; আমি আশীর্বাদ করছি সে যেন ভবিষ্যতে এভাবেই করে যেতে পারে।" খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্রে কাজ করার মাধ্যমে এটা আমার জন্য বিরাট একটা আশীর্বাদ ছিল।

স্ত্রী ও নাতীদের সাথে সুনীল পেরেরা।

৬. খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্র ব্যতীত আর কোন্ কোন্ সামাজিক ও মাণ্ডলিক কাজে আপনি জড়িত আছেন ও সেবা দিচ্ছেন?

খ্রীষ্টীয় যোগযোগ কেন্দ্র ব্যতিত; স্বাধীনতার পরে আমরা কয়েকজন ভাওয়াল খ্রীষ্টান যুব সমিতি তৈরি করি। আর সেই সমিতিতে আমি ছিলাম প্রাথমিক কমিটির সেক্রেটারি। আর সেখান থেকেই আমাদের সামাজিক কাজ গুলো শুরু হয়। এছাড়া বিভিন্ন কাজে, বিভিন্ন সমিতিতে, গ্রাম উন্নয়ন কাজে আমি জড়িত ছিলাম। তুমিলিয়া ধর্মপল্লীর যে জাগরণী সংঘ তারও ফাউন্ডার আমরা; এছাড়াও গ্রামের বিভিন্ন সমিতির ফাউন্ডেশনে আমি জড়িত ছিলাম। এভাবেই আমি সামাজিক কাজগুলোর মধ্যে জড়িত হয়েছি, এখনো কাজ করে যচ্ছি। আমার জীবনে সবচেয়ে বড় পাওয়া হলো, পঁচিশটা বছর চড়াখোলা গ্রামে স্বর্গোন্নীতা রাণীর গির্জাটি করার জন্য আমরা বিভিন্ন মানুষের কাছে, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের কাছে, চার্চে, দাতাগোষ্টির কাছে অর্থ সংগ্রহ করে করে প্রায় এক কোটি টাকা বিশপ মহোদয়কে দিলাম। বাকি যে বিশাল পরিমাণ অর্থ তা বিশপ মহোদয় বিদেশ থেকে এনে আমাদের জন্য একটি গির্জা-ঘর করে দিয়েছেন। এখন অনেক মানুষ আসে এই গির্জা-ঘরে, প্রার্থনা করে। আর আমার কাছে এটাই হলো আমার শ্রেষ্ঠ কর্ম - এই গির্জার জন্য কাজ করতে পারা।

৭. সাহিত্য ও সৃজনশীল কর্ম নিয়ে বর্তমান প্রযুক্তিনির্ভর প্রজন্মের প্রতি আপনার পরামর্শ ও উপদেশ কি?

সাহিত্য শিল্পকর্ম বর্তমান যেভাবে ধাবিত হচ্ছে, বিশেষ করে অনলাইনে লেখালেখির কাজগুলো; যারা এই কাজে দক্ষ তাদের কাছে পৃথিবী এখন হাতের মুঠোয়। দুঃখের বিষয় যে, আমার অনলাইনের কাজের একদমই অভিজ্ঞতা নেই। লেখালেখি জগতে আমি যতটুকু করতে পারি; অনলাইনে তা করতে পারি না। এমন কি আমি কম্পিউটারেও কম্পোজ-এর কাজ করতে পারি না। তারপরেও আমার ইচ্ছা, আমি লিখে লিখে যতটুকু পারি আমি করে যাব। আমার যখনই প্রয়োজন হয় আমার সাথে যারা কাজ করে তাদেরকে বলি যে আমাকে অনলাইন থেকে এই জিনিসটা বের করে, তারপর বড়দিনের শিশু-যিশুর সুন্দর ছবি বের করে দাও, তারা আমাকে নানাভাবে সাহায্য করে। এতে আমি অনেক আনন্দ পাই এবং সাহায্য পাই এই কাজগুলোতে। তাদের কাছে আমার পরামর্শ, তারা সামনে আরও এগিয়ে যাবে, তারা মানুষকে ভালো ভালো বিষয়গুলো প্রচার করবে এবং মন্দ বিষয়গুলো এড়িয়ে চলবে। বিশেষ করে তারা খ্রিস্টীয় কাজে নানাভাবে ভূমিকা রাখতে পারে; তাদের প্রতি এটাই আমার পরামর্শ।

৮. বাংলাদেশের একজন প্রবীণ খ্রিস্টবিশ্বাসী হিসেবে বাংলাদেশ মণ্ডলীর বিবর্তন ও উন্নয়নকে কিভাবে দেখছেন? মণ্ডলীকে কিভাবে দেখতে চান?

বর্তমান আমার বয়স ৮৪ বছর চলছে। আমি এই এতগুলো বছরে দেখেছি, পৃথিবীর অবস্থা খুব দ্রুততার সাথে অনেক সামনে এগিয়ে গেছে; সেই সাথে আমাদের মাণ্ডলিক যে বির্বতন সেটাও কিন্তু সময়ের তালে তালে এগিয়ে যাচ্ছে। খ্রিস্টমণ্ডলী যুগের সাথে তাল মিলিয়ে

পরিবর্তিত হয়েছে, হচ্ছে এবং ভবিষ্যতেও হবে সেই সাথে আরও সহজ হবে যেন তা সবার কাছে গ্রহণীয় হয়। সেইসাথে আমি চাই যুগের সাথে তাল মিলিয়ে আমাদের ধর্মীয় কাজ, সামাজিক কাজ দ্রুততার সাথে এগিয়ে চলুক। আগে আমাদের সময় ল্যাটিন ভাষায় যখন খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ হতো, আমরা তখন কিছুই বুঝতাম না। আর এখন আমরা বাংলায় বলি, বুঝতে পারি। তো এভাবেই যুগের সাথে এই বিষয় গুলো এগিয়ে যাবে। আর মণ্ডলী যে পরিবর্তনশীল সেটা আমি আগেও বলেছি। মণ্ডলীতে আমাদের দরকার সঠিক নেতৃত্ব দান। বর্তমান মণ্ডলীর কাজে যাওয়ার জন্য যুব সমাজের অনেক অনিচ্ছা লক্ষ্য করা যায়। এই সব দুর্বলতা আমাদেরকে দূর করতে হবে, মণ্ডলীকে আরো শক্তিশালী করতে হবে। বর্তমান আমাদের মণ্ডলী স্ব-নির্ভর। আর এ স্ব-নির্ভর মণ্ডলীতে কর্মী দরকার। তাই আমাদের মণ্ডলীকে বাঁচিয়ে রাখতে হলে একটি বড় চ্যালেঞ্জ হলো- যুব সমাজকে অনুপ্রাণীত করতে হবে; বিশেষ করে আহ্বান জীবনে।

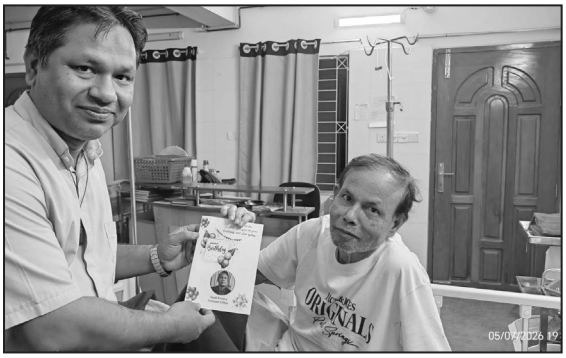

অসুস্থ সুনীল পেরেরা'র পাশে সাপ্তাহিক প্রতিবেশীর সম্পাদক।

৯. বাংলাদেশ মণ্ডলী বা খ্রিস্টান সমাজের জন্য আপনার পরামর্শ:

খ্রিস্টীয় সমাজে এখন অনেক বিভক্তি লক্ষণীয়। বিভিন্ন জনের বিভিন্ন মত। আমরা ভাগ হয়ে যাচ্ছি, একজন আরেকজনকে মানতে চাই না। এতে কিন্তু আমাদের অনেক ক্ষতি হচ্ছে। প্রতিটা সমাজেই এখন এরকম লক্ষ্য করা যায়। বিশেষভাবে লক্ষণীয় যে বিভিন্ন সমবায় সমিতিগুলোতে অনেক বিবাদ-দ্বিধা বিভক্ত। কিন্তু সবকিছুকে আমাদের একসাথে নিয়ে এনে জড়ো করতে হবে, এই বিভাজনগুলো এক করতে হবে। আর এক্ষেত্রে মণ্ডলীর কর্তৃপক্ষেরও সহায়তা দরকার। তারা সহায়তা করে যাবে কিন্তু আমরা নিজেরা নিজেদের স্বার্থে ভাগাভাগি হয়ে যাচ্ছি। যা আমাদের জন্য খুবই ক্ষতিকর দিক। এছাড়া বাইরের যারা আছে তারা আমাদেরকে ইনফ্লুয়েন্স করছে। আমাদের বিভিন্ন খ্রিস্টান সমবায় সমিতিগুলোতে অর্থ-সম্পদ লুটপাট হচ্ছে, পাচার হচ্ছে। আমাদের উচিত এগুলো বন্ধ করা। আর মণ্ডলীতেও আমাদের অনেক বিভাজন আছে। আর এই বিভাজনগুলোকে কিভাবে সমাধান করে এক করা যায়। কারণ যিশু আমাদের বলেন আমরা যেন সব সময় এক থাকি। পোপ মহোদয়ও চেষ্টা করছেন সর্বমণ্ডলী যেন এক মণ্ডলী হয়। আর আমাদের এই এক হওয়ার মধ্য দিয়েই ঈশ্বরের যে ইচ্ছা তা পরিপূর্ণ হবে।

আপনাকে অনেক ধন্যবাদ জানাই আপনার মূল্যবান পরামর্শ ও সময় দেবার জন্য। আপনার সুস্থতার জন্য আমাদের ও পাঠকদের প্রার্থনা থাকবে।

আমার পক্ষ থেকে ক্ষুদ্র বক্তব্য এইটুকুই। সাপ্তাহিক প্রতিবেশী, খ্রীষ্টীয় যোগযোগ কেন্দ্রকে আমি ধন্যবাদ জানাই আমার মত ক্ষুদ্র একজন লেখকের অনুভূতি গ্রহণ করার জন্য।

তোমরা আছ, তোমরা থাকবে, আমাদের হৃদয়ের মাঝে।

মে মাসে বিশ্ব মা দিবস পালিত হয়। যখন সবাই মাকে ভালবাসা জানায় তখন আমরা তোমাকে ভালবাসা জানাতে পারি না! তোমাদের হারানোর এ ব্যথা কাউকে বুঝানো যাবে না। প্রতিনিয়ত আছো তোমরা আমাদের প্রার্থনায় ভালোবাসায় যতদিন বেঁচে থাকব ততদিন তোমরা আমাদের প্রার্থনায় থাকবে।
বিশ্বাস করি তোমরা আমাদের জন্য সর্বদা প্রার্থনা করছো।
প্রিয় পাঠক আমার মায়ের মৃত্যুবার্ষিকী ১৬ মে, বাবার মৃতুবার্ষিকী ৩০ জুন, সকলেই প্রার্থনায় স্মরণ করবেন।
আমরা ভালো আছি আপনারাও ভাল থাকুন।

প্রয়াত জন দাড়িয়া
মৃত্যু : ৩০ জুন, ১৯৮৮ খ্রিস্টাব্দ
লক্ষ্মীবাজার ধর্মপল্লী

পরিবারের পক্ষে তোমার সন্তানেরা
মেরী তেরেজা বিশ্বাস
লক্ষ্মীবাজার ধর্মপল্লী

প্রয়াত আঞ্জেলা দাড়িয়া
মৃত্যু : ১৬ মে, ২০০০ খ্রিস্টাব্দ
লক্ষ্মীবাজার ধর্মপল্লী

বিজ্ঞ/১০৮/২৬

মঙ্গলবাণী প্রচার ও খ্রিস্টীয় সাক্ষ্যদানের শক্তিশালী মাধ্যম নাটক-থিয়েটার: পরিপ্রেক্ষিত বাণীদীপ্তি

বিন্দু রোজারিও

নাটক বা থিয়েটার হলো অভিনয়শিল্পের এমন একটি কাঠামো, যেখানে জীবন্ত অভিনেতারা মঞ্চে সরাসরি দর্শকদের সামনে কোনো কাহিনী, বাস্তব বা কল্পিত ঘটনা উপস্থাপন করেন। নাটক বলতে মূলত লিখিত পাণ্ডুলিপি বা দৃশ্যকাব্যকে বোঝায়, আর থিয়েটার হলো সেই নাটকটি মঞ্চে রূপায়নের সামগ্রিক আয়োজন। এটিকে মঞ্চনাটক নামেই আমরা সহজে বুঝি। দর্শকদের সামনে সরাসরি বা জীবন্ত অভিনয়ের মাধ্যমে মঞ্চে পরিবেশিত নাটকই হলো মঞ্চ নাটক। এতে সংলাপ, অভিনয়, আবহ সঙ্গীত, আলো এবং সেট ডিজাইনের মাধ্যমে একটি গল্প দর্শকদের সামনে উপস্থাপন করা হয়।

গত ১৩ ডিসেম্বর ২০২৫, শনিবার, ঢাকার আর্চবিশপ এবং বাংলাদেশ কাথলিক বিশপ সম্মিলনীর (সিবিসিবি) প্রেসিডেন্ট আর্চবিশপ বিজয় এন ডি'ক্রুজ আনুষ্ঠানিকভাবে বাংলাদেশে এই প্রথম খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের মধ্যে কেন্দ্রীয়ভাবে একটি নাট্যদল উদ্বোধন করেণ। নাট্যদলের নাম "বাণীদীপ্তি নাট্যদল"। এদিনে ঢাকাস্থ তেজগাঁও চার্চ কমিউনিটি সেন্টারে "রং তুলির জীবন" নাটকের সফল মঞ্চায়নের মাধ্যমে "বাণীদীপ্তি নাট্যদল" যাত্রা শুরু করে। নাটক "রং তুলির জীবন" (রচনা ও নির্দেশনায়: বিন্দু রোজারিও) বাণীদীপ্তি নাট্যদলের প্রথম এবং অত্যন্ত সফল একটি প্রযোজনা। নাট্যদল না হলে এমন একটি প্রযোজনা বাস্তবে চিন্তা করা ছিল দুরূহ ব্যপার।

সমাজ গঠনে নাট্যদল বা থিয়েটারের ভূমিকা অত্যন্ত সুদূরপ্রসারী ও তাৎপর্যপূর্ণ। নাটক কেবল বিনোদনের মাধ্যম নয়, বরং এটি সমাজ সচেতনতা, মূল্যবোধের বিকাশ এবং সামাজিক অসংগতি দূর করার একটি শক্তিশালী হাতিয়ার। নাট্যচর্চা মানুষের বিশেষ করে তরুণ প্রজন্মের মধ্যে সততা, সহভাগিতা, দয়া, দায়িত্ববোধ ও সহমর্মিতার মতো মানবিক গুণাবলি বিকাশে সহায়তা করে। সাম্প্রদায়িকতামুক্ত, সুস্থ সাংস্কৃতিক পরিবেশ তৈরিতে নাট্যদলগুলো কাজ করে এবং বিভিন্ন মতের মানুষকে একই প্ল্যাটফর্মে এনে সামাজিক সম্প্রীতি সুদৃঢ় করে। নাট্যচর্চার মাধ্যমে নাট্যকার, অভিনেতা, নির্দেশক ও নেপথ্য কারিগড়দের সৃজনশীল প্রতিভার বিকাশ ঘটে, যা সমাজকে উন্নত ও সমৃদ্ধ করে। একটি প্রগতিশীল ও সচেতন সমাজ গঠনে নাট্যদলের ভূমিকা অপরিসীম।

মঙ্গলবাণী ও খ্রিস্টীয় সাক্ষ্যদানের একটি শক্তিশালী মাধ্যম হলো নাটক বা থিয়েটার। মানুষের জন্য যা কিছু কল্যাণকর, মানুষের প্রতি ঈশ্বরের প্রেম, ভালোবাসা, করুণা এবং শান্তির শুভ সংবাদই হলো মঙ্গল বাণী বা ঈশ্বরের মঙ্গলের বার্তা। এই বাণী মূলত যিশু খ্রিস্টের মাধ্যমে মানবজাতির পরিত্রাণের কথা বলে। খ্রিস্টীয় সাক্ষ্যদান হলো যিশু খ্রিস্টের শিক্ষা, জীবনাদর্শ, জীবন, মৃত্যু এবং পুণরুত্থানের সুসংবাদ বা সুসমাচার যা অন্যের নিকট তুলে ধরার একটি প্রক্রিয়া। এটি কেবল মৌখিক প্রচার নয়, বরং নিজের জীবনে খ্রিস্টের আলো, প্রেম ও ভালোবাসার প্রতিফলন ঘটানো।

খ্রিস্টীয় মঙ্গলবাণী বা 'সুসমাচার' খ্রিস্টধর্মের মুল ভিত্তি, এটি কেবল যিশু খ্রিস্টের জীবনী নয়, বরং মানবজাতির মুক্তির বার্তা। এটি মানুষের প্রতি ঈশ্বরের নিঃশর্ত ভালোবাসার প্রমাণ, যা যিশুর আত্মত্যাগের মাধ্যমে প্রকাশ পেয়েছে। এটি বিশ্বাসীদের দৈনন্দিন জীবনে আধ্যাত্মিক দিকনির্দেশনা, শান্তি, আনন্দ এবং আশার আলো যোগায়। প্রেম, ক্ষমা, নম্রতা ও সেবার মনোভাব গড়ে তুলতে সাহায্য করে। সহজ কথায় এটি বিশ্বাসের কেন্দ্রবিন্দু, যা মানুষকে পাপ থেকে ফিরে আশা এবং ঈশ্বরের সান্নিধ্য লাভের পথ দেখায়।

সাধারণ অর্থে মঙ্গল বলতে মানুষের সার্বিক উন্নতি, সুস্থতা, সুখ এবং জীবনযাত্রার মানোন্নয়নের প্রচেষ্টাকে বোঝায়। কিন্তু খ্রিস্টীয় বিশ্বাস অনুসারে মঙ্গল মানে কেবল পার্থিব নয়, বরং আধ্যাত্মিক শান্তি, আনন্দ এবং ঈশ্বরের সান্নিধ্য লাভের পথ নির্দেশ করে। মানুষের জীবন জাগতিক (পার্থিব) ও আধ্যাত্মিক (আত্মিক) এই দুই ধারার সংমিশ্রণ। জাগতিক জীবন বলতে বোঝায় দৈনন্দিন প্রয়োজন, অর্থ-সম্পদ, সম্পর্ক ও ভোগবিলাস। অন্যদিকে আধ্যাত্মিকতা হলো আত্মোপলব্ধি, সৃষ্টিকর্তা বা ঈশ্বরের সাথে সংযোগ বা উচ্চতর চেতনার অন্বেষণ।

নৈতিকতার দুর্বলতা এবং সঠিক জ্ঞান বা শিক্ষার অভাবে সাধারণত মানুষ খারাপ কাজ বা পাপ কাজ করে। আবেগের নিয়ন্ত্রণহীনতা, পারিপার্শ্বিক প্ররোচনা, লোভ-লালসা এইসবই নৈতিকতার দুর্বলতা ও শিক্ষার অভাবের ফল। পাপ কাজে সাময়িক আনন্দ বা উত্তেজনা থাকলেও এর দীর্ঘমেয়াদী পরিণাম হয় ভয়াবহ। নাটক জীবনের কথা বলে, পরিণামের কথা বলে, উত্তোরণের কথা বলে, অন্ধকার থেকে আলোর পদ দেখায়, নাটক মানুষের জীবনেরই প্রতিচ্ছবি। নাটক মানুষের জীবনের এক অনন্য শিল্পমাধ্যম, যা বিনোদনের পাশাপাশি দৈহিক ও মানসিক স্বাস্থ্য উন্নয়নে ইতিবাচক ও গভীর প্রভাব ফেলে। অভিনয়ের মাধ্যমে আত্মপ্রকাশ এবং দর্শকের সুপ্ত আবেগের প্রকাশ–উভয় ক্ষেত্রেই এটি একটি শক্তিশালী হাতিয়ার।

নাটক মানুষের মানসিক চাপ এবং আবেগ নিয়ন্ত্রণে দারুণভাবে কার্যকর। অ্যারিস্টটলের তত্ত্ব অনুযায়ী, নাটকে ট্র্যাজেডি বা তীব্র আবেগপূর্ণ দৃশ্য দেখে দর্শকের মনের অবদমিত ভয়, করুণা বা রাগ প্রকাশ পায়, যা মানসিক ভারসাম্য ফিরিয়ে আনে। ভিন্ন চরিত্রের জুতোয় পা গলিয়ে (অভিনয় বা দৃশ্যপটের মাধ্যমে) দর্শক অন্যের দৃষ্টিভঙ্গি ও অনুভূতি বোঝার ক্ষমতা অর্জন করে, যা সহানুভূতি বাড়ায়। অভিনয় বা নাটক দেখার সময় মানুষের মনে ইতিবাচক প্রভাব ফেলে, যা কর্টিসোল (স্ট্রেস হরমোন) কমিয়ে মনকে শান্ত ও শিথিল করে। নাটকের বিভিন্ন জটিল পরিস্থিতির গল্প দর্শকদের জীবনের কঠিন সমস্যাগুলো ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে ভাবতে এবং সমাধানের পথ খুঁজতে শেখায়।

নাটকে অংশগ্রহণ (অভিনয়) বা নিবিড়ভাবে উপভোগ করার মাধ্যমে শরীরের জৈবিক প্রক্রিয়াগুলোতেও ইতিবাচক পরিবর্তন আসে। হাস্যরসাত্মক নাটক বা ভালো লাগা দৃশ্য দেখলে মস্তিষ্কে 'ফিল-গুড' হরমোন বা এন্ডোরফিন নিঃসৃত হয়, যা শরীরের ব্যথা বা মানসিক কষ্ট কমাতে সাহায্য করে। নাটকের নাট্যরূপ বা কাহিনী মোড় নেওয়ার সাথে সাথে দর্শকের হৃদস্পন্দন এবং আবেগের সাড়া ওঠানামা করে। এটি একটি সুস্থ মানসিক ব্যায়াম হিসেবে কাজ করে। অভিনয়শিল্পী বা নাট্যকর্মীদের সংলাপ মনে রাখা, সময় জ্ঞান এবং অভিনয়ের সময় পুরো মনোযোগ ধরে রাখতে হয়, যা মস্তিষ্কের কার্যকারিতা ও স্মৃতিশক্তি বাড়াতে সাহায্য করে। অভিনয়ে কণ্ঠের উত্থান-পতন, স্পষ্ট উচ্চারণ এবং শরীরের মুভমেন্ট শারীরিক সচেতনতা ও নিয়ন্ত্রণ বৃদ্ধি করে।

নাটক সমাজের অসংগতি, অন্যায় ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে কথা বলে, যা সুস্থ সমাজ গঠনে ইতিবাচক প্রভাব ফেলে। নাটকের

মহড়া বা প্রদর্শনী দলীয় কাজ, পারস্পরিক সহযোগিতা ও দায়িত্ববোধ শেখায়। নাটক কেবল বিনোদন নয়, বরং এটি একটি থেরাপির মতো কাজ করে–যা মানুষকে নতুন করে ভাবতে, সহানুভূতিশীল হতে এবং মানসিকভাবে সুস্থ থাকতে সাহায্য করে।

অনেক বিশেষজ্ঞ মনে করেন, আধুনিক নাটকের শুরু হয়েছিল প্রাচীন গ্রিসের মন্দিরগুলোতে ধর্মীয় আচারের অংশ হিসেবে। মধ্যযুগে ইউরোপে চার্চ বা গির্জার আচার অনুষ্ঠান থেকেই আবার আধুনিক নাটকের পুনর্জন্ম হয়। সাধারণ মানুষের কাছে বাইবেলের কাহিনী ও ধর্মের মুল বার্তাগুলো সহজভাবে তুলে ধরার প্রয়োজনীয়তা থেকেই মুলত নাটকের উদ্ভব ঘটে।

প্রাথমিক পর্যায়ে গির্জার যাজকরা ইস্টার (যিশুর পুনরুত্থান) এবং ক্রিসমাস (যিশুর জন্ম) উৎসবের সময় বাইবেলের বিশেষ ঘটনাবলি, সংলাপ ও অভিনয়ের মাধ্যমে উপস্থাপন করতে শুরু করেন। এগুলো ছিল লাতিন ভাষায় এবং মূলত চার্চের বেদি বা অল্টারের সামনে পরিবেশিত হতো। দশম শতাব্দীর দিকে ল্যাটিন গানে ছোট ছোট নাট্য সংলাপ যুক্ত করা হয়, যাকে 'ট্রপ' বা নাট্য উপাদান বলা হতো। এর মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত হলো কোয়াম কোয়েরিটিস, যা যিশুর সমাধির পাশে নারীদের আগমনের দৃশ্য তুলে ধরা হতো। এরপর ধীরে ধীরে ল্যাটিনের পরিবর্তে সাধারণ মানুষের কথ্য ভাষা ব্যবহার শুরু হয়, যাতে সবাই কাহিনীর মর্ম বুঝতে পারে।

নাটকের কাহিনী যখন আরো বিস্তৃত হতে থাকে, তখন গির্জার ভেতরে জায়গা না হওয়ায় এগুলো গির্জা চত্বরে বা প্রাঙ্গণে বা শহরের জনাকীর্ণ স্থানে নিয়ে আসা হয়। পরবর্তীতে গির্জার নিয়ন্ত্রণ থেকে বেরিয়ে নাটক সাধারণ মানুষের হাতে চলে আসে। বাইবেলের কাহিনী অবলম্বনে তৈরি হয় রহস্য নাটক, সাধুদের জীবনী নিয়ে অলৌকিক নাটক এবং এভাবেই আধুনিক নাটকের পূর্ণাঙ্গ রূপটি গড়ে ওঠে। সুতরাং ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান ও বাইবেলের দৃশ্যচিত্রায়ণের মাধ্যমেই চার্চে নাটকের জন্ম ও বিকাশ হয়েছিল।

মঞ্চ নাটকের সফলতার জন্য থিয়েটার হল এবং রিহার্সাল কক্ষ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দুটি উপাদান। একটি দর্শকদের সামনে নাটক উপস্থাপনের এবং অন্যটি অভিনেতাদের প্রস্তুতির জায়গা। থিয়েটার হল বা মঞ্চ হলো মূল স্থান যেখানে নাটকের কাহিনী জীবন্ত হয়ে ওঠে। এটি শিল্পীদের অভিনয়ের মাধ্যমে দর্শকদের সাথে সরাসরি যোগাযোগের সুযোগ করে দেয়। এখানে আলো, শব্দ এবং সাজ সজ্জা নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে দর্শককে নাটকের গভীরে নিয়ে যেতে নাটকের মেজাজ বা আবহ তৈরি করার জন্য যাবতীয় ব্যবস্থা থাকে। রিহার্সাল কক্ষ হলো এমন একটি স্থান যেখানে অভিনেতা ও কলকুশলীগণ নিয়মিত চর্চার সুযোগ পায় এবং নির্দেশকের নির্দেশনায় নাটকের খুঁটিনাটি বিষয়গুলো আয়ত্ত করতে পারেন।

বাংলাদেশে শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক বিকাশে খ্রিস্টান সমাজের অবদান সুদুরপ্রারী। খ্রিস্টান নাগরিকরা একটি ক্ষুদ্র সংখ্যালঘু সম্প্রদায়, তবু এদেশের শিক্ষা, সাংস্কৃতিক ও সামাজিক বিকাশে মিশনারী ও ব্যক্তি পর্যায়ের খ্রিস্টান নাগরিকদের অবদান উল্লেখযোগ্য। আমাদের নিজেদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, হাসপাতালসহ বিভিন্ন প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো রয়েছে। কিন্তু নাটকের জন্য একটি থিয়েটার হল ও রিহার্সাল কক্ষ নেই, এক্ষেত্রে আমাদের মনোযোগী হওয়ার প্রয়োজন রয়েছে বলে মনে করি।

বর্তমানে ভার্চুয়াল বা ডিজিটাল জীবনের নেতিবাচক প্রভাব, যেমন সামাজিক বিচ্ছিন্নতা, মানসিক অবসাদ, সাইবার আসক্তি এবং পারিবারিক সম্পর্কের দূরত্ব দূর করতে মঞ্চ নাটক আবার শক্তিশালী মাধ্যম হিসেবে ফিরে আসছে। যান্ত্রিক জীবনের একঘেয়েমি কাটিয়ে সরাসরি মানুষের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে অভিনয়ের মাধ্যমে সমাজ সচেতনতা তৈরিতে মঞ্চ নাটকের ভূমিকা অপরিসীম। ভার্চুয়াল জীবনের আচ্ছন্নতা থেকে মানুষকে বাস্তব জীবনে ফিরিয়ে আনতে একটি মানবিক ও শৈল্পিক প্রচেষ্টা হয়ে উঠেছে আজ মঞ্চ নাটক।

গল্প

স্বর্গের আলো

ডিকন নিশির গাব্রিয়েল রোজারিও সিএসসি

ছোট্ট খ্রিস্টান পল্লীটির নাম ছিল বেথানি। চারদিকে সবুজ মাঠ, নারকেল গাছ আর একটি পুরোনো গির্জা–সেন্ট মেরী চার্চ। সেই পল্লীতেই থাকত ডানিয়েল নামে এক তরুণ। শান্ত স্বভাবের ছেলে, কিন্তু তার ভেতরে ছিল গভীর এক শূন্যতা। ডানিয়েলের বাবা যোসেফ অনেক আগেই মারা গিয়েছিলেন। মা মার্থা মানুষের বাসার সকল কাপড় সেলাইয়ের কাজ করে সংসার চালাতেন। অভাবের কারণে ডানিয়েলের পড়াশোনা বেশি দূর এগোয়নি। তবু সে প্রায়ই গির্জার পেছনের নির্জন জায়গাটায় বসে আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকতো।

তার মনে সবসময় একটা প্রশ্ন জাগতো–

"মানুষ কেন আসে, যদি একদিন চলে যেতেই হয়?"

এক রবিবারের বিকেলে গির্জায় বিশেষ প্রার্থনা ছিল। ফাদার মাইকেল সেদিন যিশুর স্বর্গারোহণ নিয়ে কথা বলছিলেন। তিনি বললেন,

–"যিশু পৃথিবী ছেড়ে গিয়েছিলেন, কিন্তু তাঁর ভালোবাসা রয়ে গেছে মানুষের হৃদয়ে। তাই তিনি হারিয়ে যাননি।"

প্রার্থনা শেষে সবাই চলে গেলেও ডানিয়েল চুপচাপ বসে রইলো। দেয়ালে ঝোলানো ছবিতে সে দেখলো, যিশু আকাশের দিকে উঠছেন, আর শিষ্যরা বিস্ময়ে তাঁর দিকে তাকিয়ে আছে।

ফাদার মাইকেল ধীরে এসে পাশে বসলেন।

–"কী ভাবছো, ডানিয়েল?"

সে নিচু গলায় বললো,

–"ফাদার, মানুষ কি সত্যিই চলে যাওয়ার পরেও বেঁচে থাকে?"

ফাদার মৃদু হেসে বললেন,

–"যে মানুষ ভালোবাসতে জানে, সে কখনো পুরোপুরি হারিয়ে যায় না।"

কথাটা ডানিয়েলের হৃদয়ে গভীরভাবে গেঁথে গেলো।

তারপর থেকে সে বদলে যেতে শুরু করলো। আগে নিজের দুঃখ নিয়েই থাকতো, এখন অন্যের কষ্টও অনুভব করতো। বৃদ্ধ পিটার কাকার ঔষুধ এনে দিতো, ছোট্ট মেরিকে পড়াতো, অসুস্থ মানুষদের জন্য খাবার পৌঁছে দিতো।

ধীরে ধীরে পুরো পল্লীর মানুষ তাকে ভালোবাসতে শুরু করলো।

এক বর্ষার রাতে ভয়ংকর ঝড় উঠলো। নদীর পানি বেড়ে গ্রামের কয়েকটি ঘর ডুবে গেলো। চারদিকে চিৎকার আর আতঙ্ক।

ডানিয়েল এক মুহূর্ত দেরি করলো না। গির্জার পুরোনো নৌকাটা নিয়ে সে মানুষের সাহায্যে বেরিয়ে পড়লো। একের পর এক মানুষকে নিরাপদ জায়গায় পৌঁছে দিতে লাগলো।

শেষবার যখন সে ছোট্ট একটি মেয়েকে বাঁচাতে গেলো, তখন প্রচণ্ড স্রোতে নৌকাটি উল্টে গেলো।

পরদিন সকালে নদীর ধারে ডানিয়েলের নিথর দেহ পাওয়া গেলো।

পুরো বেথানি পল্লী শোকে স্তব্ধ হয়ে গেলো। মা মার্থা ছেলের মুখে হাত রেখে নীরবে কাঁদছিলেন। গির্জার ঘণ্টা ধীরে ধীরে বাজছিল।

কিন্তু সেই শোকের মাঝেও মানুষ অনুভব করল; ডানিয়েল যেন কোথাও হারিয়ে যায়নি। সে রয়ে গেছে মানুষের ভালোবাসায়, সাহায্যের স্মৃতিতে, আর সেই সাহসে, যা অন্যের জন্য নিজের জীবন দিতে শেখায়।

সেদিন সন্ধ্যায় ফাদার মাইকেল গির্জায় দাঁড়িয়ে ধীরে বললেন,

–"যিশু যেমন স্বর্গে গিয়েও মানুষের হৃদয়ে রয়ে গেছেন, তেমনি ডানিয়েলও আমাদের মাঝেই বেঁচে থাকবে।"

গির্জার রঙিন কাঁচে তখন শেষ বিকেলের আলো পড়ছিল। আর আকাশের দিকে তাকালে মনে হচ্ছিল কোথাও খুব ওপরে, শান্ত এক আলো এখনো জ্বলছে।

বাংলাদেশ মণ্ডলীতে যোগাযোগ সেবা কাজে নারীদের অংশগ্রহণ

সিস্টার লাইলী রোজারিও আরএনডিএম

যোগাযোগ শব্দটির অর্থের প্রকাশের মাধ্যমে এটির মাহাত্ম্য, কর্ম, ফলাফল অর্থাৎ সার্বিকদিক দিয়ে চিন্তা করলে বোঝা যায় এর গভীরতার অতলতায় রয়েছে এক ব্যাপক প্রসারতা। এই প্রসারতা আমাদের মধ্যে কিছু উপলব্ধি করার মতো তাড়না সৃষ্টি করে। প্রথমত আমরা কেন যোগাযোগ করি। কেন, এর মধ্যে উদ্দেশ্য কি? তবে হ্যাঁ ব্যক্তির ক্ষেত্রে তাৎক্ষণিকভাবে হয়ত আমরা বলতে পারি যে, কোন কিছুর বিষয়ে জানার জন্য আমরা যোগাযোগ করে থাকি। তবে যোগাযাগের ক্ষেত্রের যে প্রসারতা রয়েছে তার কাছে আমার এই অভিব্যক্তিটি হয়তো যতসামান্য।

যোগাযোগের ক্ষেত্র বিশেষে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় বাংলাদেশ মণ্ডলীতে নারীদের ভূমিকা প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবেই রয়েছে। পরিবার, সমাজ, মণ্ডলী, বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, শিক্ষা ব্যবস্থা এবং রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও নারীদের ভূমিকা রয়েছে। এসকল কর্মের কেন্দ্রবিন্দু হলো যোগাযোগ সৃষ্টি করা'সহ যোগাযোগের মাধ্যম হয়ে উঠা।

এই সৃষ্টি এবং মাধ্যম হওয়ার লক্ষ্যে অতীত থেকে বর্তমান বাস্তবতা পর্যন্ত নারীরা অনেক এগিয়ে। বিশেষভাবে পরিবারে সন্তান- সন্ততিকে সঠিক শিক্ষায় গড়ে তোলার জন্য তাদের সাথে বিভিন্ন ধরনের সংলাপ করতে হয়। এই সংলাপটি-ই হলো যোগাযোগ। একটি সন্তান তার পিতামাতার প্রতিচ্ছবি। কারণ তার শিক্ষা, আচরণ, মানবিক জ্ঞান, ধর্মীয় মূল্যবোধ এসবই সে পরিবার থেকে রপ্ত করে থাকে। তবে এক্ষেত্রে মায়ের ভূমিকা অনেক বেশিই প্রভাব ফেলে। একজন মা যখন তার সন্তানকে বিভিন্ন মূল্যবোধের আলোতে আলোকিত করেন তখন সন্তান এবং মায়ের মধ্যে যোগাযোগ সৃষ্টি হয় এবং মা হয়ে উঠে এর মাধ্যম।

বর্তমানে ধর্মীয়ভিত্তিতে যোগাযোগের বিভিন্ন কাজে সম্পৃক্ত হচ্ছে বাংলাদেশ মণ্ডলীর নারীরা। যেমন, বাংলাদেশ মণ্ডলীর আওতাভুক্ত বিভিন্ন কমিশনের মধ্য দিয়ে নারীরা তাদের দক্ষতার পরিচয় তুলে ধরছে। এই কমিশনগুলোর মধ্যে কর্মস্পৃহা বৃদ্ধিতে বিভিন্ন ধরনের কর্মশালার আয়োজন করা হয়, সেক্ষেত্রে প্রথমেই যোগাযোগের বিষয়টি আগে উত্থাপন করা হয়।

এছাড়া বর্তমানে নারীরা যোগাযোগ বা মিডিয়া জগতে অনেকটা এগিয়ে। সামাজিক যোগাযোগ এবং মিডিয়া প্লাটফর্মের বিস্তারের কারণে নারীদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি পেয়েছে। অনেকেই নারী উদ্যোক্তা হয়ে অর্থ উপার্জন করছে। নিজেদের পছন্দ অনুযায়ী সৃজনশীল কাজগুলো তারা যোগাযোগ মাধ্যমে প্রকাশ করছে।

লেখনীর আঁচড় যোগাযোগের একটি অন্যতম এবং উত্তম পন্থা । "খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্র" বাংলাদেশ মণ্ডলীর একটি ঐতিহ্যবাহী স্থান যেখান থেকে লেখনীর মধ্য দিয়ে খ্রিস্টীয় ভাবধারা বজায় রেখে বিশ্বের সকল মানুষের দ্বার প্রান্তে পৌছানো সম্ভব। প্রতিবেশী'র ছোট ছোট কলামে লেখনীর মধ্য দিয়ে অনেক নারী তাদের চিন্তা জগতের সীমানাকে সমৃদ্ধ করার সুযোগ পেয়েছেন। বাণীদীপ্তি তাঁরই একটি অন্যতম শাখা যেখান থেকে অনেক নারী তাদের ধর্মীয় সুরের মূর্ছনায় ঈশ্বরের সাথে মানুষের ঐশ যোগাযোগ বৃদ্ধিতে অবদান রেখেছেন।

ছোটবেলায় প্রাথমিক থেকে মাধ্যমিক স্কুল পর্যন্ত বিভিন্ন ধরনের ধর্মক্লাস, পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা বিষয়ক অনুষ্ঠান, প্রার্থনা অনুষ্ঠান, ধর্মীয় নাটক পরিচালনা, ধর্মীয় গান অনুশীলন এই বিষয়গুলো নারীদের পরিচালনার মধ্যেই ছিলো। এই ধরনের কাজের মধ্য দিয়ে তারা মণ্ডলীতে নিঃস্বার্থ সেবা দান করেছেন। এছাড়া ধর্মপল্লীভিত্তিক স্থানীয় পুরোহিতদের সাহায্যে বিবাহ সাক্রামেন্তের শিক্ষা দেওয়ার ক্ষেত্রে নারীদের ভূমিকা অতুলনীয়। এধরনের বিষয়গুলোর সাথে নারীদের সম্পৃক্ততার কারণে খ্রিস্টমণ্ডলী মাতৃত্বের মতো ভালোবাসায় সাধারণ খ্রিস্টভক্তদের ধারণ করে যাচ্ছে। এছাড়া এই বিষয়গুলো এমন ভাবেই পারস্পারিক যোগাযোগ বৃদ্ধি করে মানুষের মনে চিন্তার জগত সৃষ্টি করে, শিক্ষা ও সচেতনতা বৃদ্ধি করে। পারিবারিক বন্ধন দৃঢ় করে। পারস্পারিক সম্পর্কের যোগাযোগের ভিত্তিকে আরো আলোড়িত করে।

বর্তমানে মণ্ডলীতে খ্রিস্টান নার্সদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে অনেক খ্রিস্টান নার্স তাদের সেবা প্রদানের ফলে সফলতা অর্জন করেছেন। দিনান্তপর হয়তো আরো বৃদ্ধি পাবে। একজন নার্স তার সেবা কর্মের মধ্য দিয়ে একজন অসুস্থ ব্যক্তির সাথে যোগাযোগ বৃদ্ধি করে। কখন তার কি প্রয়োজন, নিয়মিত তার স্বাস্থ্যের যত্ন নেওয়াটাকে ও যোগাযোগ বলা যায়। অসুস্থ ব্যক্তির সর্বান্তকরণে কি প্রয়োজন কখন কি ঔষুধ দরকার সমস্ত কিছুই তার নখদর্পণে থাকতে হয়। কারণ একজন নার্স শুধু ঔষুধ দেন না বরং তিনি রোগীর সাথে কথা বলেন শুনেন, তাদের সাহস দেন। রোগী এবং নার্সের মধ্যে এটিই হলো যোগাযোগ প্রক্রিয়ার প্রধান অংশ।

প্রয়াত পুণ্যপিতা পোপ ফ্রান্সিস বলেছেন, "যোগাযোগের উদ্দেশ্য হওয়া উচিত মানুষকে একত্রিত করা, বিভাজন সৃষ্টি করা নয়। তাই সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমকে মিথ্যা প্রচার থেকে দূরে থাকতে হবে।" ঠিক তেমনিভাবে ,বাংলাদেশ মণ্ডলীতে যোগাযোগ সেবা কাজে নারীদের অংশগ্রহণের চলমান মাধ্যমগুলো আরো জোরালো হোক যেন এর মধ্য দিয়ে সত্যকে প্রচার এবং প্রসারের পথ আরো উন্মুক্ত হয়।

(১৭ নং পৃষ্ঠার বাকি অংশ)

ক্ষমতা, পদ ও পদবী প্রাধান্য দেই নাকি সেবাযত্নের মনোভাব লালনপালন করি?

৫. নির্জন প্রার্থনারত ঈশ্বর প্রেমিক

সাধু আন্তনী তাঁর জীবনে নির্জন প্রার্থনা এবং ঐশ করুণার উপর খুবই গুরুত্ব দিয়েছেন। তাঁর দৈনন্দিন জীবন ছিল একেবারে ঈশ্বরের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন এবং তাঁর খ্রিস্টীয় আদর্শকে বাস্তবায়িত করার প্রক্রিয়া। তাঁর প্রার্থনার মাধ্যমে বহু মানুষের জীবনে আশীর্বাদ আনেন। তাঁর জীবন আমাদের শেখায় যে, ঈশ্বরের প্রেম এবং করুণার মাধ্যমে আমরা সকলেই আশীর্বাদিত হতে পারি। সাধু আন্তনী ভুল শিক্ষা ও বিভ্রান্ত মতবাদের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছেন, কিন্তু কখনো ঘৃণা দিয়ে নয়। তিনি সত্য বলতেন প্রেমের সঙ্গে মমতা দিয়ে। তাঁর যত্ন ছিল এমন–যা মানুষকে আঘাত না করে পরিবর্তন বা জীবন রূপান্তরের পথে নিয়ে যায়।

খ্রিস্টীয় মূল্যবোধ হলো সত্য অনুসরণ ও সত্য বলা, কিন্তু ভালোবাসা হারানো নয়। আমাদের প্রেক্ষাপটে- বাংলাদেশে চলমান রাজনৈতিক অস্থিরতার সময়ে আমরা কীভাবে ঈশ্বরের আশীর্বাদ ও করুণা প্রার্থনা করি? আমি কি প্রার্থনায় ঈশ্বর প্রেম এবং কাজে মানব প্রেম প্রকাশ করছি? আমার কি পবিত্র খ্রিস্টযাগ ও খ্রিস্টপ্রসাদের প্রতি গভীর অনুরাগ রয়েছে?

উপসংহার: সাধু আন্তনীর জীবন আমাদের শেখায়– মূল্যবোধ অনুশীলন, ভালো থাকা, ভালোকিছু করা একটি শুধু অনুভূতি নয়, এটি একটি সিদ্ধান্ত; একটি জীবনধারা। তিনি বলতেন, 'ভালোবাসাহীন বিশ্বাস মৃত।' আসুন, ভালোবাসি, আশা করি এবং অপেক্ষা করি যাতে সাধু আন্তনীর মধ্যস্থতায় আমাদের জীবনে ঈশ্বরের আশ্চর্য কাজের সাক্ষী হতে পারি। আসুন, তাঁর মধ্যস্থতায় অবিরত প্রার্থনা করি এবং আমাদের দৈনন্দিন জীবনে খ্রিস্টীয় মূল্যবোধে যত্নের-সংস্কৃতির প্রচারক হতে পারি। পাদুয়ার সাধু আন্তনী, আমাদের জন্য প্রার্থনা কর। আমেন।

(বিশেষ দ্রষ্টব্য: গত বছর (২০২৫) ২৭তম প্রতিবেশী সংখ্যায় 'উন্নয়ন ভাবনা' ভুলবশত ২৬ ছাপা হয়েছে, যা ৩১ পড়তে হবে। এই অনিচ্ছাকৃত ভুলের জন্য আমরা আন্তরিকভাবে দুঃখিত)

উন্নয়ন ভাবনা

৩২

ডক্টর ফাদার লিটন এইচ গমেজ সিএসসি

পাদুয়ার সাধু আন্তনী: মূল্যবোধ প্রতিপালনে পথপ্রদর্শক

ভূমিকা: ধর্মগুরু পোপ ফ্রান্সিসের প্রকৃতি-পরিবেশ ও জীবন-জীবিকা সুরক্ষা বিষয়ক বিশ্বজনীনপত্র 'লাউদাতো সি' এর জোরালো আহ্বান ছিল "উদাসীনতার সংস্কৃতির বদলে খ্রিস্টীয় মূল্যবোধের আলোকে যত্নের-সংস্কৃতি প্রতিপালন করা।" পাদুয়ার সাধু আন্তনীর জীবন-আচরণ আমাদেরকে খ্রিস্টসমাজে আরো সম্পৃক্ত থাকতে, সেবাযত্ন করতে এবং ঈশ্বরের বাণী ঘোষণার মাধ্যমে খ্রিস্টীয় মূল্যবোধ লালনপালন করতে উদ্বুদ্ধ ক'রে থাকে। তিনি বর্তমান বাস্তবতায় খুবই প্রাসঙ্গিক একজন আদর্শ পথপ্রদর্শক, একজন মহান ধর্মপ্রচারক, একজন মহান সাধু, দরিদ্রের বন্ধু এবং মূল্যবোধের আলোকে যত্নের সংস্কৃতি গড়ার এক নিবেদিত প্রাণ প্রবক্তা। তিনি ১৫ আগস্ট, ১১৯৫ খ্রিস্টবর্ষে পর্তুগালের লিসবনে জন্মগ্রহণ করেন এবং ফ্রান্সিসকান ধর্মযাজক হিসেবে ১৩ জুন, ১২৩১ খ্রিস্টবর্ষে ইতালীর পাদুয়াতে পঁয়ত্রিশ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেছেন। এ জগতে তাঁর জীবনযাপন ছিল অল্প সময়ের কিন্তু ঈশ্বরের বাক্য অন্তরে প্রতিপালন ও প্রচারে অবদান ব্যাপক। ঈশ্বর ও মানব প্রেমিক আন্তনীর মৃত্যুর এগারো মাসের মধ্যে পোপ নবম গ্রেগরী তাঁকে ৩০ মে, ১২৩২ খ্রিস্টাব্দে সাধু শ্রেণিভুক্ত করেছেন। সাধু আন্তনীর জীবনের কিছু বিষয় আমরা অন্তরে অনুধাবন ও লালনপালন করতে পারি।

১. ঈশ্বরের বাক্যে জীবন রূপান্তরকারী প্রচারক

সাধু আন্তনী ঈশ্বরের বাক্যকে শুধু জ্ঞান হিসেবে নয় বরং জীবন রূপান্তরের নিরাময় শক্তি হিসেবে গ্রহণ করেছেন। তিনি ঈশ্বরের বাক্য হৃদয়ে গ্রহণ ও ঘোষণা করতেন যার ফলে সমাজে অবহেলিত মানুষও নিজেদের মূল্যবান হিসেবে ভাবত এবং মর্যাদা ফিরে পেত। তাঁর বাণী প্রচারে পাপীরা হয়েছে বিশ্বাসী, হতাশাগ্রস্থরা পেয়েছে আশা আর ভ্রান্ত শিক্ষার ধর্মদ্রোহীরা ফিরেছে খ্রিস্টের শিষ্য হিসেবে। একবার একদল ধর্মদ্রোহী তাঁর কথা শুনতে অনিহা প্রকাশ ক'রে, ফলে তিনি ইতালীর রিমিনি শহরের নদীতীরে দাঁড়িয়ে ঈশ্বরের বাক্য প্রচার করতে থাকেন। কথিত আছে হাজারো প্রজাতির মাছ মাথা উঁচু ক'রে তাঁর উপদেশ মনোযোগসহ শুনছিল এবং সুশৃঙ্খল আচরণে সৃষ্টিকূল ঈশ্বরের প্রশংসা করছিল। ফলে ধর্মদ্রোহীরা ঈশ্বর বিশ্বাস পুনরায় গ্রহণ ক'রে থাকে। এ অলৌকিক ঘটনায় প্রকাশ পায়- সৃষ্টিকর্তা, অপর মানুষ এবং সকল সৃষ্টি পরস্পরে সম্পর্কযুক্ত ভিত্তিতে গতিশীল। পরিবারের শিশু সন্তান, পথভ্রষ্ট যুব এবং প্রার্থনাবিমূখ ব্যক্তিদের নিকট আমরাও সাধু আন্তনী অনুসরণে ঈশ্বরের বাক্য শুনাতে পারি।

খ্রিস্টীয় মূল্যবোধ কাউকে তুচ্ছ ক'রে না, কাউকে বাদ দেয় না, সবাইকে ঈশ্বরের বাক্যের মাধ্যমে মর্যাদা দিতে শেখায়। আমাদের বাস্তব প্রেক্ষাপটে- আমরা কি ঈশ্বরের বাণী নিয়মিত পাঠ করি ও শুনি? পরিবারে নবাগত শিশু সন্তান, পথভ্রষ্ট যুব এবং প্রার্থনাবিমূখ ব্যক্তিদের নিকট আমরা কীভাবে ঈশ্বরের বাক্য বিশ্বাসসহ প্রচার করি?

২. ন্যায়পরায়ণ ও শান্তির প্রবক্তা

সাধু আন্তনী দরিদ্রদের কষ্ট উপেক্ষা করেননি। তিনি অন্যায্যতা, শোষণ ও অবিচারের বিরুদ্ধে সর্বদা বলিষ্ঠ প্রবক্তা ছিলেন। তাঁর কাছে দরিদ্ররা দানের বস্তু নয় বরং ভাই-বোন হিসেবে গণ্য ছিলেন। তাদের প্রাপ্য সম্পদ প্রদান, ঋণগ্রস্থ কারাবন্দিদের মুক্ত করা এবং দুর্নীতিগ্রস্থ সম্পদশালীদের এমনকি বিত্তবান যাজকদেরও গরীবের সম্পদ ফিরে দিতে প্রাবক্তিক ভূমিকা পালন করেছেন। ফলে পাদুয়ার নগর কর্তা ১৫ মার্চ, ১২৩১ খ্রিস্টবর্ষে ঋণে অভিযুক্তদের কারামুক্ত করতে একটি বিধিবদ্ধ নির্দেশনা জারি করেছিলেন। বেসরকারি সংস্থা ও সমবায় সমিতি থেকে আজ সমাজে অনেক দরিদ্র পরিবার ঋণের চাপে দিশেহারা, কেউ কেউ জমি হারায়, কেউ সন্তানদের উপযুক্ত শিক্ষাখরচ দিতে পারছে না। আজ তিনি নিশ্চয়ই বলতেন– "দরিদ্রকে সাহায্য করো, কিন্তু তাকে ঋণের ফাঁদে ফেলো না।" একবার তিনি এমন এক পরিবারের পাশে দাঁড়ান, যারা ধনী ও ক্ষমতাবানদের দ্বারা নিপীড়িত হচ্ছিল। ঝুঁকি থাকা সত্ত্বেও তিনি ন্যায়ের পক্ষে কথা বলেন। সাধু আন্তনী নিয়মিতভাবে গরীবদের রুটি বিতরণ, পক্ষাঘাতগ্রস্থদের নিরাময় এবং অসুস্থদের সেবার এক উত্তম দৃষ্টান্ত।

খ্রিস্টীয় মূল্যবোধ শিক্ষা দেয় নীরব দয়া নয়, বরং সাহসী সহমর্মিতা ও ন্যায়ভিত্তিক যত্ন প্রদান করতে হবে। প্রথমে, পরিকল্পিতভাবে জীবনমান উন্নয়ন ভিত্তিক ঋণ গ্রহণ করতে হবে, আর যারা ঋণের ভারী বোঝা নিয়ে চলছে যিশুর পবিত্র ক্রুশের দিকে তাকিয়ে মানবমর্যাদা ও জীবনের মূল্য অনুধাবন করতে হবে, ফলে ঋণের ভারী বোঝা থেকে সন্তানদের মুক্ত রাখতে সচেষ্ট থাকতে হবে। আমাদের বাস্তব প্রেক্ষাপটে- আমরা কীভাবে সহযোগিতার পাশাপাশি, আর্থিক প্রতিষ্ঠানে ঋণমুক্ত ন্যায়ভিত্তিক সমাজ ও ঋণ প্রদানের কাঠামোগত পরিবর্তনের পক্ষে দাঁড়াতে পারি?

৩. পরিবারে যত্নবান পালক

সাধু আন্তনী ছিলেন পরিবারের রক্ষক, শিশুদের সুরক্ষা, গৃহহারা মানুষের আশ্রয়, পিতামাতাদের পরামর্শদাতা এবং পারিবারিক আধ্যাত্মিক যত্নের একজন প্রতিপালক। তিনি পরিবারে একতা, বিশ্বাস ও শান্তি বিস্তারে পরামর্শ দান, খোঁজ-খবর নেওয়া, প্রার্থনা করা আর ছোট ছোট সহায়তা প্রদানে উদ্বুদ্ধ করতেন। আমাদের দেশের অসংখ্য মানুষ বিদেশে কাজ করতে যায়, নগরের শিল্পাঞ্চলে শ্রমিক হিসেবে কাজ ক'রে, একাকীত্ব ও অনিশ্চয়তা নিয়ে থাকে এবং কিছু কিছু পরিবার বিচ্ছেদ নিয়ে জীবন-যাপন করছে। আজ অনেক যুবক-যুবতী বেকারত্ব, মাদক, হতাশা ও অনিশ্চয়তার মধ্যে আছে। সমাজ প্রায়ই তাদের দোষ দেয়, কিন্তু খুব কমই তাদের পাশে দাঁড়ায়। যুবকদের শাসন নয় বরং দিকনির্দেশনা; দোষারোপ নয় বরং পরামর্শ দিতে পারি।

খ্রিস্টীয় মূল্যবোধ চর্চায় সাধু আন্তনী সত্য বলতেন ভালোবাসা দিয়ে। তিনি কাউকে দূরে ঠেলে দেননি। আমাদের প্রেক্ষাপটে- আমাদের ধর্মপল্লী ও প্রতিষ্ঠানে অভিবাসী ও শ্রমিক পরিবারগুলোর যত্নে কী ধরণের পালকীয় পরিকল্পরা আছে? আমরা কি হারিয়ে যাওয়া ভাইবোনদের ফিরে পেতে বিশ্বাসসহ প্রার্থনা করি?

৪. নম্রতা ও সরলতার আদর্শ ঈশ্বর সেবক

সংঘকর্তা আসিসি সাধু ফ্রান্সিস কর্তৃক দায়িত্বপ্রাপ্ত উপদেশ প্রদানকারী হিসেবে নিয়োগ পেয়েছিলেন সাধু আন্তনী। অসাধারণ জ্ঞান ও বক্তৃতার ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও তিনি ছিলেন অতি নম্র ও সরল। সংঘকর্তা কর্তৃক দায়িত্বপ্রাপ্ত ঈশ্বরের বাক্য প্রচারক হিসেবে তিনি ইতালী বলোনিয়া, ফ্রান্সের মন্টপেলিয়ার ও তুলুস বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেছেন। অন্যদিকে পোপ নবম গ্রেগরী তাঁকে 'আর্ক অফ দি টেস্টামেন্ট' উপাধি প্রদান এবং খ্রিস্টীয় পর্বদিবসের ধর্মোপদেশের জন্য নিয়োগ করেছিলেন। নম্রতা ও সরলতার সঙ্গে তিনি বলতেন–'আমি শিক্ষক নই, আমি ঈশ্বরের এক ক্ষুদ্র সেবক।' আমাদের সমাজে ক্ষমতা, পদ ও পদবী প্রাধান্য দেওয়া হয়। কিন্তু আন্তনী অনুধাবন করেছেন অহংকার দিয়ে নয় বরং নম্র হৃদয় দিয়েই যত্নের সংস্কৃতি গড়া যায়।

খ্রিস্টীয় মূল্যবোধ- ক্ষমতার প্রদর্শন নয় বরং মমতা থাকতে হবে, সেবাযত্নের মানসিকতা দরকার। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে- আমরা কি ধর্মপল্লী, সংগঠন, প্রতিষ্ঠান ও সমাজে

(বাকি অংশ ১৬ নং পৃষ্ঠায় পড়ুন...)

আলোচিত সংবাদ

মে মাসে অপরিবর্তিত থাকবে এলপি গ্যাসের দাম

মে মাসের জন্য ভোক্তা পর্যায়ে তরলীকৃত পেট্রোলিয়াম গ্যাসের (এলপিজি) দাম অপরিবর্তিত রাখা হয়েছে। রবিবার (১০) দাম অপরিবর্তিত রাখার এ ঘোষণা দিয়েছে বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরি কমিশন (বিইআরসি)। এদিন সন্ধ্যা ৬টা থেকেই নতুন দাম কার্যকর হবে বলে জানিয়েছে সংস্থাটি। এক বিজ্ঞপ্তিতে বিইআরসি জানায়, মে মাসের জন্য ১২ কেজি এলপিজি সিলিন্ডারের দাম ১ হাজার ৯৪০ টাকায় অপরিবর্তিত রাখা হয়েছে। এদিকে, রবিবার(১০) মে মাসের জন্য ভোক্তা পর্যায়ে ২ পয়সা বাড়িয়ে অটোগ্যাসের মূসকসহ দাম প্রতি লিটার ৮৯ টাকা ৫২ পয়সা নির্ধারণ করা হয়েছে। গত ২ এপ্রিল ভোক্তা পর্যায়ে ১৭ টাকা ৯৪ পয়সা বাড়িয়ে অটোগ্যাসের মূসকসহ দাম প্রতি লিটার ৭৯ টাকা ৭৭ পয়সা নির্ধারণ করা হয়। এর গত ১৯ এপ্রিল ভোক্তা পর্যায়ে ৯ টাকা ৭৩ পয়সা বাড়িয়ে অটোগ্যাসের মূসকসহ দাম প্রতি লিটার ৮৯ টাকা ৫০ পয়সা নির্ধারণ করে বিইআরসি।

https://www.bd-pratidin.com/economy/2026/05/03/1246291

হামের প্রাদুর্ভাব নিয়ে একাধিকবার অন্তর্বর্তী সরকারকে সতর্ক করেছে ইউনিসেফ

হামের প্রাদুর্ভাব নিয়ে ইউনিসেফ একাধিকবার অন্তর্বর্তী সরকারকে সতর্ক করেছে বলে জানিয়েছেন ইউনিসেফের ভারপ্রাপ্ত বাংলাদেশ প্রতিনিধি স্ট্যানলি গুয়াভুইয়া। তিনি বলেন, ইউনিসেফ অন্তর্বর্তী সরকারের উচ্চপর্যায়ের নেতৃত্বের সঙ্গে বৈঠক করেছে এবং প্রতিটি বৈঠকের পর আনুষ্ঠানিক চিঠির মাধ্যমে টিকার সম্ভাব্য ঘাটতি, রোগের প্রাদুর্ভাব, জটিলতা বৃদ্ধি এবং মৃত্যুহারের ঝুঁকি নিয়ে সতর্ক করেছে। স্ট্যানলি গুয়াভুইয়া একটি জাতীয় দৈনিককে দেওয়া সাক্ষাৎকারে এ কথা জানিয়েছেন। স্ট্যানলি গুয়াভুইয়া জানান, ১৯৭৪ খ্রিস্টাব্দে সম্প্রসারিত টিকাদান কর্মসূচি (ইপিআই) আন্তর্জাতিকভাবে চালু হওয়ার পর থেকেই ইউনিসেফ তাদের কাজের কেন্দ্রে টিকাদানকে রেখেছে। উদ্দেশ্য ছিল, প্রতিটি শিশু সে যেখানেই থাকুক, যেন জীবনরক্ষাকারী টিকা পায়। বাংলাদেশে ১৯৭৯ খ্রিস্টাব্দে ইপিআই চালুর পর থেকেই ইউনিসেফ সরকারকে ব্যাপক কারিগরি সহায়তা দিয়ে আসছে। ইউনিসেফ বিশ্বব্যাপী সরকারগুলোর সঙ্গে কাজ করে, যাতে প্রতিটি শিশু জীবনরক্ষাকারী টিকা পায়। এর জন্য তারা বৈশ্বিক ক্রয়ক্ষমতা, কারিগরি দক্ষতা এবং কমিউনিটি সম্পৃক্ততাকে একত্র করে। বাংলাদেশে এই অংশীদারত্ব বড় বড় সাফল্য এনে দিয়েছে, যার মধ্যে রয়েছে পোলিও নির্মূল, নতুন টিকা চালু এবং ধারাবাহিকভাবে টিকাদানের উচ্চ হার।

https://www.bd-pratidin.com/national/2026/05/05/1246982

পাঠ্যবইয়ে এবার কী কী পরিবর্তন আসছে

আগামী শিক্ষাবর্ষের (২০২৭) পাঠ্যবইয়ে ইতিহাস ও দক্ষতাভিত্তিক বিষয়গুলোতে পরিবর্তন আনতে যাচ্ছে সরকার। মাধ্যমিক স্তরে বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় এবং বাংলাদেশের ইতিহাস ও বিশ্বসভ্যতা বইয়ে নতুন কিছু বিষয় সংযোজনের পাশাপাশি কয়েকটি বইয়ে ব্যাপক পরিবর্তন করা হচ্ছে। এর মধ্যে ইতিহাস বিষয়ে মহান মুক্তিযুদ্ধের সেক্টরগুলোর বিস্তারিত বর্ণনা, ১৯৭৫ খ্রিস্টাব্দে ৭ নভেম্বরের ঘটনা এবং নব্বইয়ের গণ-অভ্যুত্থানে সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও বিএনপির চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার অবদান ও গুরুত্ব নতুন করে যুক্ত হচ্ছে। একই সঙ্গে আনন্দময় শিক্ষা, খেলাধুলা, সংস্কৃতি এবং কারিগরি শিক্ষার গুরুত্ব বাড়িয়ে নতুন বিষয় অন্তর্ভুক্ত ও পুরোনো বই পরিমার্জন করা হচ্ছে। এর মধ্যে ষষ্ঠ শ্রেণিতে আনন্দময় শিক্ষা এবং চতুর্থ শ্রেণিতে ক্রীড়া ও সংস্কৃতিবিষয়ক নতুন বই যুক্ত করা হচ্ছে। পাশাপাশি ষষ্ঠ শ্রেণির কর্ম ও জীবনমুখী শিক্ষাবিষয়ক বইয়ে কারিগরি শিক্ষার গুরুত্ব তুলে ধরে পরিবর্তন করা হচ্ছে। জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এনসিটিবি) সূত্রে এসব তথ্য জানা গেছে। আগামী জানুয়ারিতে শুরু হওয়া নতুন শিক্ষাবর্ষে শিক্ষার্থীরা বিনা মূল্যের এসব পাঠ্যবই হাতে পাবে।

https://www.prothomalo.com/education/3osz075fnt

হরমুজ পাড়ি দিতে ইরানের 'নতুন নিয়ম'

বিশ্ব জ্বালানি বাণিজ্যের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ জলপথ হরমুজ প্রণালিতে নতুন নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা চালু করেছে ইরান। বিশ্বের মোট অপরিশোধিত তেলের প্রায় এক-পঞ্চমাংশ হরমুজ প্রণালি দিয়ে পরিবাহিত হয়। ফলে এই জলপথে যেকোনো পরিবর্তন সরাসরি প্রভাব ফেলে বৈশ্বিক জ্বালানি বাজারে। গত ফেব্রুয়ারিতে ইরান যুদ্ধকালীন সময় থেকেই হরমুজ প্রণালি আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে উঠে আসে। যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের যৌথ হামলার কারণে প্রণালিটি বন্ধ করে দেওয়ার হুঁশিয়ারিও দিয়েছিল তেহরান। সেই পরিস্থিতিতে বিশ্বজুড়ে জ্বালানি সংকটের আশঙ্কা তৈরি হয়। তাই প্রণালিতে নিজেদের নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য নতুন আইনি ও নিরাপত্তা কাঠামো চালু করেছে ইরান। নৌপরিবহনবিষয়ক সাময়িকী 'লয়েডস লিস্ট'-এর তথ্য অনুযায়ী, 'পারস্য উপসাগর প্রণালি কর্তৃপক্ষ (পিজিএসএ)' দেওয়া তথ্যের আলোকে হরমুজ প্রণালি ব্যবহার করতে ইচ্ছুক সব জাহাজকে আগে অনুমতি নিতে হবে এবং টোল পরিশোধ করতে হবে। নতুন নিয়ম অনুযায়ী, জাহাজগুলোকে 'নৌযান তথ্য ঘোষণা' ফরম পূরণ করে জমা দেওয়া সহ জাহাজের মালিকানা, বীমা, ক্রু সদস্য, বহন করা পণ্য, কোন বন্দর থেকে যাত্রা শুরু হয়েছে, কোথায় যাবে– এরকম ৪০টিরও বেশি তথ্য দিতে হবে। সব তথ্য যাচাইয়ের পরই মিলবে চলাচলের অনুমতি।

https://www.bd-pratidin.com/international-news/2026/05/12/1249930

ট্রাম্পের জন্য ইরানের সঙ্গে সম্পর্ক ঝুঁকিতে ফেলবে না চীন: বিশ্লেষক

ইরান যুদ্ধের অবসানে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প চীনের কাছ থেকে বড় ধরনের সহায়তা আশা করলেও বাস্তবে বেইজিং সেই পথে হাঁটবে না বলে মনে করছেন বিশ্লেষকেরা। তাদের মতে, ইরানের সঙ্গে কৌশলগত সম্পর্ক নষ্ট করার ঝুঁকি নেবে না চীন। দোহার ইনস্টিটিউট ফর গ্র্যাজুয়েট স্টাডিজের গণমাধ্যম অধ্যয়ন বিভাগের অধ্যাপক মোহাম্মদ এলমাসরি কাতারভিত্তিক সংবাদমাধ্যম আল-জাজিরাকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে বলেন, ইরানের সঙ্গে চীনের কূটনৈতিক সম্পর্ক রাখাটা গুরুত্বপূর্ণ। চীন কিছুটা ক্ষতির মুখে পড়লেও বিশ্বের অনেক দেশের তুলনায় তারা এখনও বেশ উন্নত। হরমুজ প্রণালীতে অস্থিরতার কারণে জ্বালানি ও বাণিজ্য পরিবহনে ত্রুটি হলেও চীন বিকল্প পথ ও কৌশল খুঁজে নিতে সক্ষম হয়েছে। বিশ্লেষক এলমাসরি মনে করেন, চীন কখনওই ইরানের সঙ্গে বিদ্যমান সম্পর্ককে ক্ষতিগ্রস্ত করতে চাইবে না।

https://www.bd-pratidin.com/international-news/2026/05/13/1250354

ইন্টারনেট

সিস্টার অলি তজু এসসি

তীর্থ খুব মেধাবী ছাত্র, কিন্তু ইদানীং সে পড়াশোনার চেয়ে স্মার্টফোনেই বেশি সময় কাটায়। সে মনে করে ইন্টারনেটের দুনিয়ায় যা আছে সেটাই পরম সত্য। সে সারাদিন ভিডিও দেখত আর গেম খেলত। একদিন তীর্থ ইন্টারনেটে একটি বিজ্ঞাপন দেখল "একটি অ্যাপ ডাউনলোড করলেই তুমি হয়ে যাবে ক্লাসের সবচেয়ে বুদ্ধিমান এবং সব প্রশ্নের উত্তর পাবে।" লোভে পড়ে সে ওই অ্যাপটি ডাউনলোড করে। কিন্তু ডাউনলোড করার পর দেখা গেল অ্যাপটি আসলে ডিজিটাল গোলকধাঁধা। তারপর হঠাৎ ফোনের স্ক্রিন থেকে একটি আলো বেরিয়ে এসে তাকে এক ভার্চুয়াল জগতে নিয়ে গেল। হাজার হাজার তথ্যের পাহাড়ে সে হারিয়ে গেল, আর দেখল সেখানে বিড়াল উড়ছে, বাঘ খেলা করছে, আর ঘাসগুলো নীল রঙের যার কোনোটিই সত্য নয়। সেখানে সে এক বৃদ্ধ দাদুর দেখা পেল যার নাম ছিল ইন্টারনেট দাদু। সেই দাদুটি তাকে বলল, "তীর্থ, তুমি যদি সঠিক রাস্তা খুঁজে পেতে চাও তবে তোমাকে তিনটি সঠিক তথ্য দিতে হবে যা তুমি নিজের চোখে দেখেছ বা বইয়ে পড়েছ।" তীর্থ এবার খুব বিপদে পড়ল এবং চিন্তিত হয়ে পড়ল, কারণ সে তো আজকাল কোনো বই পড়েনা। অনেক কষ্টে মনে করার চেষ্টা করল যেটা নিজের চোখে দেখেছে, তারপর জানালার বাইরে তাকিয়ে বলল, ১. সূর্য পূর্ব দিকে ওঠে। এরপর বইয়ে যা পড়েছিল তা মনে করার চেষ্টা করে বলল, ২. গাছ আমাদের অক্সিজেন দেয়। এবার শেষ সত্যিটা হলো, ৩. মা-বাবার ভালোবাসা কোনো অ্যাপ দিয়ে কেনা যায় না। এই তিনটি সত্যি বলার সাথে সাথেই ডিজিটাল গোলকধাঁধা ভেঙে গেল এবং তীর্থ সেখান থেকে তার নিজের ঘরে ফিরে এলো। এবার সে বুঝতে পারল স্ক্রিনের ওপর যা দেখা যায় তার সবকিছু সত্যি নয়।

গল্পের শিক্ষা: *ইন্টারনেট জ্ঞানের ভান্ডার হতে পারে, কিন্তু অন্ধ বিশ্বাস নয়। ডিজিটাল জগৎ হলো আমাদের শেখার জন্য, ডুবে যাওয়ার জন্য নয়। স্ক্রিনের তথ্যের চেয়ে বাস্তব জীবনের অভিজ্ঞতা এবং বইয়ের জ্ঞান অনেক বেশি মূল্যবান।*

ভালোবাসার মা

প্লাবন স্কট গ্রেগরী

গ্রামের এক কোণে ছিল একটি পুরোনো বটগাছ। গাছটি যেন পুরো গ্রামের ছাতা। রোদে ক্লান্ত পথিক তার ছায়ায় বিশ্রাম নিত, ঝড়ে ভীত পাখিরা তার ডালে আশ্রয় খুঁজে পেত। সবাই তাকে "মা-বট" বলে ডাকত। সেই গ্রামেরই এক ছেলে ছিল নীল। ছোটবেলায় সে প্রতিদিন বটগাছের নিচে খেলত। তার নিজের মা ছিল খুব গরিব, কিন্তু ছেলের জন্য তার ভালোবাসা ছিল নদীর মতো গভীর। সকালে নিজে না খেয়ে নীলকে ভাত খাইয়ে দিত, রাতে ছেঁড়া শাড়ির আঁচলে বাতাস করে ঘুম পাড়াত।

একদিন নীল বড় হয়ে শহরে চলে গেল। শহরের আলো তাকে বদলে দিল। সে ধীরে ধীরে ভুলে গেল গ্রামের মাটির গন্ধ, ভুলে গেল মায়ের কুঁচকে যাওয়া হাত। বহু বছর পরে এক ঝড়ের রাতে নীল গ্রামে ফিরল। সে দেখল, সেই বিশাল বটগাছটি অর্ধেক ভেঙে গেছে। তবুও তার ছায়ার নিচে কয়েকজন পথিক নিরাপদে বসে আছে। আর পাশে বসে আছে তার বৃদ্ধ মা, হাতে একটি কুপির আলো। মা হেসে বললেন, "দেখেছিস নীল, বটগাছটা ভেঙেও ছায়া দিতে ভুলে না। মা-ও তেমনই।" নীলের মনে হলো, তার মা যেন সেই বটগাছেরই আরেক রূপ–ঝড়ে ভাঙে, তবুও আশ্রয় দেয়; কষ্টে শুকিয়ে যায়, তবুও ভালোবাসা ফুরায় না। সেদিন রাতের ঝড় থেমে গেলে আকাশে চাঁদ উঠল। আর নীল বুঝল, পৃথিবীতে মায়ের ভালোবাসাই একমাত্র আলো, যা কখনো নিভে যায় না।

জন্মদাত্রী

সপ্তর্ষি

সুখের জীবন কাটাতে গিয়ে
ভুলে যাই মা আমি তোমাকে
তুমি হলে মা সংসারের রাণী
তবুও থাকো সদা হয়ে চাকরাণী।
আমার চোখে জল দেখে তুমি
কষ্ট পাও মা অনেকে বেশী
অনেক খুশি থাকো মা তুমি
যখন দেখ সুখে আছি আমি।
তোমার মত আদর যতন
করে না কভু এই ত্রিভুবন
সবার চেয়ে আপন যেজন
জন্মদাত্রী মা তুমি আপন।

মা থাকে

দিলীপ ভিনসেন্ট গমেজ

মা আমার
মনের গহীনে
মা আমার
চোখের তারায়।
মা আমার
রক্তের কণিকায়
মা আমার
খোলা নীল আকাশে।
মা আমার
কাক ডাকা ভোরে
ঘুম ভাঙ্গাতে এসে দাঁড়ায়
ঘরের দরজার সামনে।
মা আমার
দুপুর বেলা
গরম ভাতের দলা নিয়ে
রান্না ঘরে বসে।
মা আমার
সন্ধ্যেবেলা কুপি বাতি জ্বেলে
একমনে ডাকতে থাকে
খোকা, তুই কইরে ঘরে ফিরে আয়!
পৃথিবীর চিরন্তন নিয়মে
দিন ফুরিয়ে রাত আসে
ফুরিয়ে যায় সবকিছু
কিন্তু মা থাকে শুধু আমার হৃদয়ে।

বোর্ণীতে ফাদার আঞ্জেলো কান্তন ক্রেডিট ভবনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন

প্রতীক রোজারিও: 'স্বপ্ন এখন বাস্তবের পথে'– মূলসুরকে সামনে রেখে উৎসবমুখর পরিবেশে অনুষ্ঠিত হলো প্রয়াত ফাদার আঞ্জেলো কান্তন পিমে ক্রেডিট ভবনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন। ২৪ এপ্রিল ২০২৬ খ্রিস্টাব্দে এক জমকালো আয়োজনের মধ্য দিয়ে এই ঐতিহাসিক যাত্রার সূচনা হয়।

অনুষ্ঠানের শুরুতে উদ্বোধনী নৃত্যের মাধ্যমে অতিথিদের বরণ করে নেওয়া হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিশপ জের্ভাস রোজারিও। এছাড়াও বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পালপুরোহিত ফাদার আন্তনী হাঁসদা, ফাদারগণ, উপজেলা ক্রেডিটের চেয়ারম্যান ও সেক্রেটারি, ক্রেডিট ইউনিয়নের চেয়ারম্যান ক্যান্টন বার্নাবাস রোজারিও, ভাইস চেয়ারম্যান শ্যামল হিউবার্ট কস্তা, সেক্রেটারি পরিমল কস্তা, ঢাকাস্থ বোর্ণী ক্রেডিটের সভাপতি সুকুমার কোড়াইয়া ও উপদেষ্টা মণ্ডলী।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে বিশপ জের্ভাস রোজারিও বলেন, এই ক্রেডিট ইউনিয়নের মাধ্যমে সদস্যদের পথচলা আরও সহজ ও সমৃদ্ধ হবে। ভবন নির্মাণের প্রতিটি ধাপ যেন শুভ ও কল্যাণকর হয়, সেই প্রার্থনা করি। বক্তব্য শেষে বিশপ মহোদয়, ক্রেডিটের চেয়ারম্যান, সেক্রেটারি ও অন্যান্য অতিথিবৃন্দ ফিতা কেটে এবং শান্তির প্রতীক কবুতর উড়িয়ে ভবনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন।

ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন পরবর্তী আলোচনায় চেয়ারম্যান বার্নাবাস রোজারিও আবেগঘন কণ্ঠে বলেন, এতদিন আমাদের নিজস্ব কোনো ভবন ছিল না। আজ আমাদের দীর্ঘদিনের লালিত স্বপ্ন বাস্তবের পথে। নিজস্ব ভবন নির্মাণের এই যাত্রায় আমরা অত্যন্ত আনন্দিত ও গর্বিত।

এরপর ভাইস চেয়ারম্যান শ্যামল হিউবার্ট কস্তা ভবনের নকশা ও নির্মাণ পরিকল্পনা সবার সামনে তুলে ধরেন। আধুনিক এই অবকাঠামোগত পরিকল্পনা দেখে উপস্থিত সদস্য এবং যুবক-যুবতীরা তাদের ইতিবাচক মতামত এবং সন্তুষ্টি প্রকাশ করেন।

তথ্যসূত্র: বরেন্দ্রদূত

বনপাড়াতে অনুষ্ঠিত হলো বিশ্ব মা দিবস

ফাদার আলবার্ট বকুল ক্রুজ: বনপাড়া ধর্মপল্লীতে অনুষ্ঠিত হলো বিশ্ব মা দিবস। ১০ মে অনুষ্ঠিত এ দিবসের মূলসুর ছিল "ভবিষ্যত প্রজন্মের জন্য মাতৃত্বের সেবা ও যত্ন"। সকালে মায়েদের কল্যাণ কামনা করে খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করা হয়। খ্রিস্টযাগে পৌরোহিত্য করেন বনপাড়া ধর্মপল্লীর পাল-পুরোহিত ফাদার দিলীপ এস. কস্তা।

উপদেশে ফাদার দিলীপ এস. কস্তা বলেন, এই বিশেষ দিনে মায়েদের শুভেচ্ছা জানাই। তবে আমরা শুধু আজকের দিনেই মায়েদের আনুষ্ঠানিক শুভেচ্ছা জানিয়ে মায়েদের অবদানকে সীমিত করে ফেলি। মায়ের প্রতি ভালবাসা ও সম্মান যেন প্রতিদিনই অনুভূত হয়। একটি নির্দিষ্ট দিনে যেন তা সীমাবদ্ধ করে না ফেলি।

মায়েদের অংশগ্রহণে ছিলো আনন্দ শোভাযাত্রা। এরপর মিশন মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয় আলোচনা সভা। এ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পাল-পুরোহিত ফাদার দিলীপ এস. কস্তা, পালকীয় পরিষদের সহ-সভাপতি, সেক্রেটারি, বনপাড়া ক্রেডিটের চেয়ারম্যানসহ প্রায় ১৬০ জন মা। মূলসুরের উপর আলোচনা, মায়েদের অংশগ্রহণে নৃত্য, গান, কবিতা ও অভিনয়ের মধ্যদিয়ে অনুষ্ঠান সমাপ্ত হয়।

তথ্যসূত্র: বরেন্দ্রদূত

বলিপাড়া প্যারিশে শিক্ষক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত

ফাদার সুশীল সোরেন সিএসসি: ১৬-২১ মার্চ, ২০২৬ খ্রিস্টাব্দে বলিপাড়া প্যারিশের বিভিন্ন গ্রামের শিক্ষকদের নিয়ে বলিপাড়া প্যারিশ প্রাঙ্গণে শিক্ষক প্রশিক্ষণ ও কর্মশালার আয়োজন করা হয়। এই প্রশিক্ষণে উপাসনা পদ্ধতি, প্রার্থনা, বাইবেল, শিক্ষণ পদ্ধতি এবং সমাজ শিক্ষা বিভিন্ন বিষয়বস্তু নিয়ে আলোচনা করা হয়। উক্ত প্রশিক্ষণে ৩০ জনেরও বেশি শিক্ষক অংশগ্রহণ করেন। প্যারিশের ফাদার, সিস্টার, সচিব, ধর্মশিক্ষক, একজন নার্স এবং একজন ক্যারেটাস প্রতিনিধি এই অধিবেশনগুলো পরিচালনা করেন। প্যারিশের যাজক ফাদার শীতল রোজারিও সিএসসি, সকল অংশগ্রহণকারীকে তাদের সক্রিয় অংশগ্রহণের জন্য ধন্যবাদ জানান এবং তাদের অব্যাহত সহযোগিতার জন্য উৎসাহিত করেন। অনুষ্ঠানের শেষে সকল অংশগ্রহণকারীকে সনদপত্র প্রদান করা হয়।

তথ্যসূত্র: চট্টগ্রাম আর্চডায়োসিস নিউজ সার্ভিস

নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি

নীড়
রিসোর্ট এন্ড রেস্টুরেন্ট

দি মেট্রোপলিটান খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ হাউজিং সোসাইটি লিঃ-এর নীড় রিসোর্ট এন্ড রেস্টুরেন্ট একটি আয়বর্ধকমূলক অঙ্গ প্রতিষ্ঠান। গাজীপুর সিটি কর্পোরেশনের ডেমরপাড়ায় অবস্থিত রিসোর্টটি ইতিমধ্যে সুনামের সঙ্গে কার্যক্রম পরিচালনায় এগিয়ে যাচ্ছে। নীড় রিসোর্ট এন্ড রেস্টুরেন্টের পরিধি আরও ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি ফলে নিম্নোক্ত পদসমূহে একাধিক দক্ষ ও পরিশ্রমী জনবল নিয়োগ দেয়া হবে।

ক্র.নং	পদের নাম	মূল দায়িত্ব	যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা
১	অপারেশন ম্যানেজার	রিসোর্টের সকল বিভাগের কার্যক্রম তদারকি, SOP বাস্তবায়ন এবং মুনাফা নিশ্চিত করা।	মাস্টার্স/স্নাতক এবং ৭-১০ বছরের অভিজ্ঞতা (৩ বছর সিনিয়র রোলে)
২	ম্যানেজার (F&B)	F&B অপারেশন পরিচালনা, খরচ নিয়ন্ত্রণ এবং মান নিশ্চিত করা।	মাস্টার্স ডিগ্রি এবং ৫ বছরের অভিজ্ঞতা
৩	অ্যাকাউন্টস ও অ্যাডমিন ম্যানেজার	বাজেট, ফিন্যান্সিয়াল রিপোর্ট এবং প্রশাসনিক কাজ তদারকি।	এমবিএ (ফিন্যান্স/অ্যাকাউন্টিং) এবং ১০ বছরের অভিজ্ঞতা
৪	সিকিউরিটি ইন-চার্জ	রিসোর্টের সম্পদ রক্ষা এবং নিরাপত্তা প্রোটোকল বাস্তবায়ন করা।	ন্যূনতম এসএসসি এবং ৩ বছরের সংশ্লিষ্ট অভিজ্ঞতা
৫	এক্সিকিউটিভ-ফ্রন্ট অফিস	অতিথিদের অভ্যর্থনা, ফোন কল পরিচালনা এবং প্রশাসনিক সহায়তা।	স্নাতক ডিগ্রি এবং ৩ বছরের অভিজ্ঞতা
৬	হাউসকিপিং ইন-চার্জ	পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রম তদারকি এবং স্টাফদের ট্রেনিং প্রদান	ন্যূনতম এসএসসি এবং ৩ বছরের অভিজ্ঞতা
৭	বাবুর্চি (Cook)	রেসিপি অনুযায়ী খাবার রান্না এবং রান্নাঘরের হাইজিন বজায় রাখা	এইচএসসি পাস এবং রান্নার কাজে ৫ বছরের অভিজ্ঞতা।
৮	অ্যাসিস্ট্যান্ট কুক	প্রধান বাবুর্চিকে খাদ্য প্রস্তুতি এবং রান্নাঘরের কাজে সহায়তা করা।	এসএসসি পাস; রান্নার কাজে আগ্রহ ও ৩ বছরের অভিজ্ঞতা
৯	ওয়েটার (Waiter)	অতিথিদের সেবা প্রদান, অর্ডার নেওয়া এবং খাবার পরিবেশন।	এইচএসসি পাস এবং সংশ্লিষ্ট কাজে ২ বছরের অভিজ্ঞতা।
১০	হাউজকিপিং রুম অ্যাটেনডেন্ট	গেস্ট রুম ও পাবলিক এরিয়া পরিষ্কার এবং স্যানিটাইজ করা।	ন্যূনতম এসএসসি এবং ২-৩ বছরের অভিজ্ঞতা
১১	ডিশওয়াশার/কিচেন স্টুয়ার্ড	থালা-বাসন পরিষ্কার রাখা এবং রান্নাঘরের পরিচ্ছন্নতা নিশ্চিত করা	২ বছরের অভিজ্ঞতা
১২	সুইমিং পুল অপারেটর	পুলের পানি ও কেমিক্যাল নিয়ন্ত্রণ এবং গেস্টদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা	সংশ্লিষ্ট কাজে ২ বছরের অভিজ্ঞতা ও লাইফগার্ড অভিজ্ঞতা থাকলে অগ্রাধিকার দেয়া হবে।
১৩	মালি (Gardener)	বাগান ও ল্যান্ডস্কেপের রক্ষণাবেক্ষণ এবং গাছের পরিচর্যা করা	প্রাথমিক শিক্ষা; হর্টিকালচার বা ল্যান্ডস্কেপিংয়ে অভিজ্ঞতা
১৪	ইলেক্ট্রিশিয়ান ও প্লাম্বার	ইলেকট্রিক ও প্লাম্বিং সিস্টেমের রক্ষণাবেক্ষণ ও মেরামত	সংশ্লিষ্ট কাজে ৫ বছরের অভিজ্ঞতা ও কারিগরি দক্ষতা
১৫	ক্লিনার/জেনিটর	ইনডোর ও আউটডোর পরিষ্কার রাখা এবং আবর্জনা অপসারণ	ন্যূনতম ১ বছরের অভিজ্ঞতা।

আগ্রহী ও যোগ্য প্রার্থীদের আগামী **১৫ জুন ২০২৬ খ্রিষ্টাব্দ** তারিখের মধ্যে জীবনবৃত্তান্ত ও পদ উল্লেখ করে আবেদনপত্র সহ **career@mcchsl.org** ই-মেইলের মাধ্যমে প্রেরণ করার অনুরোধ করা যাচ্ছে। এছাড়াও সোসাইটির প্রধান কার্যালয় **'আর্চবিশপ মাইকেল ভবন' ১১৬/১, মনিপুরীপাড়া, তেজগাঁও, ঢাকা-১২১৫** ঠিকানায় রক্ষিত বক্সে চাকুরির আবেদনপত্র জমা দেয়া যাবে। খামের উপর পদের নাম সঠিকভাবে উল্লেখ করতে হবে।

জেমস ডি' রোজারিও
পরিচালক, অর্থ ও প্রশাসন
ব্যবস্থাপনা কমিটি, দি এমসিসিএইচএস লিঃ

বিজ্ঞ/১০৬/২৬

NOTRE DAME UNIVERSITY BANGLADESH
CAREER OPPORTUNITY

Notre Dame University Bangladesh (NDUB) invites applications from competent, dynamic, qualified, and self-motivated individuals to fill the following positions:

Positions	Requirement and Competencies
Assistant Professor in Computer Science and Engineering (CSE) **Position: 02**	B.Sc. (Honors) and M.Sc. in CSE from any reputed university with at least CGPA 3.5 in all level. Candidate should have minimum 5 years of university-level teaching experience, including at least 3 years as a Lecturer; and at least 3 peer-reviewed publications as the first author. Candidates should have professional experience in both software and hardware systems, with expertise in microprocessor programming, embedded systems, web development technologies, and mobile application development. Applicants should also demonstrate strong expertise in their area of specialization. Experience with Outcome-Based Education (OBE) curriculum design is preferred. A proven research record, along with excellent communication and interpersonal skills, is required. Candidates holding a foreign degree will be given preference
Lecturer in Computer Science and Engineering (CSE) **Position: 03**	B.Sc. (Honors) and M.Sc. in CSE from any reputed university with at least CGPA 3.5 in all level. Teaching experience at university level especially with OBE curriculum and publications will be given priority.
Assistant Professor in Microbiology **Position: 01**	B.Sc. (Honors) and M.Sc. in Microbiology from any reputed university with at least CGPA 3.5 in all level. Candidate should have 6 years of university-level teaching experience and at least 4 publications. Need to have specialization in any one of the following areas: Bioinformatics/ Food & Environmental Microbiology/ Medical Microbiology/ Molecular Microbiology/ Immunology/ Virology/ Microbial Biotechnology. Candidates holding a foreign degree and Ph.D., Teaching/ Research experience at the University level, publication in reputed journals, and supervision of undergraduate/ graduate students will be given preference.
Lecturer in Microbiology **Position: 01**	B.Sc. (Honors) and M.Sc. in Microbiology from any reputed university with at least CGPA 3.5 in all level. Candidate should have a thesis in any one of the following areas: Bioinformatics/ Food & Environmental Microbiology/ Medical Microbiology/ Molecular Microbiology/ Immunology/ Virology/ Microbial Biotechnology. Teaching/ research experience at the University level, publication in reputed journals, and supervision of undergraduate/graduate students are preferred

Salary will be paid as per the NDUB Pay Scale (for exceptional and experienced candidates, the salary may be negotiable). Eligible and interested candidates with the requisite qualifications are invited to apply with a cover letter, complete CV, the names of two referees, two passport-size photographs, NID copy and attested copies of all educational and experience certificates to the Registrar, Notre Dame University Bangladesh, 2/A, Arambagh, Motijheel, Dhaka-1000, or apply online at hr@ndub.edu.bd by 19 May 2026. Only short-listed candidates will be called for an interview. Incomplete applications will not be considered, and the authority reserves the right to reject any application or to cancel or postpone the recruitment process for any reason whatsoever.

NDUB is an equal opportunity employer and maintains a zero-tolerance policy regarding sexual harassment.

বিজ্ঞ/১০৫/২৬

"তোমরা জগতের সর্বত্র যাও বিশ্বসৃষ্টির কাছে ঘোষণা কর মঙ্গলসমাচার"। (মার্ক ১৬: ১৫)

স্নেহের বোনেরা,

পবিত্র ক্রুশ ভগিনী সংঘের পক্ষ থেকে তোমাদের প্রতি রইল খ্রিস্টীয় শুভেচ্ছা ও আশীর্বাদ। তোমরা নিশ্চয় তোমাদের জীবন আহ্বান নিয়ে ভাবছো? তোমরা কি পবিত্র ক্রুশ ভগিনী সংঘের সদস্যা হয়ে জনগণ তথা ঈশ্বরের জন্য কাজ করতে চাও? পবিত্র ক্রুশ ভগিনীগণ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে মঙ্গলবাণী প্রচার ও বিভিন্ন সেবাকাজের মধ্যদিয়ে সবার কাছে মঙ্গলবাণীর সাক্ষ্য বহন করে যাচ্ছে।

বাংলাদেশ পবিত্র ক্রুশ ভগিনী সংঘ প্রতি বছরের মতো এই বছরও "এসো দেখে যাও" প্রোগ্রামের দিন ও তারিখ নির্ধারণ করেছেন। আগামী ২৪ - ২৮ জুন, ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত ঢাকার তেজগাঁও ধর্মপল্লীর তেজকুনিপাড়ায় অবস্থিত পবিত্র ক্রুশ প্রার্থীগৃহ মেরীয়ান ট্রিজায় অনুষ্ঠিত হবে। স্নেহের বোনেরা তোমরা যারা এসএসসি, এইচএসসি কিংবা কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ে পরীক্ষা দিয়েছ এবং ব্রতীয় জীবনে যোগদান করতে ইচ্ছুক সে সকল আগ্রহী বোনদের নিম্ন ঠিকানায় যোগাযোগ করার জন্য আহ্বান করছি।

যোগাযোগের ঠিকানা

সিস্টার মারীয়া লতিকা পালমা, সিএসসি
আহ্বান সমন্বয়কারী
তেজগাঁও, ঢাকা-১২১৫
মোবাইল : ০১৮৩১৫৯২১১৯

বিজ্ঞ/১০৪২৬

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী'র বিজ্ঞাপনের হার

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী'র পক্ষ থেকে সকল গ্রাহক, পাঠক ও বিজ্ঞাপনদাতাদের জানাই শুভেচ্ছা। বিগত বছরগুলো আপনারা প্রতিবেশীকে যেভাবে সমর্থন, সাহায্য-সহযোগিতা করেছেন তার জন্য আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানাই। প্রত্যাশা রাখি এ বছরও আপনাদের প্রচুর সমর্থন পাবো।

১. শেষ কভার		
ক) পূর্ণ পাতা (৪ রঙ্গা ছবিসহ)	=	১২,০০০/- (বার হাজার টাকা মাত্র)
খ) অর্ধেক পাতা (৪ রঙ্গা ছবিসহ)	=	৬,০০০/- (ছয় হাজার টাকা মাত্র)
২. শেষ ইনার কভার		
ক) পূর্ণ পাতা (৪ রঙ্গা ছবিসহ)	=	১০,০০০/- (দশ হাজার টাকা মাত্র)
খ) অর্ধেক পাতা (৪ রঙ্গা ছবিসহ)	=	৫,০০০/- (পাঁচ হাজার টাকা মাত্র)
৩. প্রথম ইনার কভার		
ক) পূর্ণ পাতা (৪ রঙ্গা ছবিসহ)	=	১০,০০০/- (দশ হাজার টাকা মাত্র)
খ) অর্ধেক পাতা (৪ রঙ্গা ছবিসহ)	=	৫,০০০/- (পাঁচ হাজার টাকা মাত্র)
৪. ভিতরের সাদাকালো (যে কোন জায়গায়)		
ক) সাধারণ পূর্ণ পাতা	=	৬,০০০/- (ছয় হাজার টাকা মাত্র)
খ) সাধারণ অর্ধেক পাতা	=	৩,৫০০/- (তিন হাজার পাঁচশত টাকা মাত্র)
গ) সাধারণ কোয়ার্টার পাতা	=	২,০০০/- (দুই হাজার টাকা মাত্র)
ঘ) প্রতি কলাম ইঞ্চি	=	৬০০/- (ছয়শত টাকা মাত্র)

যোগাযোগের ঠিকানা-
সাপ্তাহিক প্রতিবেশী
সার্কুলেশন ও বিজ্ঞাপন বিভাগ
(সকাল ৯টা-বিকাল ৫টা) অফিস চলাকালিন সময়ে : ৪৭১১৩৮৮৫
wklypratibeshi@gmail.com

বিকাশ নম্বর : ০১৭৯৮-৫১৩০৪২

বর্ষ ৮৬ ❖ সংখ্যা - ১৬
THE WEEKLY PRATIBESHI
Issue - 16
Regd. No. DA-33
❖ 17 - 23 May, 2026, ৩ - ৯ জ্যৈষ্ঠ, ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ

BOOK POST

সুখবর! সুখবর!! সুখবর!!!

অতি আনন্দের সাথে জানাচ্ছি যে, বিশ্বাসীবর্গের প্রার্থনা সংকলন গ্রন্থটি প্রতিবেশী প্রকাশনী থেকে প্রকাশ করা হয়েছে। এই বইটির মাধ্যমে ক,খ,গ পূজনবর্ষের প্রতি রবিবারের ও বিশেষ বিশেষ পর্বদিনসহ বিভিন্ন বার্ষিকী উপলক্ষে (জন্মবার্ষিকী, বিবাহবার্ষিকী, মৃত্যুবার্ষিকী) খ্রিস্টযাগ ও প্রার্থনার আয়োজন করলে বিশ্বাসীবর্গের যে উদ্দেশ্য প্রার্থনা রয়েছে তা সবই এই বইটির মধ্যে পাবেন।

এই বইটি খ্রিস্টবিশ্বাসী সকলের তবে বিশেষ করে গ্রামের প্রার্থনা পরিচালক, ক্যাটেখিস্ট মাস্টারদের জন্য খুবই সহায়ক হবে। এই বইটির মাধ্যমে আরোও জানতে পারবেন উপাসনায় ব্যবহৃত দ্রব্যসামগ্রীর নাম। উপাসনায় ব্যবহৃত দ্রব্যসামগ্রীর নাম ও ছবিসহ একটি পোস্টারও পাওয়া যাচ্ছে।

যোগাযোগঃ প্রতিবেশী প্রকাশনীর যে কোন সাব-সেন্টারে
ফাদার উজ্জ্বল লিনুস রোজারিও, সিএসসি।
মোবাইল : ০১৭১৫-৭৬৩৯৬৫

বিজ্ঞ/১০২/২৬

ছাপার জগতে এক অনন্য নাম **জেরী প্রিন্টিং প্রেস**

হাইডেলবার্গ সর্ক (বাই কালার)
সাইজ = ১৯X২৫.৫ ইঞ্চি

হাইডেলবার্গ সর্ক
সাইজ = ২৩X৩৬ ইঞ্চি

হাইডেলবার্গ কর্ড ৬৪
সাইজ = ১৮X২৫.২৫ ইঞ্চি

জেরী প্রিন্টি প্রেস খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্রের একটি সহযোগী প্রতিষ্ঠান। প্রথম দিকে শুধুমাত্র সাপ্তাহিক প্রতিবেশী ছাপানোর উদ্দেশেই এটি স্থাপিত হয়েছিল। বর্তমানে জেরী প্রিন্টিং প্রেসকে একটি অত্যাধুনিক ডিজিটাল ছাপাখানায় রূপান্তরিত করা হয়েছে। সম্প্রতি জেরী প্রিন্টিং-এ সংযোজিত হয়েছে হাইডেলবার্গ সর্ক বাইকালার মেশিন। যা ছাপার কাজে আনবে দ্রুততা ও স্পষ্টতা। যাবতীয় মুদ্রণ কাজের জন্য ইতোমধ্যেই প্রতিষ্ঠানটি সারা দেশে প্রশংসা কুড়িয়েছে ও হয়ে ওঠেছে নির্ভরতার প্রতীক।

খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্রের অন্যতম আয় সৃষ্টিকারী বিভাগ হচ্ছে জেরী প্রিন্টিং প্রেস। মূলত এই আয় দিয়েই কেন্দ্রের অন্যান্য বিভাগের ভর্তুকী দেয়া হয়। এ প্রতিষ্ঠানের পুরো আয়ই সরাসরি মঙ্গলবাণী প্রচারে ব্যবহার করা হয়। তাই আপনাদের ছাপা কাজ যথাসময়ে পেতে এবং মঙ্গলবাণী প্রচারে সহায়তা করতে আপনাদের প্রতিষ্ঠান, স্কুল, সংঘ-সমিতি, ধর্মপল্লীর বিভিন্ন ছাপা কাজ জেরী প্রিন্টিং-এ করবেন বলে প্রত্যাশা রাখি।

যোগাযোগের জন্য : **jerryprintingccc@gmail.com**

Edited & Published by **Fr. Bulbul Augustine Rebeiro,** Christian Communications Centre, 61/1, Subhash Bose Avenue, Luxmibazar, Dhaka-1100, Bangladesh, Phone : (880-2) 47113885, Printed at Jerry Printing, 61/1, Subhash Bose Avenue, Luxmibazar, Dhaka-1100, Phone : 47113885, E-Mail : **wklypratibeshi@gmail.com,** Web: weekly.pratibeshi.org